শেষ খেয়া

— কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ খেয়া

প্রথম খণ্ড

শ্রীমান স্থরেশ চক্রবর্ত্তী

প্রিয় স্থরেশ,

তোমাকে স্নেহ করি,—তার কারণ অন্য।

তোমাকে ভালবাসি,—তার কারণ—তুমি সাহিত্য-প্রেমী.—"সাহিত্য", "সাহিত্যিক" আর "সাহিত্য-চর্চ্চা" ভালবাস।

শুধু "ভালবাস" বল্‌লে সবটা বলা হয় না,—ওই তিনটির চেয়ে তোমার আর বড় নেশার জিনিষ বা সখের কি আনন্দের জিনিষ দেখিনি। ওই তিনটির প্রসঙ্গ পড়লে, তোমার সময়-অসময়, নাওয়া-খাওয়া, লাভ-ক্ষতি, অসুখ-অনটন—কোন কিছুরই জ্ঞান থাকেনা,—তুমি সব ভুলে যাও। এইটি হচ্ছে নেশার লক্ষণ।

তোমার এই নেশাটির জন্যেই আমি তোমাকে ভালবাসি। তাই আমার এই "শেষ খেয়া" আজ নিশ্চিন্ত মনে তোমার হাতে দিয়ে, তার আনন্দটা নিজে নিলুম।

গ্রন্থকার

৺কাশীধাম,

মহাষ্টমী—১৩৩২।

ই দোকানের জন্য ঐরূপ একটি লোকের আবশ্যকও হইয়াছিল। তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া নবীনকে তাঁহার চীনাবাজারের দোকানে কুড়ি টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। তাহাতে নবীনের বাপ মনোহর পালকে বলিয়াছিল—"কলকেতায় চাকরী হ'ল—এর পর আমাকে 'বাবা' বলতে লজ্জা পাবেনা তো!" মনোহর পাল হাসিয়া বলেন—"না, তত ইংরিজি শেখে নাই!"

সেই বৎসরেই নবীনের বিবাহ হইয়া যায়। পার্ব্বতীকে ঘরে আনিয়া বাড়ীর যেন শ্রী ফিরিয়া গেল;—কষ্টের সংসারের ছোটবড় অভাব-অভিযোগ ও অশান্তি, অল্পদিনেই অন্তর্হিত হইল। সেই অবজ্ঞাত চালাঘর কয়খানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অনেকেরি লোভনীয় হইয়া উঠিল। বধূর কোন দোষ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কেহ কেহ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"বয়স ভাঁড়িয়ে বে দিয়েছে!" কেহ বলিলেন—"বেম্ম-টেম্মর ঘরের মেয়ে হবে—তা-নাতো ও-বাড়ীর কা'কেও আর ময়লা কাপড় প'রতে দেখ্‌তে পাস্ কি!" ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সঙ্গে নিত্য তুলসীমঞ্চ মার্জ্জন, তথায় দীপদানান্তে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম, প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় ব্যবহারগুলা অন্তরায়-রূপে উপস্থিত থাকায়, অত-বড় পাকা অনুমানটা ভাল করিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই।

তাহার পর যে দশটা বৎসর আসিল, তাহারা নবীনকে দুইটি পুত্র দিয়া, মনোহর পালের দোকানের দুই আনা অংশীদার করিয়া গেল। ঐ সঙ্গে তিনখানি পাকা কোঠার ও বৈঠকখানার

পত্তনও দেওয়াইল, এবং নবীনের পিতাকে পৌত্রমুখ দেখাইয়া স্বর্গের অধিকারী করিয়া লইয়া গেল।

পিতা যে কেন বড়,—শাস্ত্রে, সমাজে কি সংসারে তাহার প্রমাণ খুঁজিতে হয় না। তাঁহাদের কৃত পুত্রাদির নামকরণটিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরর্থক বা অসার্থক হইত না। এখন আর সন্তানের নামকরণটা বাপকে করিতে হয় না—উপন্যাস বা অভিধানই সে কাজটা করিয়া দেয়; তাই আমরা পথে-ঘাটে "অমল-ধবল," "কষিত-কাঞ্চন" প্রভৃতি দেখিয়া দেখিয়া, কথাগুলার প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যাইতেছি। নবীনের বাপ কিন্তু স্বয়ংই নাতীদের নামকরণ করিয়া গিয়াছিলেন—গণেশ ও কার্ত্তিক। তাহারাও রূপে-গুণে, আকৃতিতে-প্রকৃতিতে, পিতামহ-দত্ত নামের মর্য্যাদা বড় একটা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই।

গণেশ প্রবাদানুরূপ বিদ্যার দিকে না বাড়িলেও, বুদ্ধিটাকে সত্বর অতিরিক্ত বাড়াইয়া সে-অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছিল। ধীর ও অল্পভাষী ত ছিলই, তা-ছাড়া তাহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছে—এতটা বুদ্ধির স্পর্দ্ধা কেহ কখনো করিতে পারে নাই;—অপর পক্ষে, চুলের পারিপাট্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও গীতবাদ্যে, পার্শ্বস্থ পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে কার্ত্তিক ছিল—অদ্বিতীয়। সে "রেণাল্ডের্" নভেলের ভাবটা বুঝিবার মত ইংরাজি শিখিয়াই, বিদ্যাচর্চ্চার আর আবশ্যক দেখে নাই। কেহ কেহ বলেন—বঙ্গদেশে কার্ত্তিকচন্দ্রই ছিলেন সোনার চশমার প্রথম প্রচলনকর্ত্তা।

পালবংশের বংশানুক্রমিক পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নবীন পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দিতে বিলম্ব করে নাই। গ্রামের সন্নিকটস্থ কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন নিমাই নন্দীর প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ মন্তব্য বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহার বয়ঃস্থা কন্যাটির সহিত গণেশের বিবাহ দিয়া নবীন তাহাকে দায়মুক্ত করে।

নবীনের মনে-মনে সন্দেহ ছিল,—উপযুক্ত পুত্র গণেশ এ-কুটুম্বিতায় আপত্তি করিতে পারে; কিন্তু তাহার তরফ্ হইতে কেহ কোন প্রতিবাদ পায় নাই। পাড়ায় গণেশের বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি ত ছিলই,—এই ঘটনায় প্রতিবেশীরা বুঝিল—গণেশ আদর্শ পিতৃভক্তও বটে, এবং বলিল—"ছেলে হবে ত গণেশের মত!"

মানুষ কাজ দেখিয়াই বিচার করে, কারণ কাজটাই সে দেখিতে পায়। কিন্তু আমরা জানি, এ-বিবাহের পূর্ব্বে থেকেই নিমাই নন্দীর সহিত গণেশের পরিচয় ছিল। নিমাইয়ের জমি-সংলগ্ন নবীনের একটি নারকোল-বাগান থাকায়, গণেশ মাঝে মাঝে সেখানে নারকোল পাড়াইতে যাইত,—সেই সূত্রেই উভয়ের আলাপ হয়। যে কারণেই হউক, নিমাই, গণেশকে ডাকিয়া কথা কহিত এবং সে-কথার মধ্যে স্নেহ ও তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির শুভ প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিত।

নিমাই বলিত—"আমাদের দেশটা কন্ধ-কাটার দেশ, এদের পেট আছে—মাথা নেই, তা-নাত এমন দুর্দ্দশা! যে উন্নতি করতে চায়, আর তোমার বুদ্ধির অর্দ্ধেকও রাখে,—তার

আবার ভাবনা! এই ধর না—এক নারকোলগাছ থেকেই সে লক্ষপতি হতে পারে;—ওর্ কোন্‌টা ফেল্‌বে বলো! চৈত্র মাসে তারকেশ্বরে ওর্ ডাবগুলো যত পার পাঠাও—আর ছ'পয়সা করে ছাড়ো;—এক-একটা সন্নিসী যেন একএকটা পোড়া ছিঁচকে,—তেষ্টা কি! বাঙ্গলা দেশে কিছু নেই-নেই—তবু দুটো জিনিস বারোমাসই আছে—ম্যালেরিয়া আর মেয়ের-বে; আর বে থাকলেই জনায়ের মনোহরাও আছেন,—ডাবের 'নেয়া'ই হচ্ছে তার সোনার কাঠি। ওর জলটা কায়দা করে বোতলবন্দী করতে পারলে—বড়লাটের 'লেডি' থেকে চুনো গলির 'টেবি' পর্য্যন্ত টান ধরাবে; তোমাকে পলাশী গেটেও মাথা গলাতে হবেনা—হত্যে দিতেও হবে না, এক 'বাথ্‌গেটে' গছাতে পারলেই ফতে। ঝুনো থেকে চন্দ্রপুলি, নারকোল-নাড়ু, রসকরা, এতো মসকরা নয়—বাঙ্গলা দেশের "সনাতন মিষ্টান্ন। আবার ঝুনো খড়ুলি মারলেই খোট্টার দেশে মেওয়া,—পোচ্‌লেই তেল! ফোঁপোল্ Preserve করতে পারলে ফ্রান্সের মত ফ্যাসানের দেশ লুফে নেবে। গাছ বেরুলেই ছ'গণ্ডা! রইলো—খোলটা; হুঁকোপটি ত আর কলকেতা ছেড়ে দিল্লী যাচ্চেনা! ছোব্‌ড়ায় কাতাদড়ি—পাপোষ্, গদির খোরাক, সোফাপুষ্টী—বগায়রা! আবার পাতায় ঝাঁটা, গামড়ায় লেক্‌ড়ি! আর কি চাও? করতে পারলে কি না হয় বাবাজি! চাই কেবল বুদ্ধি,—সেটা ভগবান তোমাকে দিয়েছেন। তোমার সামনে বলা নয় গণেশবাবু, দাওয়ানজী মশাইকে দেখিনি—তাঁর বুদ্ধির কথাই

শুনেছি ; সত্যি বলতে কি,—তোমাকে দেখে তাঁকে দেখার আনন্দ পাই,—তোমার সঙ্গে কথা কয়েও তাই এত সুখ হয় !

"লোকের বুদ্ধিটাই হ'ল সেরা সম্পত্তি ; আর চাই একটি শক্ত সবল সঙ্গিনী,—যদি সে লোক মানুষ হ'তে চায়। ভেতরের বাঁধন আলগা হ'লে, কিছুই দাঁড়াতে পায় না—সব সঞ্চয়ই ফাঁক বেয়ে বেরিয়ে যায় !

"বাবুরা রূপ খোঁজেন,—দেখে কেবল দুঃখের হাসি হাসি ! আরে মুখ্যু—লক্ষ্মীর চেয়ে রূপ কার,—যিনি হচ্ছেন রূ-পে-য়া ! সব রূপই ওরির মধ্যে আছে।

"তাই বলছিলুম,—বুদ্ধিমান যে হবে তার চাই একটি—সুস্থ সবল পরিবার। যদি দেখতে হয় তো—মেয়েকে নয় মেয়ের বাপ-মাকে ;—আকরটা নির্ব্বোধের না হয়—বাস্। ধনী বনতে হ'লে খনি খুঁজতে হয় বাবাজি ! দেখবে—সুখ আর ঐশ্বর্য্য দুই-ই ঘরে বেঁধেছ। তোমাকে ভালবাসি আর তুমি বুদ্ধিমান, তাই এই ৫২ বছরে যা যৎসামান্য বুঝেছি তা না বলে থাকতে পারিনা। গ্রামের একজনেরও ভাল দেখে যেতে পারলে মরণে সুখ আছে।"—ইত্যাদি।

লোকের মনের মত করিয়া এবং আবশ্যক বুঝিলে সরস করিয়া কথা কহিবার ক্ষমতা নিমাইয়ের বিলক্ষণ ছিল। গণেশ তাহার কথা মনোযোগের সহিত শুনিত এবং মনে মনে মানিয়া লইতেও বাধ্য হইত। বার কয়েক এই সাধুসঙ্গ করিয়াই তাহার বুদ্ধির ভাণ্ডার নানারত্নে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

এই সব অধিবেশনান্তে নিমাই তাহাকে মুড়ি-গুড় খাওয়াই, বিদায় দিত,—গণেশ পান মুখে দিয়া বাড়ী ফিরিত।

নিমাইয়ের চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা চণ্ডিকার সবল সুপুষ্ট দেহ—কখনো কলস-কক্ষে, পুষ্করিণী হইতে দশ কলসী জল আনিয়া গরুগুলির গামলায় ঢালিত; কখনো তাহাদের শিং ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া দিত; কখনো ভীষণদর্শন কৃষ্ণবর্ণ দুষ্ট এঁড়েটার ঘাড়ে ঘুঁসি মারিয়া গোয়ালের বাহির করিয়া অন্যের ক্ষেতে আহার অন্বেষণে ও রাত্রি-যাপনে পাঠাইত। কখনো বা অপরের বাগান হইতে সদ্য-পতিত নারকোল-পাতাগুলির কান ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া, তখনি পাতা ছাড়াইয়া গামড়া কাটিতে বসিত;—অল্পক্ষণেই তাহারা জ্বালানি কাঠে রূপান্তরিত হইয়া গৃহপ্রবেশ করিত।

গণেশের চক্ষের সম্মুখেই, পেশী-পুষ্টা শক্তিরূপিণী চণ্ডিকার এই রুদ্রলীলা চলিত। একদিন সে দেখিল—কোন এক পুষ্করিণীর সোপান-শয়ন ত্যাগ করিয়া একটা "তালগাছের খানিকটা" চণ্ডিকা-চালিত হইয়া ডিগ্‌বাজি খাইতে খাইতে দ্রুত আসিয়া নিমাইয়ের বাড়ী ঢুকিল!

গণেশ নিজে ছিল বেঁটে। চিন্তাশীল লোকের নিকট হইতেই আবিষ্কারগুলা আসে। সে আবিষ্কার করিয়াছিল—লম্বা লোক বুদ্ধিমান হইতেই পারে না; যেমন সুপারিগাছ দৈর্ঘ্যের অনুপাতে অল্প ফল দেয়। যাহা হউক—গণেশ বেঁটে হইলেও কম জোয়ান ছিলনা। তথাপি সে অবাক্ হইয়া

ভাবিতে লাগিল,—এতটা সামর্থ্য বোধ হয় তাহার নাই। এই তাল-দণ্ডই তাহার মেয়ে-পছন্দর মানদণ্ডের কাজ করিল! সে ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিল—"এইতো দরকার,—ঘরে আগুন লাগ্‌লে একাই একশো কল্‌সী জল তুলে নিবুতে পারে;—পয়সা হ'লে ওসব ভয়ও তো আছে!"

ফল কথা,—সে নিমাই নন্দীর মধ্যে বুদ্ধির সন্ধান পাইয়াছিল,—তাই তাহাদের মনের মিলও ঘটিয়াছিল। নিমাই, গণেশের বুদ্ধিকে অতিরিক্ত সম্মান দিয়া, তাহার কাছে প্রাপ্য আদায় করিয়া নিজে বুদ্ধিমান হইতে পারিয়াছিল। গণেশের কাছে এ সার্টিফিকেট্ আদায় করা যে কিরূপ কঠিন তাহা গ্রামের অনেকেই জানিত; তাই নিমাইকে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে গণেশকে মনে মনে সে কতটা ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সব কারণে, গণেশের তরফ হইতে অপ্রতিবাদেই এই বিবাহরূপ শুভকার্য্যটা সম্পন্ন হইয়া যায়। তাহাতে, নবীন একজন বিপন্নকে দায়মুক্ত করিতে পারিয়া, চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিল; গণেশ প্রয়োজনানুরূপ স্ত্রীরত্ন ও একটি বুদ্ধিমান অভিভাবক লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করিল; আর চতুর নিমাই শুধু অন্তরে নয়—হাড়ে হাড়ে স্বস্তিলাভ করিল।

* * * *

কার্ত্তিক বড় বউকে দেখিয়া সভয়ে বলিয়াছিল—"দাতব্যখাতে শর্ম্মা নাই!" তাহার বিবাহ কলিকাতা জানবাজারের এক ধনী

বংশেই সম্পন্ন হয়। কলিকাতা সহর ও সুন্দরী কন্যা, এতদুভয়ের কোনটির ব্যাতক্রম ঘটিলে, কার্ত্তিক বিবাহ করিবে না,—তাহা তাহার যোগ্যই হইতে পারে না, ইহাই এ বিবাহের কারণ,—অর্থলাভ বা অর্থলোভ নহে।

ফল হইল—পরীর মত পুত্রবধূ এক-গা গহনা পরিয়া ও এক বাক্স বাড়তি সুট্ লইয়া, একবার মাত্র এক সপ্তাহ কাল শ্বশুর বাড়ীতে কাটাইয়া যান। দাসীরা গিয়া রিপোর্ট দেয়—"এ-মেয়ে সে-জঙ্গলে আর সে-বাড়ীতে থাক্‌লে বাঁচবেই না;"—ইত্যাদি। শুনিয়া মেয়ের মা বলেন—"আমার সরোজকে তো বাড়ীর সঙ্গে বে দিইনি, বাড়ীতে আমার দরকার? ছেলে দেখে বে দিইছি, ছেলেকে এনে রাখবো,"—ইত্যাদি।

ঘটিলও তাই। সেই বৎসর জামাই-ষষ্ঠীর শ্যালি-সভায় কার্ত্তিক গীত-বাদ্যাদিতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট্ তো পাইলই; তদ্ভিন্ন শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর ও বড়-ঘরের ভায়রা-ভায়েদের সুপরামর্শও লাভ করিল। তাহারা বুঝাইয়া দিল,—সকল বিদ্যার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ও চরম উৎকর্ষের স্থানই কলিকাতা। কলিকাতায় না থাকিলে এ প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের পথ পাইবে না,—মাটি হইয়া যাইবে। কার্ত্তিকের ধারণাও ছিল তাই। স্বতন্ত্র ঘর, বৈঠকখানা, চাকর দাসী, মাষ্টার ওস্তাদ বাহাল হইতে বিলম্ব হইল না; শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে কার্ত্তিক সেই ভূস্বর্গই ভোগ করিতে চলিয়া গেল; এবং অল্পদিন মধ্যেই সে ক্ল্যারিওনেটে পাকিয়া, কলিকাতা সমাজে "পাপিয়া" নামে পরিচিত হইয়া পড়িল।



গণেশের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিবাহের পরই সে বাপের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া দোকানের কাজকর্ম্ম শিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল, এবং অল্পকাল মধ্যেই তাহা আয়ত্ত করিয়া, কাজের লোক হইয়া পড়িল। মনোহর পাল তাহার বেচা-কেনায় সন্তুষ্ট হইয়া বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। তিন বৎসর পূর্ণ না হইতেই সে মাসিক ৩৫৲ টাকা করিয়া পাইতে লাগিল।

পাঁচটি নির্ব্বোধের সংসার যে একটি বুদ্ধিমানের উন্নতির অন্তরায় এবং রোজগারের অপয়া শোষক-স্বরূপ—গণেশ এ-সত্যটা রোজগারের বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়া রাখিয়াছিল। তাহার উপর তাহার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় বিষয়াতুর হৃদয়কে শ্বশুর নিমাই নন্দী যথাশক্তি মোহমুদ্গরাঘাত করিয়া সংসার-মোহ-মুক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

সংসারে নবীনের বিধবা খুড়ি ছিলেন,—পার্ব্বতীর অনুরোধে নবীন তাঁহার কাশীবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিল। কলিকাতার সান্নিধ্য বলিয়া ভাগ্নেটি নবীনের সংসারে থাকিয়া রেলির আপিসে যাতায়াত করিত, কুড়ি টাকা করিয়া বেতনও পাইত। নবীন তাহাকে ভালবাসিত, এবং তাহার কলিকাতা যাতায়াতের ব্যয়ভার নিজেই বহন করিত—যাহাতে সে তাহার উপার্জ্জনের সব টাকা কয়টি বিধবা মাকে পাঠাইতে পারে। কিন্তু গণেশের বুদ্ধিমার্জ্জিত অবিরল উপদেশ-ধারা তাহাকেও বেশীদিন

টিকিতে দিলনা। নবীন কিছু কিছু বুঝিল, বেশী বেশী কষ্ট বোধ করিল,—অবশ্য নীরবে।

কার্ত্তিকের সুখৈশ্বর্য্য, তাহার ভাবী লক্ষপতিত্বের সম্ভাবনা, গণেশের ভিতরটাকে ঈর্ষায় অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিলনা, বাপকে বলিল—"দেখুন যে-ছেলে বাপমার মুখ হেঁট করে' বংশের নাম ডুবিয়ে, পৈতৃক ভিটেকে হেয়জ্ঞানে জন্মের মত ত্যাগ করে গেছে, এখনো তাকে 'আপনার' ভাবার চেয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা আর নেই,—শুধু তাই নয়, সেধে অপমান কেনা। প্রত্যেক ভাল লোকেরই চিন্তা করে দেখা উচিত—কিসে আর কারদ্বারা বংশ-মর্য্যাদা বজায় থাকবে—আর সময় থাকতে সেইমত কাজ করাও উচিত। বিবেচক-মাত্রেই তা করেও থাকেন";—ইত্যাদি। অর্থাৎ, পৈতৃক যা-কিছু, তা জ্যেষ্ঠ ও অনুগত পুত্রেরই প্রাপ্য, এবং সেটা অবিলম্বে লেখাপড়া হইয়া যাওয়া আবশ্যক; গণেশ এই সুবিবেচিত প্রস্তাবটা বাপের নিকট পেস্ করিল।

শুনিয়া, নবীন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যায়, পরে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচনের সঙ্গে একটু হাসির রেখা টানিয়া বলে—"তার বয়সটা কি গণেশ; ভগবান না করুন—ছোট বউমার একটা ভালমন্দ ঘটলে, এই ভিটেটুকু ছাড়া তার দাঁড়াবার স্থান কোথায়?" গণেশ একটু দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়—"যে-ছেলে সমাজের সামনে বাপমাকে ত্যাগ করে' শ্বশুর-শাশুড়ীকে বড় ভাবে, আপনারা কোন্ অধিকারে তাকে ছেলে বলেন,—সে

অধিকার রাখতে সে দিয়েছে কি? জগতে 'তেজ্যপুত্তুর' কথাটা এলো কেন, আর দরকার না থাকলে রয়েছেই বা কেন? মানুষের কাজে লেগেছে আর লাগে বলেই তো রয়েছে। অপরাধীকে সাজা না দেওয়াটাই পাপ,—সেটা ধর্ম্ম নয়। এ রকম দোষীকে কোন বুদ্ধিমানেই ক্ষমা করেনা; সে তো আর বংশের নাম রাখতে আসচেনা।"

নবীন নিতান্ত অনিচ্ছায় কেবল মাত্র বলিল—"এ নির্ব্বুদ্ধিটে ছেলের বাপ না হলে আসেনা গণেশ! তা এত তাড়াতাড়ি কেন, আজই তো আমি মরচিনা।"

গণেশ বুঝিল, তাহার মাত্রাধিক্য ঘটিয়া গিয়াছে; তাহার মুখে আসিয়াছিল—"তবে কি নিঃসন্তানেরাই ত্যাজ্য-পুত্রটা করেন!" সেটা চাপিয়া সে বলিল—"যে কাজ করাই উচিত, সেটা ফেলে রাখাই অনুচিত,—তাই বলা।" এই বলিতে বলিতে গণেশ ধীর ভাবে উঠিয়া গেল। সে কাজের কথায় রোষ প্রকাশের লোক ছিলনা।

নবীন ভাবিতে লাগিল—গণেশ আজন্মই একটু বেশী বুদ্ধি ধরে; কিন্তু সেটাকে সহসা এতটা ঠেলে বাড়িয়ে দিতে একমাত্র বেই মশায়ই সক্ষম,—ভগবানই জানেন!

ভগবানকে অনেক কিছুই জানিতে হয়, তাই আমরাও বলিতে বাধ্য—কারণটা ভগবানই জানেন,—বাপের বাড়ীর প্রচণ্ড পরিশ্রমান্তে চণ্ডিকাদাসী দ্বিতীয়বার যেন বিশ্রাম লাভার্থে শ্বশুর-বাড়ী আসিল, সে যেন হাঁসপাতালে সেবাপ্রার্থিনী হইয়া ঢুকিল!

৪

চণ্ডিকা যেদিন বধূরূপে তাহার সুগঠিত শ্যামবর্ণ দেহ, সুউচ্চ কপালের উপর সুস্পষ্ট দেড় ইঞ্চি কাটাদাগ আর কপালের নীচে সুবৃহৎ ও অত্যধিক বহির্মুখী চক্ষু দুটি, এবং খাটো চুল লইয়া নবীনের বাড়ী প্রথম পদার্পণ করিল,—পার্ব্বতীর অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! প্রতিবেশিনীরা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে দেখিয়া নীরবে ঘরে ফিরিয়াছিল; বাহিরে আসিয়া হর ঠাকরুণ কেবল বলিয়াছিলেন—"সংসারটা এইবার গেল!"

পার্ব্বতী কিন্তু পুত্রবধূটিকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার যত্ন ও প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলেন। খোদার উপর খোদকারী অদ্যাবধি কাহারো খাটে নাই,—তাঁহারো খাটিলনা;—বিপরীত ফলই পাইতে লাগিলেন।

চোদ্দ বছর বয়সে চণ্ডিকা বধূরূপে আসে, সতেরো বছরে তাহার অন্তর্নিহিত কুটিলতা ও স্বাধীন প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়া পার্ব্বতীকে সশঙ্ক করিয়া তুলিল। বাটীর সে পূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা শ্রী-হারা হইয়া, কদর্য্য আবর্জ্জনায় ভরিয়া উঠিল! পার্ব্বতীর হাতে-গড়া শান্তিময় কুটিরের প্রত্যেক রন্ধ্র হইতে অশান্তির হাওয়া গুমরিতে লাগিল। তিনি তাঁহার সংসারিক মঙ্গল-কামনার ও আত্মনিবেদনের একমাত্র স্থান, সেই তুলসী মঞ্চটির পবিত্রতা পর্য্যন্ত আর রক্ষা করিতে পারিলেন না।

পাছে প্রতিবেশীরা জানিতে পারে,—লোকে হাসে,—স্বামী কষ্ট পান, সেইভয়ে তিনি একা নীরবেই সব সহিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর বিনম্র প্রকৃতি বধূর উগ্রমূর্ত্তি ও উদ্ধত প্রকৃতির নিকট নত হইয়া সহজেই হার মানিল ;—বধূর মনরক্ষায় ও বধূর সেবায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। খাটুনি তো দ্বিগুণ বাড়িয়াইছিল, তাহার উপর অশান্তি ও অপমানের বোঝায় পার্ব্বতীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সংসারের অপ্রিয় সত্যগুলিকে প্রফুল্লতার প্রলেপে ঢাকিয়া রাখিবার একটা কঠিন ও ব্যর্থ প্রয়াস সকল মানুষেরই থাকে এবং চিরদিন থাকিবেও। কিন্তু বিধাতা জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের কেবল যে অসামান্য বিচক্ষণতা, সূক্ষ্মদর্শন ও অনুমান শক্তি দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহাই নহে, তাহার উপর আবার নব নব ও অভিনব সৃজন-শক্তি দানেও কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। তাই, পার্ব্বতী নীরবে ও অম্লান মুখে নিজের শরীর ও মনের উপর সকল আঘাত লইলেও তাহার সাংসারিক সম্ভ্রম রক্ষার সদিচ্ছা যে সম্পূর্ণ ই ব্যর্থ হইতেছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

নিত্যই কেহ না কেহ দয়া করিয়া খোঁজখবর লইতে বা বেড়াইতে আসিতেন এবং পান মুখে দিয়াই অতীত ও বর্ত্তমানের প্রসঙ্গ তুলিতেন, এবং সমবেদনা জানাইয়া ফিরিতেন। কেহ কেহ বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াই হাসি-ভরা চোখে বলিতেন—"মাগী মরবে, তবু মর্য্যেদা হারাবেনা ;—আমরাও মরছিনা—ক'দিন ঢাকে দেখি!"

সে-দিন বৈকালে "গেরস্থদের কি হয় গো,"—বলিতে বলিতে ও-পাড়ার হরপিসি আসিয়া দেখেন, পর্ব্বতী ছাড়া-কাপড়গুলি কাচিয়া আনিয়া উঠানে দড়ির উপর মেলিয়া দিতেছেন। পার্ব্বতীর বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও বউয়ের কাপড়খানি হরপিসির খরদৃষ্টি এড়াইলনা। তিনি বলিলেন—"তা আর হয়েছে কি—করতে পারলেই ত ভাল! তিনি ঘুমুচ্ছেন বুঝি,—শীতের পাঁচটা বইত না!"

পার্ব্বতী বলিতে গেলেন—"বউমার শরীরটে,"—কথা শেষ করিতে না দিয়াই পিসি বলিলেন,—"হঁ্যা—তাকি আর জানিনা ন-বৌ,—ও-রকম খেজমৎ পেলে আমাদেরি কি শরীর ভাল থাকত? তা যা'হোক্,—হরির একি অভাগ্যি, মঞ্চটা আবার কবে থেকে সাবান, চুলের দড়ি আর পা ঘশবার ঝামা রাখবার জায়গা হ'ল!—তোর মত মেয়ের কপালে এতও ছিল!"—বলিতে বলিতে তাঁর অতলদর্শী চক্ষু দুটি দিয়ে বাড়ীর সবটা যেন কটাক্ষে ঝেঁটিয়ে নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। উঠোনের মধ্যে ভিজে-কাপড়-হাতে পার্ব্বতী নির্ব্বাক্ নিষ্পলক পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বিধাতাপুরুষ একই জাতীয় জীবের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতি, বর্ণ ও গুণের তারতম্য দিয়া কতই-না প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বৈচিত্র্যই বহু বিরুদ্ধতার মধ্যে আমাদের বাঁচিবার অবলম্বন জোগায়। সরলা মেয়েটি জ্ঞাতি-কন্যা হইলেও পার্ব্বতীর পরম অবলম্বন ও আন্তরিক স্নেহের পাত্রী। তাহার বাপ-মা না থাকায়

ামী অভয়চরণ শ্বশুরালয়েই বাস করিয়াছিল। সে পোর্ট-মিসনারের জেটিতে সামান্য বেতনে চাকুরি করিত,—তাহাতেই ষ্টে সংসার-নির্ব্বাহ হইত।

সরলা এ-বাড়ী ঢুকিয়াই সহসা পার্ব্বতীকে তদবস্থ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। একটা অশুভ আশঙ্কা যেন তাহার শিরায় শিরায় সাড়া দিয়া গেল। সে আজ অন্যদিনের মত হাসিমুখে "জ্যাঠাইমা" বলিয়া ডাকিতে পারিল না,—সশঙ্ক ধীরপদে পার্ব্বতীর কাছে গিয়া বলিল—"খোকাকে একবারটি ধরনা জ্যেঠাইমা,—বড় জ্বালাতন করছে! দাও কাপড়গুলো আমি শুকুতে দিচ্ছি।" এই বলিয়াই সে কাপড়গুলি টানিয়া লইয়া কোলের ছেলেটিকে পার্ব্বতীর বুকের উপর দিতেই পার্ব্বতী দুই হাতে খোকাকে চাপিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল,—সে যেন একটা জুড়াইবার জিনিস পাইল!

সরলা নীরবেই কাপড়গুলি মেলিয়া দিতে লাগিল। ব্যাপার বা কারণ জানিবার জন্য সরলা কিছুমাত্র উৎসুক হইল না; যেহেতু—কারণের অভাব কোন দিনই ছিলনা; তাই সে অবস্থা পরিবর্ত্তনের যত্নই পাইল। ফিরিয়া দেখে—বহু দিনের রুদ্ধ বেদনা আজ পাষাণ-কারা ভাঙ্গিয়া পার্ব্বতীর দুই চক্ষে পথ পাইয়াছে! পার্ব্বতীকে কাঁদিতে সরলা এই প্রথম দেখিল; তাহার চোখের জল মুছাইতে গিয়া সে নিজেও কাঁদিল। পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল—"এ কি, গা যে কাট্‌ফাট্‌চে! চল জ্যাঠাইমা, ঘরে চল;—কাজকর্ম্ম আমি দেখব অখন।"



নবীন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া সরলার কাছে পার্ব্বতীর জ্বরের সংবাদ পাইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—জ্বর খুব বেশী,—পার্ব্বতীর চক্ষু লাল, অধর-ওষ্ঠ কাঁপিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় পার্ব্বতী নিজের হাত দু'খানির মধ্যে নবীনের হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"বড় মাথার যাতনা।" নবীন তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তোমার মনের যাতনা থেকেই সব যাতনা, তাকি আমি বুঝিনা ন-বৌ,—কিন্তু আমি কি করতে পারি।" পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি বলিল,—"ছি, তুমি আবার কি করবে!" নবীন বলিল,—"সহ্য করার চেয়ে আর কিছু নেই, ও-সব মনে নিওনা।" পার্ব্বতী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"যাও, কাপড় ছেড়ে কিছু মুখে দাওগে,—আমি উঠতে পারচি না, সরলা দেবে অখন।"

নবীন কি করিয়া বুঝিবে যে পার্ব্বতীর সহ্যের সীমা বলিয়া আর কিছু নাই, সে এখন অসীমের মাঝখানে প্রাণপণে যুঝিয়া চলিয়াছে! "লোকে কি বলিবে"—মানব-সভ্যতার এই প্রথম সূত্রটি শাসনের সহোদরের মতই মানুষের বুকে আসন পাতিয়া, সমাজ ও সংসারের শাসন-ভার হাতে লইয়া বসিয়া আছে;—সমাজের লোকমাত্রেই এই কথাটির অধীনে। ইহার শক্তির সমক্ষে "পেনাল্-কোর্ডের" শক্তি কতটুকু! শৃঙ্খলা রক্ষার এই শব্দ-শৃঙ্খলে বিশ্বটা যে বাঁধা!

পার্ব্বতী তিন দিন জ্বরে এক প্রকার সংজ্ঞাহারাই ছিল, আজ দু'একটা প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে।

উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশ সংসারে কখন টাকাকড়ি দিত না,—পরিবর্ত্তে প্রচুর উপদেশ দানে সেটা পূরণ করিয়া দিত। দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার লাহিড়ীকে আনিতে বলায় সে হাসিয়া বলে—"জ্বরে ডাক্তার ডাকতে হ'লে, রোজগারটা তাদের জন্যেই করতে হয়;—বাঙ্গলাদেশে নাড়ী দেখলেই জ্বর!" এই বলিয়া আজ দুই দিন মাকে শিউলি-পাতার রস খাওয়াইতেছিল।

সরলা এ কয়দিন এই বাড়ীতেই রহিয়াছে; সকালে কেবল ঘণ্টাখানেকের তরে নিজের বাড়ী গিয়া স্বামীর কুটীর-ভাত রাঁধিয়া দিয়া আসে। সে আজ কাঁদিয়া বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি জ্যাঠামশাই,—ডাক্তারকে আনতে পাঠাও; দাদা গা করবেন না, তাই, ওঁকে (স্বামীকে) আজ বেরুতে বারণ করেছি। ক্রমশ যে বিকার দেখা দিলে!"—"অ্যাঁ, কে বল্লে,—পাঠিয়ে দাও—পাঠিয়ে দাও" বলিতে বলিতে নবীন তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গেল।

ডাক্তার লাহিড়ী আসিয়া পরীক্ষান্তে ধীরভাবে প্রশ্ন করিলেন —"বিশেষ শোক-তাপ পেয়েছেন কি?" সরলা বলিয়া ফেলিল,— "হ্যাঁ, তা খুবই পেয়েছেন।"

অপব্যয়টার জন্য গণেশ ত' চটিয়াই ছিল,—সে মুখটা বিকৃত করিয়া, সরলাকে ধমক দিয়া বলিল,—"তোকে কথা কইতে হবেনা,—শোক-তাপটা কিসের।" ডাক্তার ধীরে বলিলেন,—

"এ-ঘরে গোলমাল করাটা চলবেনা বাপু ;—কোন ওষুধ দেওয়া হয়েছে কি ?" গণেশ অপ্রিয় দৃষ্টিপূর্ণ চোখে মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল,—"জ্বরের যা ওষুধ,—শিউলি-পাতার রস দেওয়া হচ্চে।"

ডাক্তার ধীরভাবেই বলিলেন—"ওটা যেন আর না দেওয়া হয়।" পরে ঔষধাদির ও বরফের ব্যবস্থা করিয়া এবং রোগীর ওঠা-নাবা নিষেধ করিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন। অভয় ঔষধ ও বরফ আনিতে চলিয়া গেল। অর্দ্ধ-ঘণ্টায় যদি দশ টাকা খরচ হইয়া যায়, ত' দিন-রাতে কত পড়ে, এবং তাহাতে পথে বসিতে কয় দিন লাগে,—সেটা মুখে মুখে কষিয়া বাড়ীর সকলকে শুনাইয়া দিয়া, গণেশ কাজে চলিয়া গেল ; কারণ বুদ্ধির অপ-ব্যবহার সে চোখের সম্মুখে দেখিতে পারিবেনা।

* * * *

তেরো দিন সংজ্ঞাহীন থাকার পর আজ পার্ব্বতীর জ্ঞান আসিয়াছে। সরলা এ'কয়দিন একটিবারও পার্ব্বতীর শয্যা ত্যাগ করে নাই। ইতিমধ্যে নিমাই নন্দী আত্মীয়তা হিসাবে সগোষ্ঠী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, চণ্ডিকা স্বয়ংই রন্ধনশালায় ঢুকিয়াছে। পাড়ার মেয়েরা রান্না ঘরে উঁকি মারিয়া বলিয়াও গিয়াছে,—"এই যে—বউ রাঁধতেও জানে!"

স্বামীকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"দেখ, আজ ক'বচর কেবল কাজেই কেটেছে, দু'টো কথা কইবার

ফুরসৎ নিইনি ;—আজ কাজ-কর্ম্ম নেই,—ছুটির দিনে দু'টো কথা কইলে বাধা দিওনা কিন্তু।"

নবীন ম্লান মুখে বলিল,—"ডাক্তার যে বেশী কথা কইতে বারণ করে গেছেন।" পার্ব্বতী বলিল,—"আমি আজ বেশ আছি—কষ্ট হলেই চুপ কোরব।"

পার্ব্বতী বলিতে লাগিল,—"দেখ, কার্ত্তিক আমার বেশ আছে—থাক্। যেখানেই থাক্, সে আমাদের ছেলে। একটা কিছু নিয়ে যে ভুলে থাকতে পারে, সে-ই ভাল থাকে,—তারি জিত। আমি তাই কাজ নিয়ে ছিলুম,—কিন্তু পারলুম কই!

"আজ আমার সেই প্রথম এ-বাড়ীতে আসার কথা মনে পড়ছে,—তখন কত সাধ, কত আশা, কত আনন্দ, কত সাজানো-গোছানো! কত যত্ন—কিসে তোমার ভাল লাগবে, কিসে তুমি ভাল থাকবে। আর আজ ;—আজ মনে হচ্ছে—মানুষের কতটুকুই বা ক্ষমতা,—তার আবার ইচ্ছা!

"একবার দিন-কতকের তরে বাপের বাড়ী যাবার ইচ্ছে হয়েছিল,—পারিনি, পাছে তোমার অযত্ন হয়! তখন মনে করেছি—সব যেন আমারি হাতে,—" এই বলিতে বলিতে পার্ব্বতী পাশ ফিরিয়া বালিসে চক্ষু মুছিল। প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে বলিল।

নবীন দু'একবার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বতীর কাতর অনুনয়ে তাহাকে হতবুদ্ধির মত বসিয়া শুনিয়া যাইতে হয়। পার্ব্বতী বলিল,—"স্বামীর কোলে মরাটাই

স্ত্রীলোকদের সবার-বড় সৌভাগ্য,—আমিও ঐ কামনাই করতুম;—আজ মনে হচ্ছে—আমাদের মরেও সুখ নেই।” সে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া নীরব হইল,—মুহূর্ত্ত পরে একটা নিশ্বাস যেন তার মর্ম্মে মোচড় দিয়া বাহির হইয়া আসিল। নবীনের মুখ থেকে কি বুক থেকে অতি ধীরে চাপা নিশ্বাসের সঙ্গে “ভগবান” উচ্চারিত হইতেই, তার চোখ থেকে টপ্ টপ্ করিয়া দু’ফোঁটা অশ্রু পার্ব্বতীর কপোল স্পর্শ করিল। পার্ব্বতী বিচলিত ভাবে বলিয়া উঠিল,—“তুমি আমার দেবতা, তুমি আমাকে দয়া কর; আমি তোমারি কথা ভাবচি,—ভগবানকে ভাবতে পারচিনা! আমি কি তোমাকে জানিনা,—আর আমাকে জানতে দিওনা। আমাকে ঢের দিয়েছ; তোমার এই দু’ফোঁটা আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে যেখানে যাব, সেখানেই স্থান পাবো,—এই আমার পরম সম্বল।—থাক্,—মুছে দিওনা।” এই উচ্ছ্বাসের উত্তেজনা পার্ব্বতীকে অবসন্ন করিয়া দিল—সে নীরব হইল, অশ্রুই তাহার কথার ভার লইল! পরক্ষণেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

নবীন বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল; সে ভাবনা কোথাও তাহাকে কূল দেয়না,—যেটা ধরে সেইটাই খসিয়া যায়! সে দীপ-সমুজ্জ্বল ঘরে মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কখনও বা দেখিল, কে যেন ঘরে ঢুকিল;—তাহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলা যেন জীবন্ত জীবজন্তুরূপে নড়িতে লাগিল। সহসা একটা পেচক জানালার ও-পিঠের কামিনী গাছটাকে নাড়া দিয়া

সচীৎকারে উড়িয়া গেল,—সশঙ্ক নবীন নড়িয়া উঠিল। বাহিরে কাক ডাকিল।

পার্ব্বতী ধীরে ধীরে চাহিল,—ক্ষীণকণ্ঠে সরলাকে ডাকিল।

"কি বলচ জ্যাঠাইমা"—বলিয়া সরলা তাহার মুখের কাছে আসিয়া নত হইল। সে এতক্ষণ পার্ব্বতীর পাছ-তলায়—মেজেয় বসিয়া খাটে মাথা রাখিয়া কতকি ভাবিতেছিল, কত অলৌকিক কল্পনায় আশা সঞ্চয় করিতেছিল, কত কাতর মিনতি ভগবানের কাছে পাঠাইতেছিল।

পার্ব্বতী বলিল,—"সত্যিই স্বপ্ন! ভাল দেখ্‌তে পাচ্চিনা—জানালা খুলে দে।" এক ঢোক গঙ্গাজল খাইবার পর কষ্টে নবীনকে বলিল,—"আমার হার-ছড়াটি সরলাকে পরিয়ে দাও—আমি দেখি।" নবীন তাহাই করিল। সরলা তার চীৎকারোন্মুখ কণ্ঠ চাপিয়া, পার্ব্বতীর পায়ে মাথা রাখিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল,—সে কি বেদনা!

"আর যা রইল—তুই বৌয়ের।" তারপর সরলাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, বাষ্প-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিল,—"তোর জ্যাঠামশাইকে দেখিস্!" স্বর আর ফুটিল না, দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা বিস্ফারিত হইয়া পদ্ম-কোরকের মত মুহূর্ত্তে খুলিয়া গিয়া স্থির হইল! সাধ্বী স্বামীর জলন্ত হৃদয়-চিতায় প্রবেশ করিলেন।

সরলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল;—নবীন মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল,—শ্বাসে শব্দ নাই, চক্ষে পলক নাই,—অসম্বিৎ।

সকলে আসিল, সকলে কাঁদিল। যে সত্যটা সহ্য হইত না—মুখে আনিতে গায়ে বাজিত,—আজ সেটা সহজেই সকলে শতমুখে প্রকাশ করিল,—"পার্ব্বতীর মত বউ দশ খানা গাঁয়ের মধ্যে কেউ খুঁজে পাবে না।"



সপ্তাহ গত হইয়াছে,—পার্ব্বতী ইহধামে নাই। সরলার প্রাণটা সর্ব্বদাই হু হু করে,—মাঝে মাঝে হা হা করিয়া উঠে। ক্রন্দন, শোক, বেদনা, উচ্ছ্বাস—যাহার যাহা ছিল, স্বাভাবিক নিয়মে কমিয়া আসিতেছে;—বাড়িতেছে কেবল নবীনের। আঘাতটার গুরুত্ব দিনে দিনে তাহার কঠিনতর বোধ হইতেছে। তাহার উপর নিমাই নন্দীর সহানুভূতির পীড়াটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিকর ও অসহনীয়।

সময় নাই, অসময় নাই, নিমাই বলে,—"সংসারে এ-সব ঘটনা অতবড় মোগল-পাঠানেও এড়াতে পারেনি—আমরা তো বাঙ্গালী! ও-বিষয়ে মানুষের হাত নেই,—মিছে দুখ্‌খু করে' ঠোকোনা দাদা! বহু ভাগ্যে গণেশের মত ছেলে পেয়েছ,—একেবারে ওর ওপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, দেখবে কি আরাম! লোকে উপযুক্ত ছেলে খোঁজে আর কি জন্যে। বাইরের বাজে চিন্তা আর মাথায় ঢুকিও না,—সেখানে যেটুকু জায়গা আছে—হরিনাম-দে ভরিয়ে ফ্যালো। চিন্তাগুলো যদি

নিজে হতে সরে যাবার পথ করে,—ডেকে আবার তাদের জড়ানো বুদ্ধির কাজ নয়। হালকা হও,—হালকা হও।"

কখনো বলে,—"তোমার আবার ভাবনা কি বেই, ভয়ই বা কিসের ? যে বাপ-পিতামোর নাম রাখে, সে-ই বিষয় রক্ষে করে থাকে। চরিত্র ভাল না হলে উটি হবার যো নেই। তোমার গণেশ ত দেবচরিত্র !"

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়,—যাতে পয়সা খরচ আছে গণেশ সে-দিক মাড়ায় না। প্রত্যেক পয়সাটি সে "চোটা-স্থদে" খাটাইত, এবং অল্প দিনেই গ্রামের মধ্যে "কাব্‌লেওলা" খেতাব পাইয়াছিল।

এক দিন বলিল,—"যারা ভুগিয়ে খেত—তাদের মুখেই এখন প্রকাশ হচ্চে—বেয়ান প্রতি মাসে অন্ততঃ আধ মোন চাল দাতব্য করতেন,—পূজোর সময় অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে কাপড় পেতো। এ-সব শুনতে বেশ, কিন্তু তাতে সংসারটি আধাআধি গরীব হয়ে গেছে ;—নয় কি ? মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কতটুকু,—তাঁর দোষ নেই ;—কিন্তু যার যায় তার গায় লাগে বৈকি ! শুনে গণেশ ত বসে পড়েছে ; ছেলে মানুষ,—এই নতুন সংসার মাথায় পড়েচে,—বসে পড়বারই কথা ! সে তোমার বড় ছেলে—বড় ছেলেরাই বুদ্ধিমান্ হয় ; তা না হলে—ইংরেজ জাতটি পাগল নয়,—বড় ছেলেকেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করত না। এত বড় নজীর আর পাবে না। মিছে শোক-তাপ নিয়ে কি থাকে দাদা—কর্ত্তব্য করে যাওয়াই পুরুষের কাজ ;—ওতে ভাবুকতা কি চক্ষুলজ্জা রাখতে নেই।" ইত্যাদি।

এই সব দয়ার আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া নবীন একদিন কাতর ভাবে বলিল,—"এখন ও-সব কথা থাক নন্দী মশাই।" নিমাই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল,—"তাড়াতাড়ি কি—থাক্ না; দুদিনের জায়গায় চার দিন থাক্ না। তবে বেশী দেরী করে বেশী কষ্ট পাওয়া কেন, তাই আমার বলা। একটা 'সই' করা বইত নয়, লেখাপড়া সে করেই রেখেছে! ছেলে মানুষ—শোকটা বড্ড লেগেছে, তার মনটাও একটু চাঙ্গা হয়। সেটা হয়ে গেলে তুমিও দেখবে কি আরাম—কতটা খোলসা হয়ে গেছ। দুনিয়ার কারখানাই এইরে দাদা;—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে! তাই না বুদ্ধিমান লোকে সব ছেড়ে শান্তি খোঁজে! তা থাক্—থাক না দু'দিন।" ইত্যাদি—

* * * *

কার্ত্তিককে পাওয়া গেল না,..সে কিছুদিন হইল ক্লারিওনেটে সানাই সাধিতে কাশী যাত্রা করিয়াছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিয়া ফিরিবে না, ঠিকানা পর্য্যন্ত দিবে না। নিমাই কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সংবাদ আনিয়া দিল, এবং বলিল,—"হুঁঃ—তুমিও যেমন,—সব ছেলে যদি ছেলে হ'ত তবে আর ভাবনা ছিল না। দুথ্খু কোরোনা দাদা,—কেবল দ্যাখো, বোঝো আর শেখো!"

নিমাই মনে মনে প্রফুল্ল ও নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে কার্ত্তিককে বিষয়চ্যুত করিবার অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্যটি বা ধর্ম্মকর্ম্মটি কিছুমাত্র অগ্রসর না হওয়ায়, এবং নিমাই নন্দীর

নবীনকে চিন্তাভারমুক্ত করিয়া খোলসা করিবার সদিচ্ছা অপূর্ণ থাকায়,—শ্বশুর-জামাই উভয়েই মনে মনে সন্দিহান ও বিরূপ হইয়া উঠিল। গণেশ তাহার সমগ্র বুদ্ধিটুকু প্রয়োগ করিয়া, শ্রাদ্ধে ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যবস্থা দিল, এবং বলিল,—"যে-কাজ পাঁচ টাকায় হতে পারে, তাতে ছ'টাকা ব্যয় করা আর সংসারের শত্রুতা করা একই কথা। বাহুল্য মাত্রই রাজসিকতা, এটা তো রাজার মার শ্রাদ্ধ নয়!" এই বলিয়া সে শিউলি পাতার সাত্ত্বিকতার কথা তুলিয়া অনেক-কিছুই বলিল, এবং বলিল—"অতিরিক্তটাই পাপ—পাপের প্রশ্রয় দিতে সে আর রাজি নয়।"

সে-কথায় কিন্তু বড় বেশী কাজ হইল না;—নবীন যথারীতি এবং ইচ্ছানুরূপ শ্রাদ্ধাদি শেষ করাইল। বিশেষ করিয়া কাঙালী বিদায় করিল ও পাড়ার গরীব প্রতিবেশীদের কাপড় দিল।

শ্বশুর-জামাই মন্তব্য প্রকাশ করিল—এক পক্ষের অনভিমতে যে কাজ করা হয়, অন্য পক্ষ তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য ন্যায়তঃ, এমন কি আইনমতেও দায়ী।

৭

পার্ব্বতীর দেহান্তের পর ছয়মাস গত হইয়াছে। নবীনের তাহা ছয় যুগের মতই কাটিয়াছে। এখন সরলার আর এ-বাড়ীতে প্রবেশাধিকার নাই। নবীনও কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে,—বহির্ব্বাটীতেই থাকে। আহারের সময় একবার বাড়ীর মধ্যে

যায়, এবং যাহা পায় তাহাই নীরবে মাথা গুঁজিয়া খাইয়া আসে; রাত্রে কিছু খায় না,—সে-জন্য কেহ অনুরোধও করে না। সরলা—যেদিন যেমন জোটে, কোন দিন নারকোল-মুড়ি, কোনদিন মুড়ি-মুড়কি, কোনদিন নারকোল নাড়ু আনিয়া—অনেক করিয়া খাওয়ায়—আর চোখের জল মুছিয়া যায়।

রাত্রে নবীন অনায়াসেই সরলার বাড়ী খাইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে বাড়ীর নিন্দা রটিবে, এবং তাহা পার্ব্বতীর আত্মাকে পীড়া দিবে;—এমন কাজ নবীনের দ্বারা সম্ভব ছিলনা।

এ-সম্বন্ধে গণেশের বড় বেশী দোষ ছিল না,—সে নজির-ছাড় কাজ করে নাই। নিমাই যে-দিন রেবতী কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করে (তখন গণেশ সেথায় উপস্থিত)—"বয়স প্রায় পঞ্চাশ হ'ল, বাড়ীতেও বসে রয়েছি,—খাটুনি একদম নেই; এ অবস্থায় দু'বেলা খাওয়া কি ভাল? খাটুনি থাকলে কথা ছিল না।" তাহাতে রেবতী কবিরাজ রায় দেন—"পারলে এ-বয়সে একবেলা খাওয়াই ত' উচিত,—রাতে একটু দুধ আর দুটো সন্দেশ। তাতে বাঁচবেও দু'দিন, থাকবেও ভাল,—ডাক্তার-বদ্যিকে পয়সা দিতে হবে না।" স্বাস্থ্য-রক্ষার সূত্রটা ধরিয়া কি (ডাক্তার বদ্যি বাবদে) অর্থনৈতিক সূত্র ধরিয়া তাহা ঠিক্ বলা কঠিন,—ব্যবস্থাটার পরীক্ষার ভার নবীনের দেহকেই লইতে হইয়াছিল,—অবশ্য "দুধ-সন্দেশটা" বদ-অভ্যাস বলিয়া বাদ্ দেওয়া হয়।

পার্ব্বতী চলিয়া যাইবার পর নবীন নিজের কাজে গণেশকে বাহাল করিয়া দিয়া ফার্ম্মের কাছে বিদায় লইয়াছিল। কাজের মধ্যে ছিল—গঙ্গাস্নান, বাজার করিয়া দেওয়া আর উদাসভাবে দিন কাটানো,—মাঝে মাঝে তামাক খাওয়া।

মাসখানেক পরেই গণেশ চীনাবাজারে স্বতন্ত্র দোকান খুলিল, এবং শ্বশুর-জামাইয়ে তাহা চালাইতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া নবীন মনে মনে লজ্জিত হইল, ভয়ও পাইল। মনোহর পাল ও বিপিন উভয়েই কিন্তু খুসী হইলেন। নবীনের খাতিরেই তাহারা গণেশকে কাজ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত বুদ্ধির জন্য দোকান সম্বন্ধে তাহাদের স্বস্তি ছিলনা।

বিপিনবাবু নবীনকে পরম বন্ধুভাবেই দেখিতেন। তাঁহারি পরামর্শ ও চেষ্টায়, নবীন বহির্বাটীসংলগ্ন পোড়ো জমিটায় একখানি ছোটখাটো বাগান স্বহস্তে করিতে আরম্ভ করিল। সময়টা কাটিবে, মনটাও অনেকটা চিন্তামুক্ত থাকিবে,—ইহাই ছিল বিপিনবাবুর অভিপ্রায়। তাহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় নাই। কাগজে বাগানের নক্সা করিয়া কোথায় রাস্তা, কোথায় কিরূপ বেড়, কোথায় কোন্ গাছ্ শোভন ইত্যাদি চিন্তা-চর্চ্চা ক্রমেই নবীনকে আনন্দ দিতে লাগিল। ফুলগাছ ও এক একটি বেড়ের মধ্যে নামী ও দামী আম ও লিচুর কলমের চারা লাগানো হইল। বাগানটি পরিষ্কার রাখা, গাছে জল দেওয়া,—এ-সকল এখন নবীনের নিত্যকর্ম্ম। ইহাতে বেশ মনও বসিয়াছে—নেশাও ধরিয়া আসিয়াছে। নূতন গাছে নূতন একটি পাতা দেখিলে

বা ফুল ধরিলে, নবীন তাহা দশবার দেখিয়া আসে,—রাতেও লাণ্ঠান ধরিয়া দেখে! দিনের অধিকাংশ সময়ই তাহার বাগানে কাটে,—গুরু পরিশ্রমও গায়ে লাগে না।

বাল্যাবধিই নবীন ছিল ধর্ম্মভীরু ও সদাশয়,—সাধ্যমত পরোপকারে প্রস্তুত; তাই সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও চাহিত। সন্ধ্যার পর অনেকেই তার বহির্বাটীর দালানটিতে আসিয়া বসেন; কোন দিন সংকীর্ত্তন, কোন দিন পুরাণাদি পাঠ, কোন দিন বা খোস গল্প চলে,—এই ভাবে রাত ন'দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। নবীন একমনে শোনে আর মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া খাওয়ায়, কখনো এক-আধটি কথা কয়।

তামাকটা রোজ একপো আন্দাজ পোড়ে। কিন্তু এই পোড়াটার পশ্চাতে যে আর একটা কিছু ধুঁয়াইতে ছিল, নির্ব্বোধ নবীনের সে খেয়াল ছিল না। এই বেপরোয়া ব্যয়টা এবং নবীনের অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত ভাবটা, ভিতরে ভিতরে তার ভবিষ্যৎটা যে কি-ভাবে গড়িতেছিল, নবীনের স্বাভাবিক সারল্য তাহাকে সে সাড়া দেয় নাই। তাহার উপর তাহার দুর্ব্বুদ্ধিটা, অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন—মৃত তিন পুরুষের তৃপ্ত্যর্থে, অনিশ্চিতের পশ্চাতে তাহাকে দশ টাকা অপব্যয় করাইয়া,—জীবিত নিম্নতন এক পুরুষের অতৃপ্তি উদ্রেক করতঃ তাহার কুগ্রহ-গুলিকে নিবিড়তর করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, নবীন এখন গণেশের গলগ্রহ! গণেশ ইহাও শুনিল যে, শুভ বৈশাখের মধ্যেই এই পিতৃ-প্রীতির উপসংহারকল্পে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ

ভোজনে আরো অনেকগুলি টাকা সংহারের সংকল্পও রহিয়াছে। এ-সবগুলির একত্র যোগফল ও ভোগফল যে কতটা সাংঘাতিক ও কিরূপ গুরুতর দাঁড়াইতে পারে,—নবীন সে-কথাও ভাবে নাই।

এদিকে চীনাবাজারে নূতন দোকান খুলিয়া শ্বশুর-জামাই আমদানীর সত্বর একটা short cut (সহজ পন্থা) আবিষ্কারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—কিসে অল্প সময়ে অধিক টাকা আসিতে পারে! নিমাইয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্ক উদ্ভাবন করিয়া দিল,—বেশী টাকা ফেলিতে পারিলেই বেশী লাভ হয়! হাজার পাঁচেক হাতে করিয়া দশহাজারের কাজ করা যায়, তাহাতে মাসিক ছ'শো টাকা লাভ তো গালাগাল! টাকা চাই—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিমাই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল,—নবীনের টাকা মনোহর পালের দোকানে—বিপিন-বাবুর হাতে। বিপিন নবীনের পরম বন্ধু,—লোকটাও বিচক্ষণ। নবীন দিতে রাজি হলেও বিপিন বাধা দেবে; নবীনও বিপিনের অমতে কাজ করবে না। নবীন হাল্‌কা লোক,—মুখ্‌খুদের মত ধর্ম্মে মতি আছে। সংসারে বিরক্তি আস্‌তে আস্‌তে রুকে গেছে; সেটা উস্‌কে দিয়ে ব্যবস্থার লোভ দেখালে, তীর্থে গিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে থাক্‌তে রাজী হয়ে যাবে। তখন টাকাটা ছেলের হাতে আস্‌তে বাধ্য,—পরের কাছে পড়ে থাক্‌বেনা। দেখা যাক্—

নিমাই এইরূপ ভাঁজিয়া, গণেশকে তাহার মনের মত করিয়া উপায়টা শুনাইয়া দিল।

বুদ্ধিমানেরা কাহাকেও বিশ্বাস করে না বা করিতে পারে না। বিপিনবাবুর উপরও গণেশের বিশ্বাস ছিল না। সে উত্তেজিত ভাবে বলিল,—"টাকা বড় লোভের জিনিস;—পরের কাছে পড়ে থাক্‌বে কেন,—সে কি ছেলের চেয়েও বিশ্বাসের লোক!"

নিমাই বলিল,—"এর চেয়ে সত্য আর ন্যায়সঙ্গত কথা আমার ৫২ বছরের এই পুরোনো মাথাটাতেও আসে না; তুমি দীর্ঘজীবী হও! আর যদি বল্‌লে বাবাজি ত' বলি—টাকা-সম্বন্ধে বাপকেও বিশ্বাস নেই। তুমি বুদ্ধিমান,—কথাটার সার গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে, তাই বল্‌লুম। ঐ বিপিনবাবুটি বেইকে গিলে বসে আছেন; এই বলে রাখছি—ত্যালে লিখে রাখো,—বেই এখানে থাকতে একটি আধলাও তোমার হাতে পড়বে না। যদি বল্‌লুম তো সবটাই বলি,—মেয়েরা বলে থাকে,, পেটের ছেলের চেয়েও জামাই স্নেহের জিনিস,—সেটা আগে বুঝতুম না;—যাক্! তাই বল্‌তে হয়,—অসম্ভব ত' নয়, ওঁদের দুজনের মধ্যে (ঈশ্বর না করুন) একজনের ভালমন্দ হলে, তোমাকে ধাম্মিক সেজে টাকাগুলির উদ্দেশে 'ঠাকুরদের নমঃ' বলে হাত ধুয়ে বস্‌তে হবে,—সেটা মনে রেখো। টাকা তো আর ঘুঁতুস্তে এঁড়ে নয় যে, বিপিন কি তার ছেলে তোমাকে সেধে এসে বল্‌বে—গণেশ বাবু, এটা তোমার বাপ আমাদের গোয়ালে গোপনে গচ্ছিত রেখে গেছেন,—নিয়ে যাও—আমরা ঋণমুক্ত হই!" ইত্যাদি—

শুনিয়া গণেশ সত্যই চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং শ্বশুর মহাশয়ের শরণ লইল।

তাহার পর হইতে হিন্দুর কর্ত্তব্য, সংসার অসার—মায়া-মাত্র, চতুরাশ্রম-তত্ত্ব, পরলোকের সম্বল, ত্যাগাৎ শান্তি, সাধু-সঙ্গের মহিমা, পর্য্যটনের আনন্দ ও লাভ, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, বৃন্দাবন বাসের ফল,—প্রভৃতি সুমধুর কথা নানা যন্ত্রের সাহায্যে নবীনের কানে পৌঁছিতে লাগিল। বন-হুগলীর মার্কণ্ড কথক ইতিমধ্যে কয়েক দিন পায়ের ধূলা দিয়া অনেক সেরা সেরা তত্ত্ব-কথা শুনাইয়া গেলেন। হাতে একখানি পয়ারে লেখা বৈরাগ্য শতকের বাঙ্গলা তরজমা ছিল, সেখানি নবীনকে দিয়া বলিলেন,—"এখানি একটি শিষ্যকে দেবার জন্যে এনেছিলুম, তুমিও যোগ্য পাত্র—ঠিক্ সময়ও হয়েছে,—তুমিই দেখো। এমন বই বাল্মীকি আর লেখেন নি,—রত্ন—রত্ন!" যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"ভগবান যদি কৃপাই করেছেন—আর কেন, বৃন্দাবন—বৃন্দাবন।"

ভগবানের ইচ্ছা না হলে ত হবে না। তাই সে সকলের কথা শুনিয়া যাইত, কখনো বা বলিত, বাপ-পিতামোর ভিটেয় যে-কদিন আপনাদের পায়ের ধূলো পাই, নিয়েনি,—এটা ছাড়ি কেন! অদৃষ্টে থাকে—আপনাদের ইচ্ছাও ফলে যাবে।

নবীন ছিল সরল প্রকৃতির ভীতু লোক; হঠাৎ বেরিয়ে পড়ার মত মনের বল, বা আজন্ম-পরিচিত ঘরবাড়ী, দেশ, দেশের লোক—এমন কি ছেলে বেলা থেকে দেখা কনকচাঁপার গাছটি পর্য্যন্ত ছাড়বার মত দুঃসাহস তাহার ছিলনা; সে-কথা ভাবিতেও তাহার কষ্ট হইত—চক্ষে জল আসিত! তাহার উপর বাগান লইয়া ইদানীং তাহার দিনগুলি নিতান্ত মন্দও কাটিতেছিলনা। বাগান আর সান্ধ্য-বৈঠক, তাহার সুতীব্র অভাব-অবহেলা-গুলিকেও সহজ করিয়া দিতেছিল।

তাই বলিয়া নবীন যে ওই পরিমাণে পার্ব্বতীকে ভুলিতে রতেছিল, তাহা নহে। পার্ব্বতীর কথা মনে পড়িলেই সে তাতাড়ি নিড়ানখানি লইয়া বাগানে ছুটিত,—ঘাস না লেও জমি নিড়াইত,—আবশ্যক না থাকিলেও ব্যস্ততার ত মাটির কাঁকর বাছিত।

। বাচায় পড়ে

য়াল ঘরখানি পড়িয়া গিয়াছে। সে একটু লক্ষ্য করিলেই খতে পাইত—চালাখানি বেশ সতর্কতার সহিতই শুইয়াছে, কোথাও একটু আঁচ লাগে নাই—একগাছি খড়ও এদিক ওদিক হয় নাই। নবীন ভাবিল—কালবৈশাখী!

সন্ধ্যার পর বাগান হইতে ফিরিয়া দেখিল,—বহির্বাটীর দালানটি তাহাদেরি গরুবাছুরে দখল করিয়াছে,—জাব দিবার টব, গামলা, সবই হাজির। বসিবার মাদুর দুইখানি টবের মধ্যে টানিয়া, গাভীরা মহানন্দে চর্ব্বণ করিতেছে ; এবং এই অল্প সময় মধ্যেই সেই পুরাণাদি পাঠের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্থানটিকে—গোময় ও গোমূত্রে পবিত্রতর করিয়া ফেলিয়াছে ! নবীন স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তাহার মুখে একে একে নানা ভাবের রেখাপাত হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল,—একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস সে-গুলিকে মুছিয়া সমান করিয়া দিল।

নিত্য যাঁহারা সন্ধ্যার পর আসিতেন—তাঁহারা আসিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া নানা প্রশ্ন করিলেন। নবীন গোয়ালের অবস্থা ও কালবৈশাখী বলিয়াই নীরব হইল। সেদিন সকলে নবীনের শয়ন-কক্ষেই বসিলেন এবং দু'এক ছিলিম তামাক খাইয়াই উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একজন বলিলেন—"ভালমানুষের ভালাই নেই" ; একজন বলিলেন—"ও মানুষই নয় তো ভালমানুষ,—ওটা মেয়েমানুষের অধম !"

রাত্রে সরলা চারটি টাট্‌কা-ভাজা মুড়ি আর ঝালের নাড়ু লইয়া নবীনকে খাওয়াইতে আসিল, এবং চক্ষু মুছিয়া বলিল,—"জ্যাঠামশাই, তোমাকে ওরা দেখছি তিষ্ঠুতে দেবেনা। চারটে রাতে দেখি—গোয়ালের খুঁটিগুলো উপ্‌ড়ে—তিনজনে ধরাধরি করে চালাখানা তয়তয় শুইয়ে দিলে,—তারপর দেখচি এই কাণ্ড ! তুমি একটু শক্ত হও জ্যাঠামশাই।" নবীন একটু

ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"মা, এ অবস্থায় আমি একটা কথ কইলেই ইতরের মত কেলেঙ্কারী স্থরু হবে: চুপচাপই ভাল সরলা! বাগানেই দিন কাটিয়ে দেব।"

দিন কাটিয়াই যায়,—নবীনেরও দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই সে অবলম্বনশূন্য অসহায় হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। গরু কয়টি দিন দিন পবিত্রতা বাড়াইয়া, বসিবার দালানটিকে সমূহ পীড়াদায়ক করিয়া ফেলিল;—আর কেহ সেই পবিত্র ভূমি মাড়ান না। ঝড়-বৃষ্টি না থাকিলে নবীন একাকী উদাসভাবে বাগানেই বসিয়া থাকে,—বাগানের এক পাশে একখানি ছোট চালা তুলিবার কথাও ভাবে। ফুল-ফলের গাছগুলি বৃষ্টির জল পাইয়া পল্লবে পল্লবে যৌবনের স্থর তুলিয়াছে, গাছগুলির উপর নবীনের এখন পুত্রস্নেহ;—তাহার প্রাণ তাহাদেরই কাছে পড়িয়া থাকে। বাগানের বেড়া যথাসম্ভব স্থদৃশ্য ও বেশ মজবুৎ করিয়া বাঁধা হইয়াছে; আগোড়ে তালা দেওয়া থাকে। এটা যে কত যত্নের জিনিস—দেখিলেই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

নবীন নিত্য ভোরে গাড়ু আর দাঁতন হাতে করিয়া বাগানে যাইত; সেদিন অপেক্ষাকৃত একটু প্রত্যূষেই সে চলিল;—কাল সে দেখিয়া আসিয়াছে—কয়েকটি নবমল্লিকার কলি স্ফুটনোন্মুখ! আজ তাহারা নিশ্চয়ই ফুটিয়াছে! দেখার পূর্ব্বে—দেখিবার আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছে! আগোড়ের কাছে পৌঁছিয়া ছাখে—বাগানের মধ্যে একপাল গরু! মাথাটা

ঘুরিয়া গেল,—দ্বার না খুলিয়াই, গাড়ু ফেলিয়া—উন্মত্তের মত একটা ভেরেণ্ডা ডাল ভাঙ্গিয়া বাগানের চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া গরু তাড়াইতে লাগিল। কোথা দিয়া যে তাহারা ঢুকিয়াছে বা কোথা দিয়া বাহির হইয়া যাইবে,—সে-সব ভাবিবার মত অবস্থা তাহার ছিলনা,—সে যেন বেড়া-আগুনের মধ্যে আত্মরক্ষার্থে ছুটাছুটি করিতেছে! কোন একটা বিশেষ মুহূর্ত্ত সহসা তাহাকে দেখাইয়া দিল—গরুগুলা নিজেদেরই! ডালটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে স্থির হইল, পরে গাছগুলির দিকে চাহিয়াই—শরবিদ্ধের মত একটা মর্ম্মান্তিক কাতর "উঃ" ধ্বনি করিয়াই ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে বেড়ার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া গেল; তাহার অন্য হাতটা তাহার অজ্ঞাতেই বুকটা চাপিয়া ধরিল। নবীন পাগলের মত এক দৃষ্টে বাগানের দিকে তাকাইয় পাষাণ-মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

সূর্য্যদেব দেখা দিলেন,—লোক চলাচল আরম্ভ হইল। পাড়ার লোকেরা একবার নবীনের দিকে, একবার তার বাগানের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল; কেহ আর গরুগুলি বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিল না। সকলেই দেখিল—নবীনের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় গাছগুলি সমূলে উৎপাটিত ও পত্রপল্লব ছিন্ন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এতটা সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলার সবটা যে গরুর দ্বারা সম্ভব নহে তাহা সকলেই সন্দেহ করিল। সেই সুদৃঢ় সুউচ্চ বেড়ার বাখারিগুলি একস্থানে কিরূপে যে এতটা নামিয়া আসিয়াছে অনেকে সেই আলোচনাই করিতে

লাগিল, কারণ গরু গলা বাড়াইয়া কোন প্রকারে সর্ব্বোচ্চ বাখারি স্পর্শ করিতে পারে—কিন্তু তাহার উপর বলপ্রয়োগ করা চলে না।

সুখশান্তি-হারা নবীনের উপর এই আকস্মিক আঘাত যে কতটা সাংঘাতিক তাহা সকলেই বুঝিতেছিল, তাই সাহস করিয়া কেহই একটি সান্ত্বনার কথা পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারে নাই,—কারণ তাহা তখন পরিহাসের মতই শুনাইবে।

একালে দৈববাণীটা আর শোনা যায় না, মেঘ গর্জ্জনই কানে আসে। সকলকে চমকিত করিয়া কোথা হইতে ধ্বনিত হইল,—"হবে না,—ঝড়-বৃষ্টির দিনে গরুগুলো কোথায় থাকে, তাই তাদের দালানে রেখে এসেছিলুম,—তা সইতে না পেরে, যেমন অবলাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ফল ভুগতে হবে না,"—ইত্যাদি।

গ্রামে হরঠাকরুণের ছিল—হাকিমের আসন; সকল বিষয়েই তাঁর একটা রায় আছে। গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে তিনিও দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং অতিশয় মনোযোগের সহিত বেড়াটা পরীক্ষা করিতেছিলেন। গো-প্রবেশ-পথের সর্ব্বোচ্চ থাকের বাখারি দুখানা রক্তে মাখামাখি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে!"

শুনিয়া সকলে সাগ্রহে সেই দিকে চাহিল, এবং বলিয়া উঠিল—"ইস্—রক্ত যে! গরুর গলাটা—নারায়ণ—নারায়ণ!" হরঠাকরুণ বলিলেন—"ভয় নেই, গরুর গলা নয়,—ষাঁড়ের পা—

ষাঁড়ের পা; এ বেড়ার উপর না নাচলে তো মুইবে না! তাই নিমে পোড়ারমুখো সাড়ে চারটে রাতে পায়ে একরাশ নেকড়া জড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ী যাচ্ছিল;—সঙ্গে গুণধর জামাই!" শুনিয়া যে-যার মুখ-চাওয়াচাই করিয়া ইঙ্গিতে অনুমোদন করিল।

ঠিক্ এই সময়ে আবার চণ্ডিকার কর্কশ কণ্ঠে—"হবে না—ভগবান নেই!" প্রভৃতি মোক্ষম মীমাংসা-বাণী শ্রুত হওয়ায় হরঠাক্রুণ সপ্তমে বলিয়া উঠিলেন—"হবে—হবে—ভাবিস্‌নি; ভগবান আর নেই, তিনি না থাক্‌লে নিমে নন্দীর পা খসে যাবার ব্যবস্থা হবে কেন!" তাহার পর উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া বলিলেন—"আহা, অমন বুদ্ধিমান শ্বশুর-জামাই দুজনে থেকেও ছুরি-দে-কাটা কাতাদড়িগুলো কুড়িয়ে নে যেতে ভুলে গেল!" সকলে তখন সেগুলি তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—"তাইত'—ছুরি-দে-কাটাই ত' বটে!"

হরঠাক্রুণ আবার সুরু করিলেন—"পালের বুদ্ধি আর কত হবে,—তানাতো আর নবীন গরু খুলে তাড়িয়ে এনে—বেড়া কেটে তাদের নিজের বাগানে ঢুকিয়ে দেয়! রাক্ষুসীর মুখখানা পুড়বে না!"—এই বলিতে বলিতে নবীনের কাছে উপস্থিত হইয়া মাতৃসুলভ স্নেহে বলিলেন—"নবীন, যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে গঙ্গাস্নান করে এস গে। হয়েছে কি? পার্ব্বতীর চেয়ে কি বাগান বড় ছিল, চুলোয় যাক্! এই সে-দিন এক আশ্বিনে ঝড়ে কার কি না গিয়েছে,—কারুর ছেলে, কারুর স্বামী, কারুর

স্ত্রী, কারুর ঘর-বাড়ী, কেউ সপরিবারে, আর প্রায় সকলেরি ফলন্ত গাছপালা,—এক রাত্তিরেই যায়নি কি বাবা? তাই মনে করনা! এ তার চেয়ে বেশী কিছু কি! যাও—পুরুষ মানুষের আবার ভাবনাটা কি,—তার যেখানে ভাল লাগবে সেই খানেই সে থাকতে পারে। তোমার এখানে থাকা আর চলতে পারে না। যাও, এখন মুখহাত ধুয়ে গঙ্গাস্নানে যাও;—এদিকে আর চেয়োনা। আর দেখ বাবা,—আমার বাড়ী আজ প্রসাদ পাবে।"

নবীন মন্ত্র-চালিতের মত বাগানের দিক হইতে মুখ ফিরাইল, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া হরপিসিকে প্রণাম করিল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"ঐ হয়েছে থাক, আমি তেল মেখেছি; ভগবান তোমায় শান্তি দিন্। আমি গঙ্গাস্নান করে ফিরেই রান্না চড়াব।" নির্ব্বাক্ নবীন ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীর দিকে চলিল দেখিয়া, হরপিসি স্নানে চলিয়া গেলেন।

বাগান যেমন বন্ধ ছিল—বন্ধই রহিল; গরুগুলি যেমন নির্ব্বিঘ্নে চরিতেছিল, তেমনি চরিতে লাগিল।



বিপিনবাবুর সহিত নবীনের কোন দিনই প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ ছিলনা, উভয়ের মধ্যে বন্ধু-ভাবই প্রবল ছিল; এবং বিপিনবাবু নবীনকে দাদা বলিয়াই ডাকিতেন। নবীন তাঁহার নিকট গিয়া তীর্থাদি ভ্রমণের বাসনা ব্যক্ত করিলেন, ও স্থাবর অস্থাবর

সম্পত্তির ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়া পরামর্শ চাহিলেন। এরূপ প্রস্তাবের কারণটা বিপিনবাবুর কাছে পূর্ব্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তিনি বিষণ্ণ মুখে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সেই ভাল,—তোমার এ অশান্তি আর দৌরাত্ম্য সয়ে থাকাই বা কেন! আমার বেরুতে দেখছি—এখনো পাচ সাত বচর,—তুমিই এগোও দাদা;—এ নির্য্যাতনের মধ্যে তোমাকে আর থাকতে বলিনা। জানি, আমার এখানে তুমি থাকবে না—তাতে তোমার গণেশের মাথা হেঁট হবে! তখন আর উপায় কি! দিন কতক না হয় দেখে শুনেই এসো।" ইত্যাদি—

গণেশ ও কার্ত্তিকের নামে স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিই সমান ভাবে লেখাপড়া করিয়া দেওয়া হইল। বিপিনবাবুদের নিকট যে পনের হাজার টাকা জমা ছিল, বিপিনবাবু তাহার পাঁচ হাজার নবীনের জন্য রাখিলেন, গণেশ ও কার্ত্তিককে পাঁচ হাজার করিয়া দেওয়াইলেন। নবীন নিজের জন্য আড়াই হাজার রাখিতে বলায়, বিপিনবাবু বলেন—"বেশ তুমি আড়াই হাজারই লও, আর বাকি আড়াই হাজার আপাততঃ তোমার নামে আমার কাছেই জমা থাকুক,—পরে যাহা হয় করিও।"

নবীন বলিল—"তবে একটা কাজ কোরো ভাই, আমাদের পাড়ায় বড় জলকষ্ট, ঐ টাকাটায় পার্ব্বতীর নামে সাধারণের ব্যবহারের জন্যে একটি ঘাট-বাঁধানো পুষ্করণী, আমার উত্তর বাগানের জমিতে করিয়ে দিও। তার ওপর ছেলেদের কোন

কর্ত্তৃত্ব বা অধিকার থাকবেনা। আমি ওসব বিশেষ বুঝিনা; যাহ'লে ওটা সাধারণের হাতে থাকে, তাই করে দিও ভাই।" বিপিনবাবু বলিলেন—"বেশ তাই হবে, সেটাও তবে লেখা-পড়ার মধ্যে থাক্।"

নবীন তখন সংসার হইতে রেহাই পাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে যেন বাঁচে। পর দিন রেজিষ্ট্রী করিয়া সকল ভার বিপিনবাবুর উপর দিয়া, নবীন সরলাদের বাটী উপস্থিত হইল, ও সরলার হাতে পাঁচশত টাকার নম্বরী-নোট দিয়া, অভয়চরণকে বলিল—ইহা সরলার নামে আজই সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া চাই।" পরে সরলাকে বলিল—"বিশেষ দরকার না হলে এতে হাত দিওনা মা।—আর অভয়, তুমি যে কাজ করচো কর, ওখানে সুবিধা না হলে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা কোরো; সত্য আর ধর্ম্ম এই দুটিতে দৃঢ় থেকো—ভাল হবে।"

সরলা আড়ষ্টভাবে শুনিতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না; কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এ-সব কেন করচ জ্যাঠা-মশাই! তুমি কি কোথাও চলে যাবে?" নবীন মুখে একটু ম্লান হাসি আনিয়া বলিল—"তুই কি এখনো আমাকে থাকতে বলিস্ সরলা!" এইবার সরলা কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিল—"আমি কি জ্যাঠাইমাকেই থাকতে বলতে পেরেছিলুম, আমি এমনি পাষাণী—আমার প্রাণ চেয়েছিল—তিনি এ-জ্বালা জুড়িয়ে যান।" সে আর বলিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। কথাটার মর্ম্ম নবীনের মর্ম্মপর্য্যন্ত গতি পাইয়া তপ্ত শলাকার মত

গিঁধিল। সে দুই তিনবার ঢোক গিলিয়া একটু সামলাইয়া বলিল—"নারে সরলা, তেমন কিছু নয়—তীর্থে যাবার সঙ্কল্প করেছি; তা মা, ভবিষ্যতের কথা ত কেউ বলতে পারে না, তাই—। মানুষ সঙ্কল্পই করে, বাকিটা ভগবানের হাতে; তাঁকে কখনো ভুলোনা মা, ভালই থাকবে।" পরে উদাস ভাবে বলিল—"কার্ত্তিককে আর দেখতে পেলুমনা";—কথাটা বলিতে গিয়া হৃদয়ের সমস্ত বেদনা একটিমাত্র গভীর নিশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল। রুদ্ধকণ্ঠে নবীন বলিল—"সে এলে তাকে যত্ন করিস্ সরলা, কেউ যেন তাকে কথার আঘাত না দেয়। তার ওপর আমাদের কোন দিন রাগ ছিলনা, কেবল একটু অভিমান ছিল,—সে টুকু না থাকলে তাকে যে পর করা হয়।"

কিছুক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলনা, সরলা নীরবে কাঁদিতেছিল। নবীন উদাস ভাবেই বলিল—"গণেশের দেখাত পেলুম না।" অভয় কথা কহিল—"দাদা যে তাঁর শ্বশুরকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে রয়েছেন—তাঁর পা কেটে গিয়েছিল, তাই ধনুষ্টঙ্কার আরম্ভ হয়; কাশীপুর হাঁসপাতালে নেয়নি। পা নাকি কেটে বাদ দিতে হবে, কলকেতার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হয়েছে।" "বলো কি অভয়,—আহা অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা যে, ভগবান ভাল করে দিন্"—বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক ভাবে নবীন উঠিল। সরলা খাইবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাইলে নবীন বলিল—"আজ থাক্ সরলা—কাল তোমার হাতেই খাব মা।"

১০

যে নবীন পার্ব্বতীর শত মানা সত্ত্বেও কাল-বৈশাখার ঝড়-বৃষ্টি ও আনুষঙ্গিক বিপদ মাথায় করিয়া কলিকাতায় কর্ম্মস্থান হইতে নিত্য বাড়ী ফিরিত, দোকানে থাকিবার ব্যবস্থা থাকিলেও বাড়ীর মায়া কাটাইতে পারিতনা, আজ সেই নবীনই সেই বাড়ীর দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল না; একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর গণ্ডী পার হইয়া কুটীঘাটার গঙ্গার ঘাটে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল! বহু দিনের বন্দী যেন মুক্ত বাতাসে আসিয়া শান্তি বোধ করিল। এখন সে যেন সত্বর অগ্রসর হইতে পারিলে বাঁচে, গঙ্গার পরপারটাই এখন তাহার প্রিয় বোধ হইতেছে। তাহার অজ্ঞাতে কখন যে সংসার আজ তাহাকে সকল চিন্তা হইতে ছুটি দিয়াছে, সে তাহা বুঝিতেই পারে নাই। অথচ সে একটা অর্থহীন আরাম অনুভব করিতেছিল! অনেকদিন পরে গঙ্গার মুক্ত মহিমা, তাহার তরঙ্গলীলা, —আনন্দ, নৃত্য,—কুলু কুলু ধ্বনি,—বটের ছায়ায় বসিয়া নবীন আজ বুভুক্ষিতের মত উপভোগ করিতে লাগিল। গাছের উপর একটা কাক ডাকিতেছিল, তাহাও নবীনের আজ মধুর বোধ হইল! প্রকৃতির মুক্ত সুরগুলি আজ তাহার মুক্ত প্রাণে প্রবেশ-পথ পাইয়াছে!

* * * *

অনেকদিন পরে সরলা আজ "জ্যাঠাইমা গো"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রতিবেশিনীরা ছুটিয়া আসিল ও শুনিল নবীন গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সকলেই সমবেদনা জানাইয়া হায় হায় করিতে লাগিল; অনেকেই চোখের জল মুছিল। "কলিতে ভগবান নেই"—বলিয়া কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; কেহ বলিল,—"অমন কথা বলিস্‌নি, ভগবান এখন মেডিকেল কলেজে ব্যস্ত আছেন।"

হরঠাকুরুণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি ধমক্ দিয়া বলিলেন—"থাম্ তোরা,—এ নরক ভোগ ছেড়ে সে যেখানে থাকবে সেখানেই ভাল থাকবে।" ইত্যাদি মন্তব্য কিছুক্ষণ চলিবার পর বিমর্ষ ও দুঃখভারাক্রান্ত মনে যে-যার বাড়ী ফিরিল।

আজ কয়দিন চণ্ডিকার মনেও সুখ ছিলনা। বাপের পা কাটাটা বাহিরের কারণ হইলেও, ভিতরে কত কি যেন তাহাকে ঘিরিয়া তাহার অন্তরটা চাপিতেছিল,—সে স্বস্তি পাইতেছিলনা। অথচ কি যে সে 'কতকি' তাহা ভাবিবার মত ইচ্ছাও তাহার আসিতেছিলনা;—একাই এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতেছিল।

সরলার কান্না শুনিয়া, তাহার প্রাণটাও আপনা আপনি সেই সুরে বাজিয়া উঠিতে চাহিল। তাহার চক্ষু তাহার অজ্ঞাতেই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; সে ব্যাকুল ব্যগ্রতায় দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিবেশিনীদের সেইটাই ছিল ফিরিবার পথ। মোহিনী—পাড়ার 'ঝিউড়ি' মেয়ে,—

সে চণ্ডিকাকে সম্মুখে পাইয়া সামলাইতে পারিল না, বলিয়া বসিল—"কি লো বউ—মিষ্টিমুখ করা,—আজ তো তোদের বিজয়া,—শিবদুর্গা তু'ই তো বিসর্জ্জন দিলি!" তরঙ্গিণী বলিল—"সন্ধ্যেবেলা আসবো নাকি বউ!" ইত্যাদি। "আমি তোমাদের কি করেছি যে"—বলিতে বলিতে চণ্ডিকা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হরপিসি পুরুষোচিত কণ্ঠে হাঁকিলেন—"চলে আয় ছুঁড়িরে। সত্যিই তো ও তোদের কি করেছে? ও যা করেছে, নিজের শ্বশুর-শাশুড়ীর করেছে!"—এই বলিয়া এবং এই সুবিজ্ঞ বাণীর পশ্চাতে সুতীব্র জ্বালা রাখিয়া, তিনি দল তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। চণ্ডিকা আর দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুত দ্বাররুদ্ধ করিয়া—শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল, ও "ও মা গো—ওগো বাবা গো—তোমরা ফিরে এস গো"—বলিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া তাহার অবসাদিত হৃদয়টাকে শান্তি দিবার বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিল। এক একবার তাহার নিজমূর্ত্তি ফিরিয়া আসিতেছিল,—তখন সে জোর করিয়া বলিতেছিল—"কেন, আমি কি করেছি—আমার দোষ কি?" কিন্তু তাহার কথাগুলি মন হইতে বল সঞ্চয় করিতে পারিতেছিলনা, মুহূর্ত্তেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল।

সে আর পারিল না—উঠিয়া পড়িল ও দ্রুত বহির্ব্বাটীর দিকে চলিল। দালানে উঠিতেই অর্দ্ধ-শুষ্ক খোল বিচালি ও গোময়ের দুর্গন্ধ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা ও অর্দ্ধচর্ব্বিত মাদুর তাঁহাকে যেন ধিক্কার দিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি নবীনের

য়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। তক্তপোষের উপর ধূলিমলিন সামান্য শয্যা পাতাই ছিল; তাহার উপর নবীনের একখানি ময়লা কাপড় ও আলপাকার কোটটি পড়িয়া রহিয়াছে। হুঁকা দুইটি ও টিকে-তামাকের সাজসরঞ্জাম আর একটি ভাঙ্গা ছাতা, এক কোণে মাকড়সার জাল ও ধুলায় আত্মগোপন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সকলে মিলিয়া যেন একবাক্যে কক্ষটির প্রাণশূন্যতা জানাইয়া দিল।

বিছানার উপর একখণ্ড কাগজ দেখিতে পাইয়া চণ্ডিকা তাহা সাগ্রহে তুলিয়া লইল। তাহাতে লেখা ছিল—"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন,—আশীর্ব্বাদ করি—সুখী হও। বিপিন-বাবুর সহিত দেখা করিও!"—সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, বিছানায় বসিয়া পড়িল;—সঙ্গে সঙ্গে টাকার শব্দ হওয়ায় আলপাকার কোটটা তুলিতেই পাঁচটি টাকা দেখিতে পাইল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, উহা দুই দিনের সংসার খরচের জন্য। সে শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল— "বাবা গো, ফিরে এসো!" জগৎ কথার ভিখারী; চণ্ডিকার এ-কথাটা নবীন শুনিতে পাইলে,—তাহার জন্য কাহারো কোথাও বেদনা বাজে জানিতে পারিলে, নবীনের প্রকৃতির লোক—সহস্র দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও সংসারে পড়িয়া থাকিত,—সে বোধ হয় কাহাকেও বেদনা দিতে পারিত না।

একটা নূতন-কিছুর জন্য—আর সে নূতন-কিছুর পর সুখের কিছুর জন্য, যে উৎসাহ উত্তেজনার কাজগুলি থাকে, তাহা সমাপ্ত

হইবার পর স্বতই একটা অবসন্নতা—একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব আসে। সেটা সব সময় আরামের বিশ্রামরূপে গৃহীত হয় না,—উপভোগের আনন্দও আনে না; বরং কাজের উৎসাহ উত্তেজনাটাই বেশী উপভোগ্য থাকে। চণ্ডিকার ঘটিয়াছিল তাই। কাজগুলা পশ্চাতে দীর্ঘ একটা ফাঁক রাখিয়া শেষ হইয়া গেল! আবার বাপ কি স্বামী নিকটে না থাকায়, চারিদিকের শূন্যতার চাপটাই তাহার প্রাণটাকে দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিল,—একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহার সব রাগটা স্বামীকে আর বাপকে ঘিরিয়া এক একবার ঘুরিয়া আসিতেছিল। "আমি কি করেছি"—অযাচিত এই নীরব উচ্ছ্বাসটি বারবার উদয় হইয়া তাহার অভিমানকে খোরাক জোগাইতেছিল ও পুষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। তাই শ্বশুর গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, আজ তাহার প্রাণ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া স্বতই বলিয়া উঠিল—"এ কি হ'ল!"

বহির্ব্বাটীর বাহিরের কদর্য্যতা আর ভিতরের প্রাণশূন্যতা—মুমূর্ষুর ম্লান হাসির মত চণ্ডিকার চারিদিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—সে আর সেখানে থাকিতে পারিল না—ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে পা দিতেই কানে বাজিতে লাগিল—পাড়ার সবাই যেন তাহারই নাম করিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে দ্রুত বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একটা কাল বিড়ালকে বিকৃত স্বরে ডাকিতে ডাকিতে দালানে বেড়াইতে দেখিয়া তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; উঠান হইতে ঘরের দিকে তাহার আর পা উঠিল না। সকলে যাহাকে পাড়ার

বাঘিনী বলিত, আজ সে একটা বিড়ালের ডাক শুনিয়া এতটুকু হইয়া গেল! পাড়ার একটি ছোট মেয়েকে পাইলে আজ সে বাঁচে; কিন্তু আজ তিন দিন কেহ তাহাদের বাড়ী মাড়ায় নাই।



এই অবস্থায় বাড়ীর দরজাটা হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া খুলিয়া যাওয়ায়, চণ্ডিকা সশব্দে শিহরিয়া উঠিল!

"কি—ভয় পেলে নাকি!" বলিতে বলিতে গণেশ বাড়ী ঢুকিল। চণ্ডিকা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

আসিবার সময় পথে গণেশের সহিত অনেক পরিচিত লোকের দেখা হইয়াছে, কেহ কিন্তু একটি কথাও কহে নাই,—নিমাই কেমন আছে, তাহাও কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। তাহাতে নিজের মনের কাছে সে যতটা না ছোট হইয়াছে অপর সকলকে ততই অধিক ছোটলোক ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়া চণ্ডিকার চেহারা দেখিয়া সে চমকিয়া গেল। চণ্ডিকা কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিল—"যেমন করে পার বাবাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে'স।"

গণেশ বলিল—"কেন, তিনি ত' আজ একটু ভালই আছেন, ও-সব রোগের চিকিৎসা বাড়ীতে হওয়া অসম্ভব।" চণ্ডিকা বলিল—"আমি তাঁর কথা বলচি না,—কর্ত্তার কথা বলচি,—তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন।"

গণেশ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"বিছানাগুলো!" চণ্ডিকার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় স্বামীর এই প্রশ্নটা বড় বিরুদ্ধ ও মলিন বলিয়া লাগিল; সে বিরক্তভাবে বলিল—"ছেঁড়া কাঁথা বয়ে বেড়াবার লোভে ত' কেউ নিজের বাড়ীঘর ত্যাগ করে না,—তিনি কিছুই নিয়ে যাননি।" গণেশের মনটা তখনো অন্যত্র ছিল, সে যেন কূল পাইল! বলিল—"উঃ—এখনি বিশ পঁচিশ টাকা বেরিয়ে যেত,'—ভাগ্যিস বাড়ী এলুম! ও-রোগে অনেক বিছানার দরকার।"

গণেশের কথা শুনিয়া চণ্ডিকা কেবল অবাক্ হইয়া তাহার মুখের উপর চাহিয়া রহিল। সে চাহনিতে কোন্ ভাবটার আতিশয্য ছিল তাহা বলা কঠিন; কিন্তু তাহা বুদ্ধিমান গণেশকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। সে সামলাইয়া বলিল—"আমার মাথাটা শ্বশুর মশায়ের জন্যে বিছানার ব্যবস্থায় ভরে রয়েছে,—তা হ্যাঁ তুমি কি বলছিলে—বাবা কোথায় গেছেন!"

চণ্ডিকা স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"তা আর আমি কি করে' জানবো, তাঁর বিছানার উপর এই পড়ে ছিল"—এই বলিয়া লেখা কাগজটুকু আর টাকা পাঁচটি স্বামীর হাতে দিল। গণেশ টাকা-গুলি গণিয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে লেখাটুকু পড়িয়া বলিল,—"তা আমি আর কি কোরব!"

চণ্ডিকা পূর্ব্ববৎ দৃঢ় থাকিয়াই বলিল—"কেন—তুমি তাঁকে ফিরিয়ে আনবে।" গণেশ একবার—"তবে", একবার—"তা হলে" বলিয়া চণ্ডিকার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। সেই অসম্পূর্ণ

"তবে" আর "তা হলে"টা উভয়েই বোধ হয় মনে মনে একই ভাবে পূরণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার উত্তরটা যে উভয়ের কাছে আর এক নহে, চণ্ডিকার চক্ষেই তাহার প্রমাণ ফুটিয়া উঠিল। তাই সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গণেশ বলিল—"আচ্ছা এখন বড় খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দাও; দু'রাত শুইনি, আর দাঁড়াতে পারচিনা।" কথাটা সত্য।

গণেশ সত্বর পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া মুড়ি গুড় ও দুধ খাইতে খাইতে বলিল—"আজ বুঝি রাঁধনি!" চণ্ডিকা বিরস ভাবে বলিল—"কি রাঁধবো—কে বাজার করে' দেচে।"

গণেশ চুপ করিয়া আহার শেষ করিল। তাহার মস্তিষ্কটা কিন্তু ভিতরে গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। চণ্ডিকা উদাস ভাবে বলিল—"তিনি কালকের বাজার খরচটা পর্য্যন্ত দিয়ে গেছেন!"

গণেশ স্নানে যাইবার সময় বাপের বিছানাটা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া গিয়াছিল—যদি আর কিছু টাকাকড়ি কোথাও আত্মগোপন করিয়া থাকে,—চণ্ডিকা নিশ্চয়ই ভাল করিয়া দেখে নাই। সে এখন আহতের ন্যায় ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল; চণ্ডিকাকে খাইতে বলিতে বা বাড়ীতে তাহার আহার করিবার মত কিছু আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেল। চণ্ডিকা লজ্জায়, অভিমানে ও ক্ষোভে, যেখানে ছিল সেই খানেই বসিয়া রহিল। বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে— মুখে জল পর্য্যন্ত দেয় নাই, স্বামী সে-সম্বন্ধে একবার খোঁজও

লইল না! বহুদিন পরে আজ তাহার শাশুড়ীকে মনে পড়িল! তাঁহার ভালবাসা, তাঁহার যত্ন,—বেলা আটটা না বাজিতে তাহাকে ডাকিয়া জল খাওয়ানো, তাহাকে ব্রত লওয়াইয়া—উপবাসের ভার নিজে লওয়া, এইরূপ আরো কত কি মনে হইয়া, তাহার সমস্ত হৃদয়টা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সে অস্ফুট স্বরে কেবল "মাগো-মাগো" করিতে লাগিল,—"মা গো" ছাড়া আর সে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। একটা সলজ্জ-সঙ্কোচ তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছিল,—তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।

গণেশ খুবই শ্রান্ত ছিল; তাহা সত্ত্বেও আজ তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। সংসারে যে টাকার আবশ্যক হয়, এ অদ্ভুত সত্যটা জানিবার এমন কুযোগ তাহার কোনদিন ঘটে নাই, এই মাত্র সেটা জীবনব্যাপী তাগাদার মূর্ত্তিতে অশুভ গ্রহের মত সহসা উদয় হইয়া তাহাকে ভীত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে! পড়িয়া পড়িয়া সে কেবল খরচের মধ্যদিয়া বাপের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল,—মূল্যটা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল! সে যেন ডুব-জলে গিয়া পড়িল! একে ত' শ্বশুরকে লইয়া গত কয়দিনের ভোগাভোগে সে বিরক্ত ও অশক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর নিমাই ঘোষের পরামর্শ ও প্ররোচনায় এতবড় সুস্পষ্ট লোকসান, তাহার অস্থি-গ্রন্থিগুলি শিথিল করিয়া দিল, এবং তাহার বুদ্ধির গর্ব্বকে অপমানের প্রচণ্ড আঘাতে ভূলুণ্ঠিত করিয়া তাহাকে ক্রোধোন্মত্ত করিয়া তুলিল।

নবীন ছিল বাড়ীর সর্ব্বক্ষণের ও সকল ঝঞ্ঝাটের অভিভাবক। বাড়ী মেরামত, টেক্স দেওয়া, সংসারখরচ জোগানো, বাজার করিয়া আনা ছিল নবীনের কাজ। এটা যে সংসারের অন্যান্য সকলকে কতটা নিশ্চিন্ত রাখে, তাহার বর্ত্তমানে একথাটা কাহারো ভাবিবার বিষয় ছিলনা, তুচ্ছের সামিলই ছিল।

পিতার গৃহত্যাগে গণেশ আজ কোনদিক হইতে সিকিপয়সা লাভের লক্ষণ দেখিতে না পাওয়ায়,—সংসারের সকল ঝঞ্ঝাট, সকল কষ্ট, সকল চিন্তা ও সকল ব্যয়ভার বহনের দুর্লভ বস্তুটিকে খোয়ানো, তাহার মৃত্যুবৎ বোধ হইতে লাগিল,—অসহনীয় হইয়া উঠিল। সে একলম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া, উড়ানী কাঁধে ফেলিতে ফেলিতে বাহিরে আসিয়া দেখে—চণ্ডিকা পূর্ব্বাবস্থায় একস্থানেই বসিয়া আছে! গণেশ বলিল—"একি, তুমি এখনো খাওনি নাকি!" চণ্ডিকা কোন উত্তর দিল না। গণেশ পুনরায় বলিল—"বেলা গেল যে,—খেয়ে নাও, আমি একবার খোঁজ করে দেখি।" এই বলিয়া সে দ্রুত পা বাড়াইতেই, চণ্ডিকা বলিল,—"সন্ধ্যের আগেই বাড়ী ফেরা চাই।"

গণেশের ভিতরটা তখন তাহাকে ছুটিবার জন্য ঠেলিতেছিল। সে বাধা পাইয়া ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিল—"কেন,—তা কি এখন বলতে পারি।" চণ্ডিকা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"আমি একা এখানে থাকতে পারবনা; না হয় আমার বাপের বাড়ীর দাকে লোক্ পাঠিয়ে দিয়ে যাও।" এ কথার মধ্যে অভিমানের অংশ মাত্র থাকিতে পারে—অন্যায় কিছু ছিলনা। শুনিয়া

গণেশ কিন্তু থম্‌কিয়া গেল ও বলিয়া ফেলিল—"ওঃ—সেইটেই তো—"

চণ্ডিকা এইবার নিজমূর্ত্তিতেই জবাব চাহিল—"সেইটে কি ?" গণেশ সামলাইয়া একটু নরম স্বরে বলিল—"আর কেউ এলে হবেনা ?" চণ্ডিকা কড়া স্বরেই জবাব দিল—"হবেনা বলেছে কে,—কিন্তু এ ভিটেয় আর কেউ আসবে কি ?"

মনটা নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকায়, গণেশের বুদ্ধিটা আজ কেবলি ধাক্কা খাইয়া খাইয়া নিরেট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বাধা পাইয়া উত্যক্ত ত' হইয়াইছিল, তাহার উপর চণ্ডিকার এই শেষ কথাটা তাহাকে সজোরেই আঘাত করিল। সে বলিয়া বসিল—"তা বটে, আসবে আর্ কে,—আসবে তোমাদেরি সব ;—তোমার বাপের বুদ্ধিতে যখন—"

ক্রুদ্ধা বাঘিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া চণ্ডিকা গর্জ্জন করিয়া বলিল—"খবরদার, বাপ তুলোনা,—বুদ্ধি তো আমার বাপের একারই একচেটে ছিলনা, তোমার বুদ্ধিকেও তো কখনো কারুকে খাটো বলতে শুনিনি !"

কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা গণেশের ছিলনা ; সে আর উত্তর করিল না,—বোধ হয় তাহার বুদ্ধি ফিরিল ; সে নীরবে বাহির হইয়া গেল। চণ্ডিকা দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিল—সন্ধ্যা হইলেই সে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে,—চাবি বহির্ব্বাটীর বিছানার নীচে থাকিবে। কথাটার প্রত্যেক অক্ষর গণেশের কর্ণে প্রবেশ করা সত্ত্বেও সে

গোঁ-ভরে চলিয়া গেল। চণ্ডিকা সক্রোধে ও সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, দালানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল ও শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্মরণ করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে ব্যথার ব্যথী নাই—তাহারই ভীষণ বেদনা আজ চণ্ডিকাকে মথিতে লাগিল।

১২

তখনো দু'ঘণ্টা বেলা আছে। গণেশের মাথার ঠিক ছিলনা; কিছুক্ষণ সে চলন্ত জড়ের মতই চলিল। তাহার পর মনে হইল, কোথায় সে চলিয়াছে! বিপিনবাবু ত' রাত দশটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিবেন না,—কাহার কাছে সে পিতার সন্ধান লইবে! এইরূপ অনির্দ্দেশ ভাবে আরো খানিকটা সে অগ্রসর হইল। দূর হইতে সে যে দুই তিনটি পরিচিত লোককে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতে দেখিল, নিকটে যাইবার পূর্ব্বেই তাহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গণেশের মনে হইল—তাহারা যেন তাহাকে দেখিয়াই সরিয়া গেল। এ অবস্থায় যদি সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে—"আমার বাবা কোথায় গেছেন বলতে পারেন, বা জানেন কি?" সেটার উত্তর যে কতটা বিদ্রূপের আঘাত সঙ্গে করিয়া বাহির হইতে পারে, তাহা ভাবিতেও তাহার সাহস হইলনা। স্থির করিল—সে বিপিনবাবুর জন্য অপেক্ষা করিবে।

এই সময় পাড়ার ছেলেদের কলরব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কচু,আস-স্যাওড়া ও কালকাসুন্দা-বহুল একখণ্ড ভূমিতে

ছয়সাত বৎসরের ছেলেমেয়েরা গাছ উপড়াইতেছে আর উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছে—"আমরা সব হাত-ওলা গরু!" গণেশ সেদিক হইতে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল। তাহার উদ্ভ্রান্ত চিন্তাগুলা মুহূর্ত্তেকে ধূসর-শ্রী লইয়া কে-কোথায় মুখ ঢাকিল! সারা পথটা মাথা হেঁট করিয়া শ্বশুরের উদ্দেশে অযোগ্য বাণী সকল প্রয়োগ করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আর দাঁড়াইতে পারিলনা. পিতৃ-পরিত্যক্ত শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। পিতা বহির্ব্বাটীতে আশ্রয় লইবার পর, সে এ ঘরটিতে কোনদিন ঢোকে নাই।

শুইতেই ঠক্ করিয়া তার কনুইটায় কি লাগিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল,—সে উঠিয়া পড়িল। এতটা মানসিক আলোড়নের মধ্যে এমন একটা সামান্য ঘটনাও মানুষকে বিষয়ান্তরে টানিয়া লয়! সে সেই সামান্য আঘাতটার কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিল। গণেশ বিছানা তুলিতেই দেখিল, তাহার পিতৃশোণিতপুষ্ট অসংখ্য ছারপোকা, যে যেখানে সুবিধা পাইল—কেহ তক্তপোষের ফাটলে, কেহ ছিন্ন পটপটির মাদুর-খানির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মাদুরখানির উপর ছিল—আচ্ছাদন-বিরল পুরাতন একখানি বালাপোষের তুলার-পাট বা জমাট তূলার জমিটা, ও তদুপরি একখানি জীর্ণ ও মলিন চাদর এবং একখণ্ড কাপড় ঢাকা ও দুইধারে গাঁটবাঁধা—ওয়াড়-শূন্য ছোট একটি বালিস!

কে যেন গণেশকে কশাঘাত করিল! সে যাতনাব্যঞ্জক একটা "উঃ" শব্দ করিয়া, সমস্ত নিশ্বাসটা মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিল ও গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল,—দুই চক্ষে তপ্ত দুইটি ধারা নীরবে বাহির হইয়া আসিল!

পার্ব্বতী বধূরূপে আসার পর, পালেদের বাড়ীর শয্যার পারিপাট্য ও সুখ্যাতি, পাড়ায় প্রবচনের মতই ছিল; সে-কথা পুরুষ-মহলেও উঠিত। চাদর ওয়াড় প্রভৃতি সপ্তাহে দুইবার "খারে" কাচা পার্ব্বতীর অবশ্যকরণীয়ের মধ্যে ছিল। তাহারই স্বামীর শয্যার এই শোচনীয় দুদ্দশা ও দীনতা, সহসা আজ গঞ্জময় গণেশের হৃদ্‌পিণ্ডটায় কঠিন একটা মোচড় দিল। সে একবার "মা গো" একবার "বাবা গো", দুইবার "মাপ্ করো—মাপ্ করো" বলিতে বলিতে বুকটা চাপিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল,—আজ পালেদের বাড়ীর কোথাও একটি প্রদীপ জ্বলিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

দিনের আলো যার ফুরালো—সাঁঝের আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে,
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়।

—রবীন্দ্রনাথ।

৯

ঘণ্টাখানেক ঘাটে বসিবার পর, নবীনের প্রাণটা "আগে চল্, আগে চল্" করিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিল; অগ্রসর হইবার আগ্রহ তাহাকে নূতন করিয়া পাইয়া বসিল। সেই অজানা "আগেটায়" যেন তাহার সব-কিছু পড়িয়া আছে—তাহা পাইবার আনন্দে সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। দূরে একখানা পান্সী, ভাঁটা ঠেলিয়া উত্তরমুখে চলিয়াছে দেখিয়া সে ডাকিল। মাঝি নৌকার মুখ সোজা রাখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবেন?" নবীন বলিল—"যেখানে হয়,—ওপারে।" মাঝি বলিল—"আমরা একেবারে শ্রীরামপুরে ভিড়্বো।" নবীন বলিল—"আমাকেও সেইখানে নাবিয়ে দিও।" নৌকা ঘাটে ভিড়িল। নবীন "জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া উঠিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গেই মাঝি বলিল—"হুজুর্, আমার ভাড়ার নৌকো, বাইরেই থাকতে হবে।" পার্ব্বতীর পরলোক প্রাপ্তির পর হইতেই নবীনেরও বাহিরে থাকিবার অধিকার প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; তাই, মাঝির কথাটা শুনিয়া, বহুদিন পরে, আজ মুক্তির দিনে নবীনের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার ভিতর-

দিকটায় একটা বেদনা ও আঘাত দিয়া গেল। "এখন মায়েরা রয়েছেন, আমি ভিতরে যাব কেন, মাঝি !"—এই বলিয়া নবীন উত্তরমুখ হইয়া বাহিরেই বসিল।

ঊর্দ্ধে ও নিম্নে শুভ্র সুবিশাল ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নবীন নিজেকে বাধাহীন বোধ করিল। পূর্ব্বে কর্ম্ম ও সংসার বা বাড়ী ও কর্ম্মস্থানের মধ্যে কে যেন ও কি যেন তাহাকে বড়শীতে গাঁথিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়িত ও টানিয়া আনিত। আজ সে কোথাও গাঁথা নাই। অগ্র-পশ্চাতের টান না থাকায় তাহার দেহটাও ভারমুক্ত ও হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে; সে যেন একটা অশরীরী "বোধের" মত সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা রমণীকণ্ঠের একটি মর্ম্মস্পর্শী কাতর ধ্বনি নবীনকে নাড়া দিয়া সজাগ্ করিয়া দিল। সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, নৌকার মধ্যে একটি প্রৌঢ়া ও একটি তরুণী এবং একটি যুবক। কথা শুনিয়াই নবীন বুঝিল—প্রৌঢ়াটি দাসী। সে বলিতেছিল—"বামুন এমন চামার হয় গা, নারীহত্যে করলে, সোনার পিরতিমে ভাসিয়ে দিলে! হে হরি, ভালয় ভালয় বাড়ী পৌছে দাও।" তরুণীটি কেবল সোনার প্রতিমা নয়—নিখুঁৎ স্বর্ণপ্রতিমা। যুবকটি ঋজু ও সুন্দর, নয়নে ও বদনে সরল প্রকৃতি ও বিষাদ যেন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাহার সামান্য পরিচ্ছদ এবং সময়োচিত না হইলেও ব্রাহ্মণোচিত শিখা ও স্নেহ-মাখা মুখ দেখিয়া নবীন বুঝিল, সে তরুণীটির ভাই বা

অন্য আত্মীয় হইবে,—স্বামী নহে। যুবক গঙ্গা হইতে জল লইয়া চঞ্চল হস্তে বার বার তরুণীর মুখে ও মস্তকে দিতেছিল—আর, কখন "মনোরমা," কখন "মনু" বলিয়া ডাকিতেছিল। প্রৌঢ়া বাতাস করিতেছিল; মাঝি রোষ ও বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে বলিতেছিল—"বাপের জন্মে এমন ফোঁশাদে-চাপান ভুলিনি," —ইত্যাদি।

নবীন ধীরভাবে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"মায়ের কি হয়েছে বাবা,—রোগটা কি?" যুবক বলিল—"কিছুত' বুঝতে পারচিনা, বড়ই বিপদে পড়েছি মশাই।" তাহার কণ্ঠস্বর ভয় ও কাতরতাপূর্ণ। নবীন বলিল—"ভয় কি বাবা, রোগ ত' মানুষের হয়েই থাকে, ভাল হয়ে যাবে।"

এই সময় দাসীটি সকলকে চমকাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—"ও বাবা দেবেশ, দাতে-দাতে ঠেকে মনু যে কাঠ হয়ে গেল, ওগো কি হ'লো গো!" যুবক ভয়-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। দাঁড়ি-মাঝিরা চাপান তোলা লইয়া এ উহাকে দোষ দিতে লাগিল।

নবীনের ফিট্ বা মূর্চ্ছা রোগ দেখা ছিল। সে সকলকে ভরসা দিয়া বলিল—"কোন ভয় নেই,—তোমরা গোল ক'রনা।" পরে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা কি সম্প্রতি কোন শোক বা ব্যথা পেয়েছেন?"

দাসী মাথার উপর একটু কাপড় টানিয়া একটা বড় রকম বক্তৃতার আয়োজন করিয়া বলিল—"আমরা ছেরামপুরের কৈবর্ত্তের মেয়ে, কিন্তু আজ বামুনের মেয়ে দেখে ঘেন্না হয়ে

গেছে বাবু : এতটা বিষ যে ভদ্দরদের ঘরের মেয়েদের মুখের ভেতর থাকতে পারে আর জিভ দিয়ে বেরুতে পারে তা জানতুম না!—তার সামনে পোড়্‌লে আমাদের গাঁয়ের দুলেদের ভুবনীও দাউ দাউ করে জলে যেত! মোমের প্রতুল মন্টু কি তা এড়াতে পারবে,—সে কি আর বাঁচবে!—মাগীর যেন মাছের চোখ গো,—একেবারে পরদা নেই!"—

দেবেশ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। নবীন বুঝিতে পারিয়া বলিল—"এখন ওসব কথা থাক বাছা, মায়ের কাণে গেলে বিপদ বেড়ে যাবে।"

সব কথাটাই বাকি রহিল দেখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছায় পরম বিরক্তিজ্ঞাপক একটা মুখভঙ্গির সহিত "আর বাকিটা কি যে বাড়বে!"—বলিয়া দাসীটি নীরব হইয়া ঘুরিয়া বসিল। নবীন যুবকটিকে বলিল—"মার ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে থাকো, বিশ্বনাথের কৃপায় ও ভাবটা কমে আসবে,—মা'ও ঘুমিয়ে পড়বেন।" দেবেশ তাহাই করিল; মিনিট দশেকের মধ্যে সত্যসত্যই সে ভাবটা কমিয়া গেল—মনোরমাও ঘুমাইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই দাসীর নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

দেবেশ উঠিয়া ধীরে ধীরে নবীনের পার্শ্বে আসিয়া বসিল, ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণকণ্ঠে বলিল—"আপনি না থাকলে আমার যে কি অবস্থা হ'ত বলতে পারিনা, এরূপ বিপদে আমি কখন পড়িনি, ভয়ে ভাবনায় আমার আর হাত-পা আসছে না; আপনি

শ্রীরামপুরেই নাববেন ত'? নবীন বলিল—"মাঝিকে যখন বলেছি তখন শ্রীরামপুরেই নাবব'। তা, আর তুমি ভয় পাচ্ছ কেন বাবা, মা'ত ঘুমিয়ে পড়েছেন! এখন সন্ধ্যা হয়েছে—ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে; ভাঁটা ঠেলে পৌছতে আর ঘণ্টা-দুই লাগতে পারে, ওঁর ঘুম না ভাঙ্গাই সম্ভব।"

দেবেশ অন্যমনস্ক ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দু-ঘণ্টার-বেশী লাগবে না! অন্ধকার পাওয়া যাবে ত'!" নবীন একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কেন—অন্ধকারই কি প্রার্থনীয়?" দেবেশ একটু থতমত খাইয়া বলিল—"দেখুন, আমি সারা পথটা নারায়ণকে স্মরণ করতে করতে চলেছি, কোনটা প্রার্থনীয় বা কোনটা প্রার্থনীয় নয়, তা পর্য্যন্ত বুঝতে পারছিনা।—কারণ দিন বা রাতের কোনটাই বোধ হয় আমাদের অনুকূল নয়, আমরা বড়ই বিপন্ন।"

নবীন প্রসঙ্গটা বাড়িতে না দিবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি বলিল—"দেখ বাবা, সব সংসারেই একটা-না-একটা কিছু সকলকে বিব্রত করে রাখে, তাতে কি অতটা আকুল হতে আছে। যার স্মরণ নিয়েছ তিনিই সব সাম্‌লে দেবেন, তাঁরি উপর নির্ভর করে চল,—ও চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমার বাবা আছেন ত,' তবে আর তুমি অত ভাবচ কেন?" দেবেশ উদাসভাবে বলিল—"বাবা আর কত পারবেন, কি করেই বা পারবেন। শেষ জীবনটায় যে তাঁরা এতটা কষ্ট কি করে সইবেন, সেই চিন্তাই আমাকে সর্ব্বক্ষণ শরশয্যায় ফেলে রেখেছে"

শুনিয়া নবীন অন্যমনস্কভাবে দেবেশের মস্তকে ও পৃষ্ঠে গভীর স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে "আহা আহা—বেঁচে থাক বাবা,—যার বাপ-মার জন্যে এতটা চিন্তা, সে ছেলের বাসনা কি বিশ্বনাথ কখন অপূর্ণ রাখতে পারেন! তিনিই সকল বাধা, সকল বিপদ উত্তীর্ণ করে দেবেন, ভয় কি বাবা,—" বলিতে বলিতে নবীন নিজের ভিতরকার ধাক্কাগুলা সাম্‌লাইতে লাগিল। সেই সস্নেহস্পর্শে দেবেশের দেহ ক্ষণেকের জন্যই শান্ত-শিথিল হইয়া পড়িল। সে বালকের ন্যায় তাহা উপভোগ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে কেহ দেখিল না যে নবীনের হৃদয়ে কি একটা তুমুল ঝঞ্ঝার পর ধারা দেখা দিয়া তাহার গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়াছে।

দেবেশ সহসা করুণ কণ্ঠে একটা অনুরোধ করিয়া বসিল; নবীনের কাণে সেটা আব্‌দারের-মতই শুনাইল। দেবেশ বলিল —"চিন্তায়, কষ্টে, ভয়ে, চিত্ত স্থির না থাকায়, আমি বোধ হয় কতকগুলা অসংবদ্ধ কথাই বকেছি, তাতে আমার ভগ্নী মনোরমা-সম্বন্ধে আপনার কোনরূপ ভুল ধারণাই থেকে যাওয়া সম্ভব। আমার মনে হচ্চে, তার বিষয়টা আপনাকে একটু খুলে না বল্‌লে, তার প্রতি বড়ই অবিচার করা হবে। আপনি বাধা দেবেন না।"

নবীনের অন্তরটা তখনো সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। তাহার সুকোমল স্থানগুলা তখনো স্নেহাভিমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে বেদনান্দোলিত হইতেছিল। নবীন সংসারের বস্তু-সম্পর্কই

ছাড়িয়া আসিয়াছে—ভাব-সম্পর্ক ত্যাগ অতটা সহজ নহে। নবীন দেবেশকে বাধা দিল না, বা দিতে পারিল না; কেবল মাত্র বলিল—"তুমি যদি তাতে শান্তি বোধ কর ত' বল, আমি ত' কোন আবশ্যক দেখি না বাবা।"

দেবেশ বলিল—"এই সময় মনু ঘুমুচ্ছে, উঠলে আর বলা হবে না; শীগ্‌গির পৌঁছে যাবনা ত?" নবীন সত্বর সংযত হইয়া বলিল—"এখনও অনেক দেরি বাবা, দু-ঘণ্টার কম নয়—এই ত' সবে কোন্নগর।" নবীন বুঝিল শ্রীরামপুর যতই সন্নিকট হইয়া আসিতেছে দেবেশ ততই যেন চঞ্চল ও ভীত হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং তাহাকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্যই নবীন বলিল—"মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা, ওঁর কথা শুনতে কার না ইচ্ছা হয়, তুমি বল।" অপরের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকসম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে নবীনের কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকিলেও সেও যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই রহস্যের ভিতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

২

দেবেশ বলিতে আরম্ভ করিল,—আমার ছোটভাই থার্ড ক্লাসে পড়ে, আমি [illegible] ইয়ারে পড়ি; আর মনোরমা আমাদের [illegible] সওদাগরী আপিসে মাসিক ৬০৲ টাকা [illegible] বাড়ীতে মা আর ঠাকুর-মা আছেন

আমাদের তিন ভাই-বোনের মধ্যে মনোরমা সকল গুণেই আমাদের শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি, বিবেচনা, ব্যবহার, বিনয়, কাজকর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সেবা, সহানুভূতি, গুরুজনের উপর শ্রদ্ধা ভক্তি, সকলের প্রতি অকপট ভালবাসা, প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমাদের অপেক্ষা তার একটু বিশেষত্ব আছেই। তাই বাবা বলতেন—মনোরমাকে আমি যার-তার হাতে দিতে পারবনা, নারায়ণ যখন তার উপযুক্ত পাত্র দেবেন, তখন ভিটেনাটি বেচেও আমি তাকে সেই পাত্রেই সম্প্রদান করব'। করলেনও তাই; অনেক অনুসন্ধানের পর রামকৃষ্ণপুরের বিরূপাক্ষবাবুর ছেলেটি তাঁর পছন্দ হল—

সরোজ রূপে চরিত্রে লেখা-পড়ায় খুবই ভাল ছেলে;—তখন তার মেডিকেল কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার্। বাবার ভরসা,—মার গায়ের গহনাগুলি, আর ভিটেখানি; আর সেই জানুয়ারী থেকে পচিশ টাকা বেতন-বৃদ্ধির একটা অনিশ্চিত আশা। ফর্দ্দ কিন্তু—সাড়ে তিন হাজারের। মনোরমার বয়সও তখন চতুর্দ্দশ বর্ষ, আর বিলম্ব করাও ঠিক নয়। তখন, কত অনুরোধ ও অনুনয়-বিনয়ে বিরূপাক্ষবাবু নগদ দু'হাজারের,—একহাজার টাকাটা এক বৎসরের মধ্যে নিতে রাজি হলেন। এ অনুগ্রহের কারণ—সরোজ মনুকে খুবই পছন্দ করেছিল। বাবা আপিসের বড় সাহেবের কাছে, উপলক্ষ্যটা জানিয়ে কিছু এড্ভান্সের জন্যে প্রার্থনা করলেন। সাহেব পাঁচশ টাকা দিয়ে বল্লেন, "ব্রজমোহন, আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি তোমার উপরী রোজগার নেই, এ

টাকা আমি তোমাকে খুসী হয়ে দিচ্চি, এ আর তোমাকে পরিশোধ করতে হবে না।" সতেরশ টাকা ঋণ মাথায় করে, মনোরমার বিবাহ হয়ে গেল। বাবা মা বলেছিলেন 'ঘাই ঘোটল', ভিটে বাঁধা পড়ল'। আপিসের কি একটা বড় রকম ক্ষতি হওয়ায় বেতন-বৃদ্ধির কথাটাও চাপা পড়ে গেল। বাড়ীতে বিলাস-সামগ্রীর সাক্ষাৎ আর রইল না। দুধ, পান, পূজার কাপড় প্রভৃতি বন্ধ হয়ে গেল, বাবা ভাবনা চিন্তায় আর মনকষ্টে দিন দিন শীর্ণ হতে লাগলেন।

দায় মুক্ত, চিন্তা মুক্ত, সুপাত্র লাভ হয়েও, কেহ যেন আনন্দ লাভ করতে পারলেনা। যত দিন যেতে লাগল, সকলের মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেল। মনোরমার কেবলই যে জ্ঞান হয়েছিল তা নয়, সে এর পরিণামটা পূর্ব্বে থেকেই বুঝতে পেরে, মার কাছে এরূপ বিবাহে বিশেষ অমত প্রকাশ করেছিল। সে বালোক মনোরমাই শেষে সর্ব্বাপেক্ষা বিষণ্ণ আর অপরাধীর মত হয়ে পড়ল। আমরা এই তিন বছর একই কাপড় জামা পরে কাটিয়েছি, তার সীবন-দক্ষতায়, কখনও ছেঁড়া জিনিষ পরে বাইরে যেতে হয়নি।

মনোরমা আমাকে দিয়ে ছিট কিনিয়ে আনিয়ে দিবারাত্রি খেটে ছেলেদের কোট পিরান ফ্রক পেনি তয়ের করত। আমিই চাঁদনীর দোকানে দিয়ে আসতুম। যা পাওয়া যেত তাতে মাসে সাত-আট টাকার বেশী লাভ হত না; পুঁজিও বাড়তো না। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল হরিশ মিত্তিরের সুদটা যাতে মাসে মাসে

ফেলে দেওয়া হয়, কারণ সে শুনেছিল মিত্তির মশায়ের গ্রাসে পোড়ে আজ পর্য্যন্ত কারুর ভিটেই ফেরেনি।

শীত এসে পোড়ল', সুতি কাপড়ের জিনিষ আর চলল' না; পশমী কাপড় কিনে কাজ করবার পুঁজি নেই। মন্টুর যত চিন্তা বাড়তে লাগল, বাবার ততই পূজাপাঠ বাড়তে লাগল। শেষে মন্টু একদিন আমাকে ডেকে বল্লে—"দাদা, কি হবে,—হরিশ-মিত্তিরের সুদ কি করে দেওয়া হবে?" আমি বল্লাম—"তিনি ত' সুদের জন্যে পেড়াপিড়ি করচেন না, বরং প্রতিমাসেই বলেন—"তোমাদের টানাটানির সংসার, যখন সুবিধে হবে দিও, আমি ত' তাগাদা করচি না।" মনোরমা ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"না দাদা, ঐটি হতে দিও না, যেমন করে হ'ক্ মাসে মাসে ওঁর সুদটা ফেলে দেওয়া চাই-ই—।" পরে একটু অন্যমনা হয়ে বল্লে—"আমাকে মামার বাড়ী রেখে এলে কিছু সুবিধে হয় না দাদা?" আমি বল্লাম—"তুমি এখন বড় হয়েছ, সরোজ নিশ্চয়ই তা পছন্দ করবে না।" বোধ হয় ঐটিই সে শেষ উপায় ভেবেছিল, তাই আমার কথা শুনে সে যেন ভেঙ্গে পোড়ল, তার অনুচ্চ হতাশ-কাতর কণ্ঠে শুনতে পেলাম—"আমি যে আর কিছু ভেবে পাইনা দাদা!"

এই খানে নবীনের মুখ দিয়া দমকা হাওয়ার মত "বিশ্বনাথ" শব্দটি সহসা বহিয়া গেল। দেবেশ বলিয়া চলিল—"হাঁ, মনোরমার ঐ শেষ কথাটা যেন ত্রিভুবনের শেষ সীমায় প্রতি-ঘাত পাওয়া ব্যর্থতার প্রতিধ্বনি। তার বেদনাগুলা বাদ দিয়েই

বলছি। সেই দিনই বৈকালে মনোরমা আমাকে সাতটি টাকা আর একখানি ফর্দ্দ দিয়ে বল্লে—"দাদা, এই জিনিষগুলি আমাকে এনে দাও, যেন খুব পরিষ্কার হয়, আর সুগন্ধিগুলো যেন খুব উৎকৃষ্ট হয়—কম দেয়, তাতে ক্ষতি নাই।"

আমি এনে দিলাম। সপ্তাহখানেক মধ্যে দেখি মনোরমা নানা প্রকারের সুদৃশ্য, সুস্বাদু আর সুগন্ধযুক্ত, বিবিধ বর্ণের স্বচ্ছ সুন্দর লজেঞ্জস্ আনিয়া আমাকে বল্লে—"দাদা, একবার চেষ্টা করে দেখ—এগুলি বাজারে যদি চলে।" আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম—এসব ছাঁচ কি করে তয়ের করলে! মনোরমা সেগুলিকে আস্বাদনে আকারে আর সৌন্দর্য্যে এমন নূতনত্ব দিয়েছিল যে, বালকদের এই অতি প্রিয় খাদ্যটি সহজেই বাজারে চলে গেল। হরিশ মিত্তিরের সুদ নিয়মিত দিয়েও, আমাদের বই কেনা, স্কুলের মাইনে প্রভৃতি চলে যেতে লাগল।

দেড় বছর এইরূপে কাটল, কিন্তু বিরূপাক্ষবাবুকে প্রতিশ্রুত হাজার টাকা দেবার উপায় হল না। বাবা মধ্যে মধ্যে সময় আর ক্ষমা চাইতে গিয়ে অপদস্থ হয়ে আসতে লাগলেন। বাবার সবচেয়ে চিন্তার কথা হল এই যে, তাঁরা মনোরমাকে নিয়ে যাবার কথাটি পর্য্যন্ত মুখে আনেন না। মনোরমার যে সে চিন্তা ছিল না সেটা ভাবাই ভুল, কিন্তু হরিশ মিত্তিরের গ্রাস থেকে কি করে যে আমাদের আশ্রয়টুকু রক্ষা পাবে এই চিন্তাই তাকে যেন পেয়ে বসেছিল। ঘরবাড়ী বন্ধকের জন্য সেই যেন ষোল আনা অপরাধী।

যা হোক্ নারায়ণের কৃপায় আপিসের আবার ভাল সময় এল, বাবারও পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হল। ইতিমধ্যে আরো প্রায় দেড়বৎসর বহু লাঞ্ছনা আর মানসিক যাতনা সয়ে, এই গত শনিবার অর্থাৎ পরশু, তিনি বিরূপাক্ষ বাবুকে পাঁচশ টাকা দিয়ে এসেছেন। এবার তাঁকে আমাদের বংশ জাতি আর শ্রেণী সম্বন্ধে সুকটু শব্দ সকল শুনতে না হলেও, দু'একটি মর্ম্মান্তিক পরিহাস যে না শুনতে হয়েছিল তা নয়, তবে অন্যান্য বারের মত নেপথ্যের শব্দভেদী নির্য্যাতনটা ছিলনা। কথায় কথায় বাবা শুনলেন, মনোরমার শাশুড়ীর আজ কয়েক দিন শরীর ভাল নয়, সংসারে বড়ই কষ্ট যাচ্চে, আহারাদিটাও ঠিক জুটচে না, একবেলা বাজারের খেয়েই কাটাতে হচ্চে, ইত্যাদি। এ কথা শুনে বাবা বলেন—"সে কি, আপনার বধূ সংসারের সকল কাজই একা মাথায় নিতে পারে; সে থাকতে এত কষ্ট পাওয়া কেন. আমি কালই তাকে পাঠিয়ে দেব।" শুনে বিরূপাক্ষবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লেন—"না না, সে এখন হতে পারে না,—সে হবে না।" তাতে বাবা বলেন—"বেশ ত' যে ক'দিন বেয়ান ভালরূপে সেরে না উঠেন সে না হয় সেই ক'দিন মাত্র থাকবে, তাতে তাঁর শুশ্রূষাও করতে পারবে, আপনাদের আহারাদির অনিয়মও নিবারণ হবে। এটা যে বড় দরকার বেই, তাতে বেয়ানের শরীর সত্বর সুধরে উঠবে, স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পাবে না। বাড়ীর কর্ত্রীর শরীর একবার ভাঙ্গলে, তার সঙ্গে সংসারের অনেক-কিছু ভেঙ্গে যায়—আনন্দ, আরাম, শান্তি নষ্ট হয়। সে

সব আবার গড়ে উঠতে অনেক সময় নেয় বেই।" কথাটা যেন বিরূপাক্ষবাবুর কতকটা অনুমোদন পেয়েছিল, তিনি অন্যমনস্ক হয়ে নোটের তাড়াটি নাড়তে নাড়তে থেকে থেকে কেবল বলেন—"আসাইত' দরকার, তাইত, হওয়া উচিত, তাইত হয়ে থাকে, তা দেখি,—সরোজ আসুক" —ইত্যাদি।

সরোজ অরাজি হবে না এটা সকলেরি বিশ্বাস, কিন্তু সরোজের উল্লেখটা যে অর্থহীন বা সম্পূর্ণ অন্যার্থজ্ঞাপক, সেটা অনুমানের পথ ধরে না বুঝে বাবা সরল ভাবেই নিয়েছিলেন। মনোরমা কিন্তু মার কাছে বলে—"এরূপ সন্দেহস্থলে তাকে পাঠান উচিত নয়, এর ফল ভাল হবেনা,—আর ভাল যদি না হয় ত' তার ফল যে কি হবে তা সে এখন ভাবতেও পারেনা।" কিন্তু বাড়ীর সকলের ধারণা—মনোরমাকে একবার দেখলে আর তাকে কাজে কর্ম্মে একটা দিনও পেলে কেউ ছাড়তে চাইবে না,—ছাড়তে পারবে না।

বাড়ীর সকলেই তাকে একবার শ্বশুর বাড়ী পাঠাবার সুযোগের সন্ধানে অসম্ভবরূপ ব্যগ্র ছিলেন। তাই এ সুযোগটা সকলেই অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরলেন। টাকাটার স্থান যে অধিকাংশ লোকের কাছেই—সকল সৌন্দর্য্য—সকল গুণ—সকল শিল্পের উপরে,—স্নেহ ভালবাসা, প্রেম এমন কি ভগবানও যে তার কাছে, নিত্যই এ সংসারে নিষ্প্রভ ও প্রকাশ্যে পরাস্ত হচ্চে, এ কথাটা ভাবতেও আবার অনেকের কষ্ট হয়। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা

সেটাকে লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ বলেন। যাই হোক্—বাবা ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে যাত্রা করে—সত্যই হোক্ বা ভ্রমই হোক্—আমার এই রকম ধারণাই এসে গেছে।

যাক্,—ভাল ভেবে হলেও সেই নির্ম্মম কাজটার গুরুভার আমার উপরেই পড়ল! মনোরমার অবস্থা দেখে বোধ হল সে সম্পূর্ণ হতাশ ভাবেই যেন আত্মসমর্পণ করলে, কেবল মাকে একবার বল্লে—"তোমরা সইতে পারবে না,—কিন্তু আমার আর সে শক্তি নেই—আমি—" তার এই শেষ অসমাপ্ত কথাটা মার আশীর্ব্বাদের মধ্যে ডুবে গেলেও, আমাকে শিউরে দিলে।

সামান্য কিছু মুখে দিয়ে, আজ ভোরের ট্রেণে বিরূপাক্ষ-বাবুর বাড়ী যাত্রা করলাম। মনোরমা কিছুই খেলেনা, একটি পান মুখে দিলে মাত্র। বাংলা দেশে "মেয়ে বিদেয় করা" বলে কথাটা আছে, এও ঠিক্ তাই হল। আমি আর তার মুখের দিকে চাইতে পারলুম না, বুকটা ফেটে যেতে লাগল। সে গাড়ীতে উঠে পর্য্যন্ত একটি কথাও কইলে না, বাইরের দিকেই চেয়ে রইল। তার এই নিস্তব্ধতা আমার হৃদয়টাকে যেন পিস্তে লাগল। বালী ষ্টেসন পার হয়ে বল্লুম—"মনু, হরিশ মিত্তিরের সুদের কথা ভেবে তুমি কষ্ট পেওনা। আমি আরো একবাড়ী ছেলে পড়াবো,"—বর্ষার দিনে মেঘের ফাঁকের বিষাদ মলিন শুভ্রতার ক্বচিৎ বিকাশের মত একটু ম্লান হাসির আভাস এনে মনু বল্লে—"মানুষের চেষ্টা-যত্নে কতটুকু হয় দাদা, তোমরা রাজা হও, যিনি নিমেষে সব পারেন, তাঁকে জানিও,

তিনি সব ঠিক্ করে দেবেন, আমিও তাকেই জানাতে জানাতে চল্লুম।" আমার চোখের জল উন্মুখ হয়েই ছিল; তার হতাশ-কাতুর কথা শুনে ঝর ঝর করে নেবে এল!

নবীন "বিশ্বনাথ" বলিয়া, রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করিল। দেবেশ বলিল—"মনুর সে হাসিটুকু যেন পরপার থেকে এলো, আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। তার পরেই সে সহসা বল সঞ্চয় করে সোজা হয়ে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—'দাদা, বসুন্ধরা কি কেবল সীতারই মা।' ট্রেণ হাওড়া ষ্টেসনে এসে পৌছুল. আমি একখানি গাড়ী ডাকলাম; বলবার আগেই মনোরমা বেশ উৎসাহের সহিত তাতে উঠে বসল, কিন্তু আর কথা কইলেনা। গাড়ী যতই বিরূপাক্ষবাবুর বাড়ীর সন্নিকট হতে লাগল, আমার বুক ততই দুর্ দুর্ করতে লাগল; মনোরমার ভাব কিন্তু সহজ হয়ে এল।

সরোজকে বাড়ীতে পাবার আশাতেই এত সকালে আসা. কিন্তু তার ডিউটি পড়ায়, ভোরেই সে কলেজে বেরিয়ে গিয়েছিল; তার পর—মানুষের বিষয়ান্তরপ্রিয় মন নানা অসম্ভব বিষয় ভাবতে পারলেও,—ইতর অশিক্ষিতের প্রাণও যা ভাবতে বা অনুমোদন করতে বা বিশ্বাস করতে পারেনা, আজ"— দেবেশ আর বলিতে পারিলনা, চোখে কাপড় দিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। ব্যথিত নবীন দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিশ্বনাথের নাম লইয়া দেবেশের মাথায় ও গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল; অপর হস্তে নিজের চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—

"আহা মালক্ষ্মী আমার বড় মর্ম্মান্তিক ব্যথাই পেয়েছেন, মর্ম্মান্তিক আঘাত লেগেছে।" দেবেশ রোদনের মধ্যেই বলিল— "ওগো, না না,—মর্ম্মান্তিক লেগেছে সে আমাদের, মন্নুর বুকে সেটা যে নরহন্তার বিষসিক্ত শরের মত প্রবেশ করে' প্রাণান্তিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। অকস্মাৎ সামনে বজ্রপাত হ'য়ে, লোককে যেমন মূক বধির আর বিমূঢ় করে দেয়, সরলা মন্নুর অবস্থা ঠিক্ তাই হয়ে গেছে;—সে আর বাঁচবেনা। টাকা আজ মানুষের চেয়ে বড় হ'য়ে, আমাদের সংসারটাকে জীবন্মৃত আর আমাদের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিলে। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ভগ্নীর আমার সকল গুণ সত্ত্বেও তার এই পরিণাম! সে তার অপরিপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষার সকলগুলিই নিয়ে চ'ল্‌ল! বাপ-মার যে কি হবে জানিনা। নারায়ণ কি করলে, আমাদের যে তোমা বই কেহ নাই, বাবা যে কেবল তোমার ভরসাই করেন!"

নবীন মধ্যে মধ্যে কেবল উদাস ভাবে "বিশ্বনাথের" নামোচ্চারণ করিয়া বেদনার ধাক্কাগুলা সামলাইতেছিল; এইবার দেবেশের আন্তরিকতাপূর্ণ শেষ কাতরোক্তিগুলি শুনিয়া সবলে বলিয়া উঠিল—"তবে আবার ভয়কি বাবা, তোমরাত' যাকে-তাকে ধরে নেই! নাও—চোখ-মুখ ধুয়ে বোসত' বাবা, দু' একটা কথা কই।" এই বলিয়া গঙ্গাজল লইয়া দেবেশের চোখে মুখে নিজেই দিল। দুর্য্যোগ-রাতের পথভ্রান্ত হতাশ পথিক সহসা সুদূর পল্লীর ক্ষীণ আলোক-দৃষ্টে যেমন মুহূর্ত্তে তার হারান আশাভরসার প্রায় সবটাই ফিরিয়া পায়, তার

লুপ্ত বল সাড়া দিয়া ওঠে, নবীনের কথা কয়টির মধ্যে বিশ্বাসের এমন একটি সজীব সুর ছিল—যা দেবেশের ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতিকে অবিশ্বাসের অপরাধে তিরস্কৃত করিয়া জাগ্রত করিয়া দিল। দেবেশের হতাশ-শিথিল দেহে অলক্ষ্যে যেন একটা আশার তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া, তাহাতে একটু শক্তি সঞ্চার করিল। সে নবীনের মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিল।

নবীন বলিল—"বাবা, তুমি আমাকে তোমাদের সংসারিক কথার মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়ে, আমার আরো দু' একটা কথা শোন্‌বার আগ্রহ বাড়িয়ে দিলে; যদি বাধা না থাকে ত' শুনতে ইচ্ছা করি।" দেবেশ বিনয়ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"আপনাকে কোন কথাই বলতে আমার বাধা নেই, বরং আপনাকে বলে আমি যেন অনেকখানি শান্তি পেয়েছি, বেদনার বোঝা আমার মধ্যে আর ধরছিলনা, তাকে বার করে আমি যেন কতকটা হাল্‌কা বোধ করচি; আপনি কি জানতে চান অসঙ্কোচে বলুন।"

নবীন। মনে হয় আমার বিবাহ হয়েছিল তোমার বয়সের ২।৩ বছর আগেই হবে। তোমার বাবাও ইচ্ছা করলে তোমার বিবাহ দিয়ে, ঋণ আর এইসব ভাবনা যাতনা এড়াতে পারতেন।

দেবেশ। এ কথা মা বাবাকে অনেক করেই বলেছিলেন। বাবা তাতে বলেন—"টাকা নিয়ে যদি ছেলের বিবাহ দিতে হয়, আমার দেহান্তের পরে দিও।" এত কষ্ট, এত অপমান, আর এতটা

বিপদের সম্ভাবনা মাথায় করে নিয়েও তিনি সে বিষয়ে অটল। বলেন—"নারায়ণের সংসার, তিনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।" শুধু তা কেন, তিনি যে কাজ করেন তাতে যথেষ্ট উপ্‌রি পাওনা আছে, কিন্তু কেউ তাঁকে তা আজ পর্য্যন্ত লওয়াতে পারলে না। তিনি সেটাকে বেনামী চুরি ভাবেন। বরাবরই তাঁর এই ভাব।

নবীন "জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া পুনরায় বলিল—"আচ্ছা, মনুমার উপর, তোমার ভগ্নীপতি সরোজবাবুর ভাবটা কেমন, ব্যবহারই বা কিরূপ?"

দেবেশ বলিল—"তা ত' ভাল বলেই বোধ হয়, তবে ব্যবহারের অবকাশ হ'ল কই। ছেলের ঝোঁক্ বুঝে মনুকে তাঁরা নিলেন বটে, কিন্তু ঐ বাকি হাজার টাকাটা পুরোপুরী হাতে না পাওয়া পর্য্যন্ত, মনুকে নিয়ে যাওয়া ত' বন্ধ রাখলেনই, উপরন্তু সরোজকে শ্রীরামপুরে আসার বিরুদ্ধে শপথ করিয়ে নিলেন! টাকা আদায়ের এর চেয়ে সহজ উপায় আর সুনিশ্চিত পন্থা চাণক্যের মাথাথেকেও বেরোয়নি! কিন্তু ব্রহ্মারও ভুল হয়, তাই বোধ হয় পত্র-ব্যবহারের পথটা বন্ধ করতে তাঁরা ভুলেছিলেন।"

নবীন। জয় বিশ্বনাথ!—তার পর?

দেবেশ। সরোজ মনুকে নিয়মিত পত্রাদি লেখে, সে এই কারণে বড়ই লজ্জিত আর দুঃখিত হয়ে আছে, মনকষ্টও খুব। মনুকে সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে—সে ইতিমধ্যেই পশ্চিমের এক রাজষ্টেটে কাজের উপায় করে রেখেছে, তাতে

বাইরের প্রাক্‌টিস্‌ও চলবে। কলেজ থেকে বেরিয়েই সেথায় চলে যাবে,—তার পর মনুকে নিয়ে যাবে।

নবীন। জয় বিশ্বনাথ! বাবাজী বেঁচে থাকুন। তবে আর ভাবনা কি বাবা—স্বামীর ভালবাসাই মূল।

দেবেশ বলিল—"কিন্তু আজকের এই দুঃসহ অপমানের কঠিন বেদনা মনু কি—"

নবীন তাড়াতাড়ি বলিল—"কঠিন ত বটেই বাবা,—বিশ্বনাথই বল্ দেবেন।"

দেবেশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; পরে কি ভাবিয়া মনোরমাকে দেখিতে ধীরে ধীরে নৌকার মধ্যে ঢুকিল। নবীন মনে মনে বলিল—"এ মর্ম্মন্তুদ আঘাতটাকে কিন্তু সত্বর বিদায় করবার উপায় করা চাই।" তাহার পর সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।



কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে নবীন মুক্তির আনন্দে মগ্ন হইয়াছিল, তখন সবই যেন তার ইচ্ছাধীন। বিশ্ব বাধাশূন্য, গতি অবাধ বোধ হইতেছিল। ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ অনাহূত ও আকস্মিক ভাবে মনোরমার মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস যেন সুমহান্ বেদনার মত আসিয়া তাহার অন্তরে বিক্ষোভ তুলিয়া দিল!—একি বন্ধন! মনোরমা কে? তাহার সহিত নবীনের সম্পর্ক কি? জগতে কোটী

কোটী প্রাণীর কোটী কোটী প্রকারের দুঃখ কষ্ট আছে—নবীন তাহার কি করিতে পারে ;—করিবার ভারই বা তাহাকে কে দিয়াছে, না করিলে তাহাকে দায়ীই বা কে করিতেছে ? তবে নির্ব্বোধ নবীন এত বিচলিত হয় কেন ? অন্তর্য্যামীই এ-কেনর উত্তর দিতে পারেন।

দেবেশ দেখিল মনোরমা তখনো ঘুমাইতেছে। সারাদিনের অনাহার, চিন্তা, শ্রম ও বেদনায় দেবেশও অবসন্ন ছিল। নৌকায় একটি উন্মুক্ত গবাক্ষে হাতের উপর হাত দিয়া মাথা রাখিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

চতুর্থীর চাঁদ ডুবিল, আকাশ-ভরা নক্ষত্রগুলি সে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য যেন অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া উজ্জ্বলতর হইল। গঙ্গার ঘাটগুলি জনশূন্য হইয়া আসিল। শৃগালেরা ডাকিয়া থামিল,—থামিলনা কেবল দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। নবীন তন্ময়,—নিম্নে ভাগীরথীবক্ষে,—উপরে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, কোনটাই তাহাকে কূল দিতেছে না, সে ভাসিয়াই চলিয়াছে। কতকি চিন্তার মধ্যে সে যেস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে সেটা এইরূপ—"যখন ঘর ছেড়েছি তখন নয় কেহই আমার নয়, না হয় সকলেই আমার।" এই শেষ কথাটা মনে উঠিতেই সে যেন একটা স্ফূর্ত্তি, একটা বল, একটা অস্পষ্ট আনন্দ অনুভব করিল ; তাহার প্রাণ সেইটাকেই বরণ করিয়া বাঁচিল, সে "জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া আবার চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল ; আবার ভাবনা-স্রোতে ভাসিল। কতক্ষণ পরে চিন্তাটা

তাহাকে আর এক পথে উপস্থিত করিয়া দিল,—সে ভাবিল. সংসারসংশ্লিষ্ট বা সমাজনির্দ্দিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের অধিকার পূরণকে সামাজিক কর্ত্তব্য পালন বলা চলে. তাতে সংস্কারগত একটা সৌন্দর্য্য আছে, আনন্দও আছে বটে, কিন্তু সেটা যেন কতকটা দাবী আদায় দেওয়া ; তাকে "ত্যাগ" ভাবলে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। আবার "জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া, নবীন নীরব হইল বটে, কিন্তু এবার আর সে চিন্তামগ্ন হইলনা, উৎসাহী যুবার মত গ্রীবা উন্নত করিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল, পার্ব্বতী একদিন বলিয়াছিল—"দেশে মেয়েমানুষদের বড় কষ্ট গো—বড় কষ্ট ! তোমরা তা বুঝবেনা—বুঝতে পারবেও না,—কিছু করতে না পার ত' একবার 'আহা'ও বোলো। তারা সেটুকু থেকেও বঞ্চিত !" তাহার কথাটা মনে হইতেই নবীনের দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে মনে মনে বলিল—"সতী সত্য কথাই বলেছিল !" তাহার পর নবীন সহসা যেন অভীষ্ট লাভান্তে আনন্দসূচক স্বরে বলিয়া উঠিল —"জয় বিশ্বনাথ !" সঙ্গে সঙ্গে মাঝিকেও প্রশ্ন করিল—"মাঝি, আর কতদূর ?" মাঝি বলিল—"ঐ যে বাবু সামনেই গোঁসাই বাবুদের ঘাট—ঐ যে-ঘাটে একটা আলো দেখা যাচ্চে।"

নবীন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে তাহার নিজের মধ্যে নূতন কি একটা যেন পাইয়াছে, যাহার অনুভবটা অস্পষ্ট হইলেও সুখকর। তাহার ভাবনা বেদনা মুহূর্ত্তে যেন তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল—সে দেখিল তাহার অভীষ্ট বস্তু,—তাহার দীনতম

জীবনের দুর্লভ সার্থকতা,—ঐ সম্মুখস্থ ঘাটে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ঘাটের ঐ ক্ষীণ আলোকটিতে চক্ষু মেলিয়া দিয়া সে যেন অনন্ত আলোকের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

৪

নৌকা ঘাটের সন্নিকট হইতেই নবীন দেখিল, হাত-লণ্ঠন-হাতে একটি লোক সোপান অতিক্রম করিয়া দ্রুত নামিতেছে। কয়েক ধাপ নামিবার পর লোকটি সহজ সুমিষ্ট আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—"দেবেশ এলেকি বাবা?"

"আজ্ঞে হাঁ"—বলিয়াই নবীন মাঝির দিকে ফিরিয়া বলিল—"নৌকা ভিড়িয়ে তোমরা তামাক খাও,—এখন এঁদের তুলোনা; আমি ওঁর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসচি।" এই বলিয়া মাঝির হাতে একটি টাকা দিয়া নবীন নামিয়া পড়িল। লোকটিকে অধিক অগ্রসর হইতে না দিয়া নবীন জিজ্ঞাসা করিল—"আপনিই ব্রজবাবু?" লোকটি চমকিয়া ভীতভাবে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ"—"আমাকে ওরূপ বলবেন না, আমি আপনাদের দাস"—এই বলিয়া নবীন প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইল। ব্রজবাবু উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে—দেবেশ—মনোরমা—এরা?"

নবীন। তাঁরা নৌকার মধ্যেই আছেন—ভাল আছেন,—ঘুমিয়ে পড়েচেন,—এখনি ডেকে আনচি। দু' একটা কথা আছে, আগে আপনাকে বলে নি।

ব্রজ। সে সব আমি জানি, আমি আপিস থেকে বিরূপাক্ষ-বাবুর বাড়ী হ'য়ে এসেছি,—

নবীন। "বিশ্বনাথ!"

ব্রজ। আমার মেয়ে মনোরমার—

নবীন বাধা দিয়া, সংক্ষেপে মনোরমার অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া বলিল—"এখন একটা কিছু এমন উপায় আজই করা দরকার হয়েছে যাতে এই নিষ্ঠুর আঘাতের উগ্রতাটা কতক পরিমাণেও উপশম হয়—অন্তত তাতে আশ্বাস পাবার মত কিছু থাকে।"

ব্রজমোহন বাবু গভীর হতাশাব্যঞ্জক হাস্যের ভাব আনিয়া বলিলেন—"মানুষের শক্তি কতটুকু—বিশেষ আমার মত হতভাগার। পয়সা থাকলে সংসারের অনেক বিপত্তি হতে রক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যারা বিপত্তি ভোগ করতেই জন্মেছে—আমি যে তাদেরই একজন ভাই, আমি নিঃস্ব। আমার সব ভারটুকুই নারায়ণের, যা করবার তিনিই করবেন।"

নবীন "জয় বিশ্বনাথ" উচ্চারণ করিল ও পুনরায় তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল—"যখন নারায়ণের উপর ভার—তখন আর চিন্তা কি দাদা! এখন বলি—দেবেশবাবু আমাকে—"

ব্রজমোহন বাধা দিয়া বলিলেন—"তবে আবার দেবেশবাবু কেন?"

নবীন বলিল—"ভুল হয়েছে দাদা,—দেবেশ অপমানের আঘাতে অভিভূত অবস্থায় মনঃকষ্টে আমাকে সাংসারিক সকল

কথাই বলেছে। আশ্চর্য্য দেখুন, নারায়ণের ইচ্ছায় বোধ হয় তাঁর নির্দ্দেশেই আমার কাছেও কতকগুলো ফালতু টাকা আছে—যার এখন কোন দরকারই নেই—কেবল বোঝা আর বিপদ বওয়া। অনুগ্রহ করে সেই গুলো এখন কাজে লাগিয়ে দিন্ দাদা! কাল প্রত্যুষেই বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঋণমুক্ত হয়ে সরোজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আস্থন। মনুমার অবস্থাটা জানিয়ে বলবেন—এখন কেবল—সরোজবাবু তাকে স্বয়ং নিয়ে আসেন—এই ব্যবস্থার উপরিই মনোরমার জীবন-মরণ নির্ভর করচে। এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা বলা হবেনা।"

নবীনের কথাগুলি ব্রজমোহনের বিক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে যথাযথ অর্থ বহন করিতে পারে নাই। সম্পূর্ণ অপরিচিতের ঐরূপ অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের আকস্মিকতা তাঁহাকে চমকিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এত কথার ও এত বিক্ষোভ বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও মনোরমার জীবন-মরণের সত্য ইঙ্গিতটা একেবারে স্থতীব্র সপ্তমস্থরেই ব্রজবাবুর সন্তপ্ত প্রাণের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। তিনি কাতর কণ্ঠে "নারায়ণ" মাত্র বলিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ওদিকে নৌকার মাঝি গর্জ্জিয়া উঠিল—"সব উঠে যাওনাগো, আমাকে কি সারা রাত বসে থাকতে হবে নাকি?"

নবীন তাড়াতাড়ি পাচশত টাকার একতাড়া নোট, ব্রজমোহন বাবুর হাতে এক প্রকার জোর করিয়াই গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল,—"ধরুন দাদা, এ এখন আর পরের জিনিষ

নয় ;—নিন্ ধরুন। যা বলতে চান এর পর বলবেন,—কিন্তু এর দরকার এখুনি। আমি এদের আনচি।

বিমূঢ় ব্রজমোহন যন্ত্রবৎ তাহা ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

"বিশ্বনাথ" বলিয়াই নবীন যেন যুবার মত দ্রুত গিয়া নৌকায় উঠিল। সকলেই তখন জাগিয়াছে।



ঘাটের সন্নিকটেই ব্রজমোহনবাবুর বাড়ী। মনোরমা পাষাণ-প্রতিমার মত দৃঢ় ও ধীর ভাবে নীরবে বাড়ী পৌঁছিয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইল, কাহারও সহিত কোন কথা কহিল না ;—মুখ তুলিয়া চাহিলও না। মা শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন—কেহ কোন কথা কহিতে সাহস পাইলেননা,—কোন কথাও কাহারো জোগাইল না।

ঝি সেখানে শতমুখে স্বপ্রকাশের পথ না পাইয়া বাহির্ব্বাটীতে আসিয়া চড়া স্বর তুলিতেই নবীন তাহাকে বাধা দিল। তখন সে—"এ পোড়ারমুখো জেলের-প্যায়দা আবার কোত্থেকে এখানে মরতে এলগা—একটা কথা কবার জো নেই—" বলিতে বলিতে খিড়কির পুষ্করিণীর দিকে চলিয়া গেল। ব্রজ-মোহন দেবেশের উপর নবীনের ভার দিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন।

এই ভয় ভাবনা ও অস্বস্তি-ভাব—সকলের বুকে বোঝার মত চাপিয়া রহিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর সহসা মনোরমা বলিল—"তোমরা খাওয়া দাওয়া করগেনা, দাদা যে সমস্ত দিন খায়নি। আর সেই মানুষটি, তিনি যদি আমাদের বাড়ী এসে থাকেন, ত' তাঁরও ত' খাবার ব্যবস্থা করা চাই,—তুমি যাও মা।"

এইবার মা কাঁদিয়া বাঁচিলেন,—বলিলেন—"আমিই এটা ঘটালুম—আমারি দোষে এমনটা হ'ল"—

মনোরমা জিদ্ করিয়া মাকে উঠাইয়া দিল। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিলেন।

মনোরমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া ব্রজমোহনবাবু নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমা সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কত রাত হ'ল বাবা?"—"এখনো এগারটা বাজেনি মা" বলিয়া, তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। মনোরমা পুনরায় বলিল—"অনেক রাত হ'ল যে বাবা? নৌকোর সেই ভদ্রলোকটিও খাবেন ত'?" ব্রজমোহন সাহস পাইয়া বলিলেন—"আহা—সত্যি মা, এমন ভদ্রলোক দেখিনি।" পরে ধীরে ধীরে নবীনের সদাশয়তা, সহৃদয়তা, উদারতা, তাঁহার অযাচিত সাহায্যের সনির্ব্বন্ধ প্রস্তাবাদির কথা, একে একে প্রকাশ করিয়া, পরে বলিলেন—"টাকাটা আমার কাছেই রয়েছে, কিছুতেই শুনলেননা, বল্লেন—'এ পরের টাকা নয় জানবেন।' আমার ত' মা মাথারও ঠিক্ নেই, মনেরও ঠিক্ নেই—"

মনোরমা নবীন সম্বন্ধে কথাগুলি আর তাঁর ব্যবহার বিস্মিতা ও মুগ্ধার মতই শুনিতেছিল ;—টাকা সম্বন্ধে কথাটা কিন্তু তাহাকে বিচলিত করিয়া দিল, সে সহসা বলিয়া উঠিল—“তোমার পায়ে পড়ি বাবা,—আর ঋণ বাড়িওনা।”

ব্রজমোহন বলিলেন—“যত দূর বুঝছি মা, তিনি সুদ্ তো নেবেন না, টাকাটাও যখন সুবিধা হবে, দিলেই চল্‌বে—”

মনোরমা উঠিয়া বসিয়াছিল—বলিল—“আমি বুঝতে পারচিনা বাবা, তুমি দাদাকে জিজ্ঞাসা কোরো। যদি নোয়াই ঠিক হয়, আর সুদ্ না দিতে হয়, ত ও টাকায় যেন হরিশ মিত্তিরের ঋণ কমানো হয়। তিন বচর ত' শেষ হয়, আমার ভায়েদের না পথে বসতে হয়। আমার জন্য কিছু করবার আর দরকার নেই।”

ব্রজবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“মা, তোমার ব্যথা আমার পাঁজরার হাড় কখ্‌নোই জানচে,—আর তার খবর নারায়ণই রাখচেন,—আমাদের ত' আর কেউ নেই মা।” এই বলিয়া চোখের জল মুছিলেন।

ব্রজবাবু কিছু পূর্ব্বে মনোরমাকে এক এক করিয়া সকল কথাই বলিয়াছিলেন,—বাদ দিয়াছিলেন কেবল স্বয়ং শিবপুর গিয়া সরোজকে সঙ্গে করিয়া আনিবার প্রস্তাবটি। এখন বলিলেন—“মা, ঐ ভদ্রলোকটি কিন্তু বলছিলেন—‘সরোজবাবুকে একবার দেখে যেতে ইচ্ছা হয়’:—তাকে আনবার জন্যে অনুরোধও করছিলেন।”

শুনিয়া মনোরমা বলিয়া উঠিল—“না বাবা, টাকা যদি হরিশ মিত্তিরকে দেওয়া না হয় তো নিওনা,—তোমরা খাওগে

যাবা।" ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া শুইল,—সে আর বসিতে পারিলনা।

ইতিপূর্ব্বে মনোরমা কখনও বাপের সঙ্গে এত কথা, বিশেষতঃ এরূপ বিষয়ে কথা কহে নাই। নিতান্ত আবশ্যকে মার সঙ্গে কখন দুএকটি সাংসারিক কথা কহিয়াছে বটে, কিন্তু সাংসারিক সমস্যাদির ও সুখ দুঃখের আলোচনা বা পরামর্শ দেবেশের সঙ্গেই তাহার হইত,—দেবেশই তাহার একমাত্র নির্ভর ছিল; তাহার কাছেই মনোরমার হৃদয় অসঙ্কোচে উন্মুক্ত হইত।

ইতিমধ্যে দেবেশ অন্যের অলক্ষ্যে দুইবার আসিয়া পিতা ও কন্যার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও মনোরমার ভাবান্তর দেখিয়া চিন্তিত ও ভীত হইয়া গিয়াছে।

মনোরমার উঠিয়া বসা, কথা কওয়া ও কথা শোনা প্রভৃতি তাহার যে বাপ-মাকে কথঞ্চিৎ উদ্বেগশূন্য করিবার ও তাঁহাদের ব্যথা-ব্যাকুল হৃদয়কে একটু আশ্বাস দিবার, একটা সচেষ্ট-দৃঢ়তা, একটা বাহ্যিক প্রয়াস মাত্র, সেটা সে বুঝিয়াছিল। তবে হরিশ মিত্রের ঋণ পরিশোধের চিন্তার কাছে যে মনোরমার আত্মচিন্তা একদিন এক মুহূর্ত্তও মাথা তুলিতে পায় নাই—ইহা যে কতটা সত্য, ইহার জন্য মনোরমা যে অনায়াসে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে,—তাহা দেবেশই জানিত। কিন্তু সরোজকে না আনিতে পারিলে মনোরমাকে বাঁচানও যে কঠিন!

অন্ধকারে বহির্ব্বাটীর তুলসীমঞ্চে মাথা রাখিয়া দেবেশ বালকের মত কাঁদিল। নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া তাহার

উচ্ছ্বসিত কাতর নিবেদন, তাহার অলক্ষ্যে তুলসীমঞ্চের পাদমূলে অপরদিকে উপবিষ্ট নবীনকে অধীর করিয়া দিল।

* * * *

পিতাকে আহারে পাঠাইবার পর মনোরমার রুদ্ধ হৃদয় শতধা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল;—তাহার অন্তরে আজিকার নির্ম্মম আঘাতগুলা এমন অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, স্মরণে আসিবার মত তাহাদের আর স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তাহারা স্বতই এক হইয়া গিয়াছিল। সে বিষ এখন তাহার অজ্ঞাতেই কাজ করিতেছিল। তাহাকে বোধ হয় জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া নিবিয়া যাইবার প্রতীক্ষাটা নীরবেই করিতে হইত—যদি না ব্রজমোহন সরোজের উল্লেখ করিয়া তাহার লাঞ্ছিত অপমানিত বিমূঢ় চৈতন্যকে উদ্বোধিত করিয়া দিতেন। একটু পূর্ব্বে সে ভাবিতেই পারে নাই যে তাহার উপর কাহারও অধিকার আছে; এবং তাহারও কাহার উপর সকল অবস্থাতেই নির্ভর সম্ভব। সে ভাবিল—জগতে জড়-বস্তুরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন—আমার দেবতা ত তিনি।

মনোরমা আর শয্যায় থাকিতে পারিল না, মেঝেয় লুটাইয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে পাষাণ-ভেদী কাতর কণ্ঠে বলিল—"ওগো আমি কি অপরাধ করেছি—তুমি আমার কষ্ট দেখলেনা! ওগো আমার দেবতা—একবার দেখা দাও, একবারটি এসোগো,—আমি যে—ব্যথায়—" তাহার কণ্ঠরোধ হইল। পড়িয়া রহিল—একটি নীরব নিস্পন্দ মূর্ত্তিমতী বেদনা।

* * * *

একত্রে আহার করিবে বলিয়া দেবেশ মনোরমাকে ডাকিতে আসিয়া দেখে সে অজ্ঞান অবস্থায় মেঝেয় পড়িয়া আছে।

ব্রজমোহন বাবুর আত্মীয়, ডাক্তার গোকুলবাবু বাড়ীর সন্নিকটেই থাকিতেন। তিনি আসিয়া দুইবার ইন্‌জেক্‌সন্ দিবার পর মনোরমার অজ্ঞান ভাবটা তন্দ্রার মত অবস্থায় আসিয়া সেই ভাবেই রহিল। মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে গরম দুধ খাওয়াইতে বলিয়া ও ঔসধের ব্যবস্থা করিয়া, গোকুলবাবু বহির্ব্বাটিতে আসিলেন।

কারণটা যথাসম্ভব শুনিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—"কোন ভয়ের কারণ এখনো উপস্থিত হয় নাই, কোন প্রতিকূল উপসর্গও নেই, সুতরাং হঠাৎ কোন বিপদের আশঙ্কা নেই—তোমরা ভয় পেয়ো না, তবে, সন্দেহ থাকার চেয়ে সরোজবাবুকে আনাই ভাল, তিনি এলে আর develop করবে না (বাড়বেনা) বলেই আমার ধারণা।" ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

রাত্রি তিনটার পর মনোরমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। দেবেশ সংবাদ দিতেই নবীন ব্রজমোহনকে বলিল—"দাদা তয়ের হয়ে পড়ুন, পাঁচটার গাড়ীতে গিয়ে,—১০ টার ট্রেণে সরোজবাবুকে নিয়ে ফেরাই চাই,—"

দেবেশ বলিল—"কাকা, মনুর কথা ত শুনেছেন, শেষে না—"

ব্রজমোহন। আমিও সেই কথাই ভাবছি।

নবীন। আপনাকে ভাবতে হবে না, নারায়ণকে স্মরণ করে বেরিয়ে যান তো'; সে সব সামলাবার ভার—ছোট ভায়ের রইল, আপনি কিছু মাত্র ভয় পাবেন না। তবে এ কথা এখন যেন বাড়ীতে প্রকাশ করা না হয়।

ঘণ্টাখানেক ঠাকুর-ঘরে কাটাইয়া এবং মনোরমাকে সহজ অবস্থায় নিদ্রাভিভূতা দেখিয়া ব্রজমোহন বাহিরে আসিলেন। পরে নবীন ও দেবেশের সহিত দুইচারিটা আবশ্যকীয় কথার পর—নারায়ণকে স্মরণ করিয়া শিবপুর যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের পা উঠিতেছিল না, নবীনের উৎসাহ-বাক্যই তাঁহাকে গতি দিয়া অগ্রসর করিয়া দিল।

সকাল হইল—ক্রমে বেলা আটটা বাজিল, তখনো মনোরমা ঘুমাইতেছে দেখিয়া, দেবেশের ছোট ভাই শিবেশকে বাড়ীতে থাকিতে বলিয়া ও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি বলিয়া নবীন দেবেশকে সঙ্গে লইয়া "জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া বাহির হইল।



আজ একটা ছুটির দিন, হরিশ মিত্রের বৈঠকখানায় ইতি মধ্যেই ৫।৭ টি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছেন,—সকলেই চাকুরে। কেহ কিছু কর্জ্জের প্রত্যাশায়, কেহ বা সুদটা দিতে আসিয়াছেন; বিনা কাজে বড় একটা কেহ এ ভিটে মাড়ান না।

দড়ি-বাঁধা চশমা-চক্ষে মিত্রজা মহাশয় একখানা খৎ দেখিতেছিলেন ; সম্মুখে খৎ গুলির অক্ষয়-বর্ম্ম-স্বরূপ বহু পুরাতন একটি শালকাঠের বাক্স। তাহার উপর শ্রীশ্রী৺সিদ্ধিদাতা গণেশজীউর সনাতন সিন্দূর-চিত্র এবং সর্ব্বাঙ্গে শতাধিক বর্ষের প্রত্যেক ভূত-চতুর্দ্দশীর সিন্দূর-চন্দনের চৌদ্দ ফোঁটা—যক্ষের সহস্র চক্ষুর মত খাতকদের দিকে আরক্ত কটাক্ষে চাহিয়া তাহাদের অন্তরাত্মার শোণিত শোষণ করিতেছিল। এই শুভ মাঙ্গলিক চিহ্নগুলি বোধ হয় সংস্কার বা সঙ্গদোষেই এইরূপ ভাবান্তর সৃষ্টি করিয়া থাকিবে।

মিত্রজা মহাশয় স্বয়ং পান-তামাকের পক্ষপাতী নহেন ; বিলাস মাত্রকেই তিনি বাঘ জ্ঞান করেন। আবাল্য তাঁহাকে কোন বদ অভ্যাসই বিগড়াইতে পারে নাই,—সুতরাং তাঁহার বৈঠকে কোন বালাই-ই ছিল না।

দেবেশ তথায় প্রবেশ করিতেই মিত্র মহাশয় চশমা হইতে চক্ষুদ্বয় উর্দ্ধে টানিয়া দেবেশকে সম্যক্ নিরীক্ষণান্তর বলিলেন—"কিহে—আজ যে বড় ? এখনো ত' মাসের সাত দিন বাকি,—তোমাদের ঘুম হয়না বুঝি ?"

দেবেশ। না জ্যেঠামশাই—একটা কথা ছিল—

মিত্রজা। উঠতে হবে বুঝি ?—দাঁড়াও যাচ্ছি।—এই বলিয়া হস্তস্থিত খৎখানি বাক্সে রাখিয়া তালা বন্ধ করিলেন ও তাহা তিন চারবার টানিয়া দেখিয়া সন্দেহ-মুক্ত হইবার পর বাক্সের বাহিরে চতুর্দ্দিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিলেন কিছু

পড়িয়া রহিল কি না। পরে দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া আর একবার সে দিকে ফিরিয়া দেখিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। দেবেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সব ফেলে এসেছি—চট্ করে বল।"

দেবেশ টাকা পরিশোধ করিয়া খৎখানা ফিরাইয়া লইতে চায়,—এই অপ্রত্যাশিত কথাটা কর্ণে প্রবেশ করিতেই তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন—"ছেলেমানুষ—ন'-নশো টাকা ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়, কারো ফন্দিতে পড়েছ বুঝি! যিনিই টাকা দিন্—আমার চেয়ে কেউ ভাল ভেবে দেবেন না, তোমাদের মুখও চাইবেন না, শেষ ভিটেটি খোয়াতে হবে। ব্রজভায়া ত' না মানুষ, না——,আর তোমরা ত' বাপের দশহাজার টাকা জল দিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসো—বিশ-পঁচিশ টাকা মাইনের চাকুরির দরখাস্ত লিখতে শিখে,—এ-সব বোঝও না—বুঝতে পারবেও না। যাও, পাগলামি কোরনা, তোমার জ্যেঠামশাই তা বলে তোমাদের জোচ্চোরের হাতে পড়তে দিতে পারেন না।"

দেবেশ সবিনয়ে মিত্র-জ্যেঠাকে যথাসম্ভব বুঝাইয়া বলিল—তিনি তাদের যথেষ্ট ভালবাসেন বলে ন্যায্য সন্দেহ করচেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন সন্দেহের কারণই নেই। আলাপ সম্পর্কে বাবার এক ভাই, উপকারার্থেই বিনা সুদে টাকাটা দিয়েছেন।

শুনিয়া মিত্রজা বলিলেন—"এত বড় উপকারী ভাই এতদিন কোথায় ছিল হে; এমন ভাই আমাদের জোটে না! শেষ রক্ষা হবে ত'?"

এইরূপ অনেক কথার পর, শেষ বলিলেন—"সে কাগজ এখন কোথায় পড়ে আছে বলতে পারি না। আমাকে আবার কতক কাগজ কুচবিহারে অধর ভায়ার কাছে রাখতে হয়। সে পূজোর ছুটিতে সঙ্গে করে আনলে—দরকারীগুলি রেখেনি, আবার যাবার সময়ে কতকগুলি দিয়ে দি। পরের ঝুঁকি মাথায় রাখা সহজ মনে ক'রনা—কত কি বিপদ-আপদ আছে, তোমরা কি জানবে। এখন না খুঁজে কিছু বলতে পারিনা।"

দেবেশের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। বৈঠকখানার বাবুরা সকলেই সাগ্রহে মিত্রমশায়ের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। একজন অপরকে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"ভায়া, সরে পড়ি চল, টাকা দিতে এলেও খৎ ওগরাতে চায়না,—বাঘা-খপ্পোর!" অনুচ্চতা সত্বেও কথাগুলা মিত্রজার কর্ণ এড়ায় নাই।

দেবেশের সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়া তাহার চক্ষের সমক্ষে সকল বস্তু দ্রুত ঘুরিয়া অস্পষ্ট হইয়া গেল। সে অবলম্বন পাইবার জন্য হাত বাড়াইল। একটি পরিচিত ভদ্রলোক তাহা বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন ও ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আনিয়া বসাইলেন। বলিলেন—"তুমি ইয়ংম্যান্ এত (nervous) দুর্ব্বল কেন হে, ওঁর কথার মানেটা বুঝ্‌তে পারলেনা, ওঁরা পাকালোক, তোমাকে নেড়ে-চেড়ে দেখছিলেন—ভুল-চুকে না ভিটেটা বেহাত করে ফেল। প্রত্যেক প্রতিবেশীরই এটা ত' দেখাই উচিত। তা না ত' টাকা দিয়ে খৎ ফিরিয়ে নেবে, তাতে আবার গোলমালটা কি আছে, ওঁরি বা আপত্তি কি থাকতে পারে।

Cheer up—চাঙ্গা হও।" বাবুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হেডক্লার্ক্ —তিনিও কন্যাদায়ে প'ড়ে মহামহিম-পাঠ লিখতে এসেছিলেন।

,একদিকে স্বকর্ণশ্রুত Customerদের (খাতকদের) প্রতিকূল মন্তব্য, তাহার উপর দেবেশের আকস্মিক অবসন্নতা-রূপ বিধি বিড়ম্বনা,—তদুপরি ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্লার্কবাবুর সহানুভূতি ও অনুকূল ব্যাখ্যা—সবগুলি একত্র হইয়া, মিত্র মহাশয়ের মাথা তুলিবার শক্তি লোপ করিয়া দিল। তিনি মনে মনে শপথ করিলেন ঘরে শিকার থাকিতে—বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বৈষয়িক কথা ইহ জন্মে আর কাহারও সহিত কহিবেন না। পরে উপায়ান্তর না থাকায় ক্লার্কবাবুর কথার সাহায্য লওয়াই সঙ্গত ভাবিয়া, সহাস্যে বলিলেন—"ও হরি, এই তোমাদের কলেজিবুদ্ধি! এত বড় ছেলেমানুষ ত' দেখিনি, নিজেদের স্বার্থের কথাটাও বুঝতে পারনা। ব্রজমোহন একদম গোবেচারা, তাই আমার মতলবটা ছিল—নতুন লেখাপড়াটা একবার নিজে না দেখে একাজ করতে দেবনা,—কে একটু সদাশয়তার ভাণ করে ব্রাহ্মণকে পথে বসাবে। আমার এ স্বভাব আজও গেলনা, চুলোয় যাক—আমার এত মাথাব্যথাই বা কেন;—দাও—টাকা গুলো দাও দিকি।"

দেবেশ একটু সামলাইয়াছিল, বলিল—"আপনি আমার ওপর রাগ করচেন—আমি কিন্তু আপনার কাছে একটিও মিথ্যা কথা কইনি জ্যেঠামশাই।"

মিত্রজা। রাগ ক'রে আমার বড় লাভ। জগতে আপন আর পর না ঠেকলে বুঝবেনা ত'!

হেডক্লার্ক বাবু দেখিলেন, দেবেশ সন্দেহে আর ভয়ে ভড়কে যেতে পারে। তিনি মিত্রজাকে আর কথার অবসর না দিয়া দেবেশকে বলিলেন—"এখন আর তোমার কথা চলেনা—টাকা বার করে দাও, ওঁর এখন অনেক কাজ রয়েছে।" এই বলিয়া, দেবেশের অগ্রসর করিয়া দেওয়া কোঁচার খুঁট খুলিয়া—নয়শত টাকা আসল ও সেই মাসের সুদ একে একে গুণিয়া মিত্র মহাশয়ের হাতে দিলেন। মিত্রজা প্রত্যেক গিনিটি বাজাইয়া ও প্রত্যেক নোটখানির এপিট ওপিট দুই তিন বার করিয়া দেখিয়া বাক্সের মধ্যে তুলিলেন এবং সেই প্রাচীন গহ্বরটির কোন এক গুপ্ত রন্ধ্র হইতেই গরিব ব্রজমোহনের রেহাণী দলিল খানি বাহির করিয়া দেবেশের হাতে দিয়া বলিলেন—"বেশ করে দেখে শুনে লও, আপনারাও দেখুন,—এই পরের ঝুঁকি বইতেই জন্মেছিলুম।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একটি নিশ্বাস পড়িল। কক্ষস্থ সকলেই লক্ষ্য করিলেন—মিত্রমহাশয়ের বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়িয়া দলিলখানি যেন বাহিরে আসিল এবং হস্তচ্যুতির ক্লেশ, পরাজয়ের বিরক্তি ও রোষ, আশাভঙ্গের অন্তর্দাহ যেন উপসর্গের মত তাঁহার মুখে চোখে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

হেডক্লার্কবাবু দলিলখানায় কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াই "কেমন হে, কিছু দেখবার আছে?" এই বলিয়াই অন্যের অলক্ষ্যে—দেবেশকে সরিয়া পড়িবার ইঙ্গিত করিলেন।

দেবেশ বলিল—"আজ্ঞে দেখব' আবার কি? জ্যেঠামহাশয়ের দয়া কখন ভুলতে পারবনা।" পরে মিত্রজার দিকে চাহিয়া "আমার

যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে ত' ক্ষমা করবেন"—বলিতে বলিতে দেবেশ ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল ও রাস্তায় পৌছিয়া নবীনকে দেখিতে পাইয়া হাঁপ ছাড়িল। নবীন জিজ্ঞাসা করিল— "এত বিলম্ব হল যে, কাজ হয়েছে ত' ?"

দেবেশ। তা হয়েছে,

নবীন। কাগজখানা দেখে নিয়েছ ত',—দেখি ?

দেবেশ। তা ঠিক আছে,—এই নিন,—বলিয়া নবীনের হাতে দিল।

নবীন। জয় বিশ্বনাথ! নাও এখন মনুমাকে দাওগে, বলিয়া ফেরৎ দিল।

হরিশ মিত্রের বৈঠক সেদিনকার মত ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"আজ আর কিছু হবেনা, ছোকরা মাথাটা বিগড়ে দিয়ে গেছে,—আপনারা রবিবার আসবেন। একেই বলে কলিকাল, ধর্ম্ম আর কোথাও নেই।"

একজন বলিলেন—"সেটা ঠিক্ বলেচেন।"

একজন বলিলেন—"রবিবারত' পরশু—সেই ভাল।"

ফল কথা, সকলেই বুঝিয়াছিলেন,—আজ আর সুবিধা হইবেনা, সুতরাং সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা মিত্রমহাশয়ের মাথাটা বিগড়াইবার কারণ, এবং কলিতে ধর্ম্ম যে দুনিয়াকে ফতুর ও ফকির করিয়া মিত্রজার বাক্সটির মধ্যে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা অবিসম্বাদিত ভাবে আবিষ্কার করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

৭

দেবেশ যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা ১০টা। মনোরমাকে ডাক্তার গোকুলবাবু দেখিয়া গিয়াছেন—সে উঠিয়া বসিয়াছে; দেবেশের খোঁজ করিতেছে। দেবেশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই মনোরমা দুর্ব্বল ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"কোথায় গিছলে দাদা—কাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি, আজ এই এতটা বেলা হ'ল; মা, দাদাকে আমার সামনে কিছু খেতে দাও ত'।"

এই স্নেহস্পর্শে দেবেশের সকল কষ্ট, সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণা মুছিয়া নিল। সে বলিল—"বেশ কথা, মা ঐ সঙ্গে মনুকেও কিছু দাও, এক সঙ্গেই খাই।"

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায়, এই অনর্থটা ঘটিল,—মা এই ভাবিয়া মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছিলেন—ভয়ে ও ভাবনায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সকল কাজ ও সকল ঘোরা-ফেরা যন্ত্রের মতই করিতেছিলেন; কিন্তু প্রাণটা তাঁর লুটাইতেছিল নারায়ণের পাদপদ্মে। তাঁহার অনুচ্চারিত প্রার্থনা সেখানে সুস্পষ্ট কাতর ভাষায় জানাইতেছিল—"ঠাকুর, আমি নির্ব্বোধ মেয়েমানুষ, আমার ভুল, আমার অপরাধ তুমি না মার্জ্জনা করলে, তুমি না আমার লজ্জা রাখলে, আমি যে আর মুখ দেখাতে পারবনা, আমাকে চিরদোষী ক'রে রেখনা প্রভু, ইত্যাদি। তিনি নিজের কাছে এতটা দোষী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দেবেশের যে কাল হইতে আহার নাই তাহা জানিয়াও

ছেলেকে কিছু আহারের জন্য বলিতেও তাঁহার ভরসায় কুলাইতেছিলনা। তিনি দূরে দূরে থাকিয়া অন্তরালেই অশ্রু মুছিতেছিলেন।

মনু ও দেবেশের প্রার্থনা যেন বহুযুগ পরে তাঁহার কর্ণে স্বর্গবীণার মত বাজিল। তিনি তাড়াতাড়ি গরম দুধ, কিছু ফলমূল ও এক রেকাবি মোহনভোগ আনিয়া উভয়ের মধ্যে ধরিয়া দিলেন ও দুই গেলাস জল আনিয়া রাখিলেন।

মনোরমা কহিল—"মা, তুমি অমন হয়ে রয়েছ কেন, শরীর খারাপ বুঝি?"

দেবেশ। তাইত, আমি লক্ষ্যই করিনি, সত্যিই ত—কাল থেকে মার একটি কথাও শুনিনি, একবার ডাকেনও নি!

মার চক্ষে রুদ্ধ বন্যা যেন মুক্তি পাইল,—অঞ্চল তাহাকে বাধা দিতে গিয়া নিজেই ভাসিয়া গেল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কেবল মাত্র বলিলেন—"তোরা খা—আমি দেখি।"

"এই ত' আমরা খাচ্চি মা"—বলিয়া উভয়েই খাইতে আরম্ভ করিল। মায়ের সেই স্নেহধারার মুখে, মনোরমার গোপন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাহার অজ্ঞাতেই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া গেল!

মনোরমা নবীনের খোঁজ লইল। দেবেশ বলিল—"কাকা বোধ হয় শিবেশকে নিয়ে বাজারে গেছেন। এমন মানুষ দেখিনি, সকালে হরিশ মিত্তিরের ওখানে গিয়ে উপস্থিত!"

মা। সেখানে কেন?

দেবেশ। সে কি মা—মনুর কথা কি শোননি?

মনু হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"তুমি কী দাদা—মা যেন ঐ জন্যে বড় ব্যস্ত আছেন!"

দেবেশ হাসিয়া বলিল—"মা বুঝি কেবল তোমার জন্যেই ব্যস্ত থাকেন, আমরা কেউ নই!"

মা। আমি বাছা তোদের কথা কিছু বুঝতে পারিনা।

মনু। তোমায় বুঝতে হবেনা মা,—দাদার রেকাবি যে খালি—

মা। ওমা তাইত! এই বলিয়া তিনি কিছু আনিতে ছুটিয়া গেলেন।

মনু। কাকা ফিরে এসে কি বল্লেন দাদা?

মা কয়েক ফালি পেঁপে আনিয়া উভয়কে দিলেন।

দেবেশ। সে সব তিনি ঠিক করে এসেছেন।

মা। কি সব রে—

মনু। মার কথায় কান না দিয়া বলিল—"সব কি করে হবে দাদা?"

দেবেশ। যদি হয়?

মনোরমার চক্ষু দেবেশের মুখ চাহিয়া যেন পদ্ম-কোরকের মত বিস্ফারিত হইয়াই খুলিয়া রহিল।

মনোরমার মা-টি সম্পূর্ণ সেকালের ধাতের মানুষ—মনোরমার এতটা উৎসাহের সঙ্গতি বিচার না করিয়াই সাগ্রহে বলিলেন—"কিরে দেবু—কি ঠিক্ করে এসেছেন, সরোজকে আনার কথা?"

দেবেশ। তুমি কি ঠাওরাও মা,—তোমার ইচ্ছাটা কি ?

মা। এক্ষুনি—এক্ষুনি বাবা, অমরৃতে কার আর অরুচি ; বাবা আমার শুনলেই আসবেন, লক্ষীটি, যা বাবা—

দেবেশ। তা হলে তুমি যেতে বলচ ?

মা। না বাবা, না। আমি কিছু বলছিনি বাবা।

দেবেশ। এই যে বল্লে মা।

মা। কই বল্লুম রে! (পরেই বলিলেন) আমি না-ই বা বল্লুম, তুই-ই বলনা বাবা।

দেবেশ। তুমি বলতে বল ত বলি।

মা। না, আমি জানিনা বাপু, তোদের কি নিজের বুদ্ধি নেই—তুই না হয় বল্লি।

হায়রে মায়ের প্রাণ, তার প্রতি-পদেই আশঙ্কা, প্রতি-পদেই চিন্তা—

মনোরমার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছিল! সে চক্ষু অবনত করিয়া বিরক্তি-কুঞ্চিতভ্রু লইয়া বসিয়া ছিল।

কথাটার মধ্যে কঠিন আঘাতও ছিল, আশার প্রচ্ছন্ন উন্মেষও ছিল—বোধ হয় আনন্দও ছিল, অথচ বিশ্বাসের বস্তু মাত্র ছিল না। কিন্তু মা'র শেষ কথাটায় এই বিরুদ্ধ অবস্থাতেও তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল,—সে উঠিয়া পড়িল।

দেবেশ। মনু, এই কাগজখানা রাখ্ ত' ভাই—

মনু। দাও,—বলিয়া হাত বাড়াইয়া লইবার সময়, অনুচ্চে বলিল—"মিছে কথা কয়ে মাকে অত জ্বালাতন করচো কেন দাদা?"

দেবেশ। মা যখন বলেছেন,—তুমি দেখ ভাই, তাঁর কথা মিছে হতেই পারে না।

মা। আমি কিন্তু কিছু বলি-টলিনি বাবা—তা বলচি—

ইতিমধ্যে ফেরৎ-পাওয়া খৎখানি ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে মনোরমার বেদনা-বিষণ্ণ চক্ষুদ্বয় আনন্দাশ্রুস্পর্শে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দেবেশকে বলিল—"তুমি কি দুষ্টুমি করচ' দাদা—"

দেবেশ। মনু, মার বাক্যই বেদ—তাঁর ইচ্ছাই নারায়ণের ইচ্ছা রে!

মা, নয়নভরা নীরব দৃষ্টিপাতে সন্তানদের উপর আশীষ বর্ষণ করিয়া স্নেহ-সজল নেত্রে দ্রুতপদে ঠাকুর-ঘরে গিয়া ঢুকিলেন ও একটি প্রণামে নারায়ণকে তাঁহার সকল কথা, সকল ব্যথা নিবেদন করিয়া, নবোৎসাহে কার্য্যান্তরে মন দিলেন।

দেবেশ যদিও হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল—তাহার অন্তরটা কিন্তু মনোরমার এতটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন সত্য বলিয়া স্বীকার করিল না, সন্দেহ-বিচলিত হইয়া রহিল। মনোরমা, কাগজখানা হাতে করিয়া বিমূঢ়ের মত সেইখানেই বসিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে ঝির কাংস-কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল—"আক্কেল দেখদিকি—এই এত বেলায় কিনা একটা যজ্জির বাজার এনে ফেল্লে,—এত বড় মাছ এখন কোটে কে?"

মনোরমার মনটা নানা সন্দেহের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে কখন চঞ্চল, কখন ভীত, কখন অন্যমনস্ক হইয়া উঠিতেছিল। ঝির শেষ কথাটায় তাহার হৃদয়টা নড়িয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।



দশ বারটি সভ্য উপস্থিত থাকিলেও আজ আর শিবপুর Young Men's Evening Club-এ সংবাদ-পত্র পাঠের উৎসাহ নাই। নূতন কবি রবীন্দ্রনাথের নব-প্রকাশিত সন্ধ্যা-সঙ্গীত লইয়া কাড়াকাড়িও নাই, সমাজ-সংস্কার বা স্ত্রীশিক্ষার আলোচনাও নাই। সকলেই নির্নিমেষে উৎকর্ণ হইয়া ইন্দুভূষণের বক্তৃতা শুনিতেছিল ও মাঝে মাঝে তাহাদের মধ্য হইতে ঘৃণা লজ্জা শোক ও রোষব্যঞ্জক উচ্ছ্বাস—কখন ইংরাজিতে, কখন বাংলায় প্রকাশ পাইতেছিল। অভাবটা ছিল কেবল হাস্যরসের।

সরোজ প্রবেশ করিতেই, সহসা সব থামিয়া গেল। যেন ভ্যাকুয়ম্ ব্রেক্ কসিয়া হঠাৎ গতিটাকে রোধ করা হইল,—শক্তিটা কিন্তু এঞ্জিনের মধ্যে গুমরিতে লাগিল। ঐটুকু ফাঁকের মধ্যেই ইসারা ইঙ্গিতে স্থির হইয়া গেল—কথাটা সরোজকে জানান চাই,—এমন কি দু'কথা শোনানও চাই।

সরোজ ঈষৎ হাস্য মুখেই বলিল—"ভয় নেই, ভূতও নয়, প্রেতও নয়,—আমি। কেন, কিছু গোপনীয় নাকি ?"

শরৎ বলিল—"যদি না শুনে থাক ত' গোপন থাকাই বোধ হয় ভাল—"

সরোজ একটু দমিয়া গেল। বলিল—"কই ভাই, আমি ত' কিছুই শুনিনি, ব্যাপারটা কি ?"

বিনয় বড় নরম প্রকৃতির যুবক। সে বলিল—"ও এল একটু আনন্দের জন্যে, কেন ওকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুল্‌চ,—কিছু নয় হে সরোজ !"

বীরেশ্বর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"তোমার এটা গুণ নয় বিনয়,—weakness (দুর্ব্বলতা)—rather want of moral courage (বরং সৎ-সাহসের অভাব।)"

বিনয় ধীর ভাবেই বলিল—"তোমার কাছে তা হতে পারে, কারণ তুমি ত' শুধু বীর নও—বীরেশ্বর !"

বীরেশ্বর। তা হাজার বার—

সরোজ আগ্রহব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"তোমাদের পায় পড়ি ভাই, ব্যাপারটা কি খুলে বল।"

রজনী বলিল—"শুনেছি তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে নাকি বলে,—নিজে ডাক্তার হলেও পরমাত্মীয়ের বা প্রিয়জনের চিকিৎসা করবেনা। তাঁকে দেখবেওনা—এ কথা বলে কি ?"

সরোজ। তোমরা কি ব'লচ ভাই—আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনা। এ কথার উদ্দেশ্য কি ?

শরৎ। উদ্দেশ্য আছে বই কি ;—তোমার স্ত্রী পীড়িতা, তাঁকে একবার দেখতে তোমার নিষেধ আছে কি ?

সরোজ। এ কথা কে বল্লে? এখবর আমি পেলুমনা—আর তোমরা পেলে?

বীরেশ্বর। পাওয়া ত' উচিত ছিল না। কিন্তু ভাই, ভগবান জগতে সব জিনিষেরই সঙ্গত স্থান নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন—খবরেরও দিয়েছেন। যার ভাগ্যে তা জুটলনা—তাকে ভগবানের মধ্যেই তা খুঁজতে হয়; তিনি জগৎময়।

সরোজ এইবার বিরক্ত হইয়াই বলিল—"আমি Sermon শোনবার জন্যে ব্যস্ত নই বীরু, যদি বলবার কিছু থাকে—স্পষ্ট করে খুলে বল। একজনের পরিবার নিয়ে হেঁয়ালিতে কথা কওয়াটা ভদ্রতা নয়।"

বীরু। গোলমাল ত' ঐখানেই,—কোন্‌টা যে ভদ্রতা, আর কোন্‌টা যে ভদ্রতা নয়, সেটা বোঝবার ভদ্রতা সকলের থাকেনা। শাস্ত্র অপ্রিয় সত্য approve (পছন্দ) করেননা,—তুমি চাও স্পষ্ট কথা—কাকে preference দি? (কার মান রাখি) শাস্ত্রের মান রাখি, কি তোমার মান রাখি?

সরোজ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বিরক্তির সহিত বলিল—"তোমাদের বলবার ভার ত' কেউ দেয়নি যে বলতেই হবে,—মাপ কর, আমি শুনতে চাইনা।"

শরৎ বলিল—"সে কি কথা সরোজ! ভার আছে বই কি। যে সমাজে যে জন্মায়,—সেই জন্মানর সঙ্গে সঙ্গেই সে সেই সমাজের ভালমন্দের ভার নিয়েই জন্মায়,—সেটা কারুর কাছে হাত পেতে নিতে হয়না।"

সরোজ বলিল—“সে কথা ত’ আমি অস্বীকার করছিনা, কিন্তু এসে পর্য্যন্ত কথাটা যে কি তাত’ শুনতেই পেলামনা, কেবল ফিলজফিই চলেছে। আমাকে এরকম suspense-এ (সন্দেহে ঝুলিয়ে) রাখাটা কি আমার প্রতি অন্যায় অত্যাচার নয়? বলতে হয় বল, না হয় ব’লনা।”

শরৎ। এত কথার পর এখন যদি না বলা হয়—সেটা তোমায় স্বস্তি দেবে ত’?

সরোজ। তা ত’ দেবেনা,—কিন্তু যখন বলবেইনা, তখন আর উপায় কি?

নবীন। সরোজ ত’ ঠিকই বলেছে। ও ত’ শোনবার জন্যে গোড়াগুড়িই প্রস্তুত, তোমাদেরই ত’ ইতস্তত দেখচি। moral courage-গুলোর ভার তো বরাবরই বীরেশ্বরের,—ও-ই বলুকনা।

বীরু। এ ক্ষেত্রে যখন সাক্ষাৎদ্রষ্টা ইন্দুভূষণ হাজির, আর ও-ই যখন সরোজদের next door neighbour (দেল-ঘেঁশা প্রতিবেশী) তখন ও-ই উপযুক্ত পাত্র; আমার সিংহাসন আজ ওকেই ছেড়ে দিলুম।

এ প্রস্তাব সকলে অনুমোদন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইন্দুভূষণ বলিতে আরম্ভ করিল। সরোজ শঙ্কিত-আগ্রহে পলকহীন নেত্রে তাহার মুখের উপর তাকাইয়া রহিল।

ইন্দুভূষণ বলিয়া গেল, কাল সরোজের শ্বশুর সরোজদের বাড়ী এসে শুনে যান সরোজের মা পীড়িতা; সে কারণ বাড়ীর

সকলের আহারাদির অসুবিধা অনিয়ম খুবই যাচ্ছে,—তাই সে ভদ্রলোক সরোজের স্ত্রীকে এখানে পৌঁছে দেওয়াটা উচিত ভাবেন। এরূপ ভাবার মধ্যে সম্ভবতঃ তাঁর ভুল থাকতে পারে। যাক, তার পর আজ সকাল ৭টার সময় সরোজের শ্যালক দেবেশবাবু বাড়ীর ঝির সঙ্গে ভগ্নীকে নিয়ে, সরোজদের বাড়ীতে রেখে যেতে আসেন। এই অনাহূত অবাঞ্ছনীয় আগমনে, তাঁরা মর্ম্মন্তুদ গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সহ ৫।৭ মিনিট মধ্যেই সরোজদের বাটী হইতে বিতাড়িত হন।

এই আকস্মিক গোলমালে প্রতিবেশীরা আকৃষ্ট ও উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের সান্ত্বনা ও সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন এবং বিনয়ের মা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্নানাহার করাইবার জন্য যত্ন পান। "মা আজ ক্ষমা করুন্, আপনি ত' আমার ভগ্নীর অবস্থা বুঝতেই পারছেন, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, পথে না কোন বিপদ ঘটে"—দেবেশবাবুর এই সাশ্রু-সকাতর বাক্য উপস্থিত সকলকে ব্যথিত ও বিচলিত করে।

পরে—দেবেশকে অসহায় দেখিয়া ইন্দু ও বিনয় একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দেয়। দেবেশবাবুর ভগ্নী কাশপত্রের মত কাঁপিতেছিলেন এবং নৌকামধ্যে গিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও তাঁহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায়। তাহা দেখিয়া মাঝিরা এরূপ রোগী লইয়া যাইতে অসম্মত হইলে—"মেয়ে শ্বশুর বাড়ী

যাবার সময় এরূপ করিয়াই থাকে,—কোন ভয়ের কারণ নাই” —প্রভৃতি বলিয়া তাহাদের রাজি করান হয়।

প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে লোকে যেন নিরানন্দের ব্যথা লইয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করে। নৌকা ছাড়িবার পর প্রায় ৩০।৩৫টি সহানুভূতিপরায়ণা ইতর ভদ্র মহিলা অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে ও নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বাড়ী ফেরে।

ইত্যাদি বলা শেষ করিয়া ইন্দুভূষণ বলিল—“তাদের মন্তব্যাদি উল্লেখ করবার অধিকার আমার নাই, আগ্রহও নাই, তবে ইতর সাধারণের মধ্যে একজন বল্লে—এমন রূপ লাখের মধ্যে দেখিনি,—তার এমন ভাগ্যি গা! বিশ্বাস ত’ হয় না,—নারায়ণ জানেন!”

ক্লাবের মধ্যে এতক্ষণ যেন মানুষ ছিল না, কেবল একটি মাত্র স্বর একই পর্দ্দায় ঘুরিয়া ফিরিয়া, ঘরের নিস্তব্ধতা বাড়াইয়া থামিয়া গেল।

সরোজ স্বভাবতই ধীর, সে পাষাণ-মূর্ত্তির মত অচঞ্চল ভাবেই বসিয়া শুনিল। তাহার বর্ণ গৌর সুতরাং তাহার বদনে কয়েকবার বর্ণ-বৈষম্য দেখা দিয়াছিল মাত্র।

বীরেশ্বরই প্রথম কথা কহিল। বলিল—“এখন আমরা কিছু বলতে পারি?”

সরোজকে কে যেন সজোরে ধাক্কা দিল। তাহার আপাদ-মস্তক নড়িয়া উঠিল। সে বিদ্রোহীর মত উচ্চকণ্ঠে বলিল—“না”।

এই "না"টিকে কেবলমাত্র "না" বলিয়া কেহই গ্রহণ করিতে পারিল না। সকলেই ইহার পূর্ব্বে 'খবরদার' শব্দটির গোপন অস্তিত্ব উপলব্ধি করিল।

পরক্ষণেই সে আবার বলিল—"যতটা বলা আবশ্যক ছিল, তার অনেক বেশী বলা হয়েছে—আমারো শোনা হয়েছে।"

বীরেশ্বর নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। সে বলিল—"হ্যাঁ, মূল ঘটনাটা তোমার শোনা হয়েছে বটে কিন্তু তোমার duty (কর্ত্তব্য) সম্বন্ধে বন্ধুদের কিছু বলবার দাবীও ত' আছে। অন্ততঃ সাত বছর আগে তুমি ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হয়েছ। এখন তোমার বাপ-মাকে—"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইল। বাধা দিয়া বলিল—"শাসন করা বা শিক্ষা দেওয়া, অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা উচিত",—এইত বলতে চাও। কোন সভ্য দেশের কোন সভ্য সমাজ এমন উপদেশ দিয়েছেন বলে ত জানি না। দিলেও আমার তা' পালন করবার মত Moral courage (নৈতিক বল) নেই ভাই, আমাকে মাপ্ করো—(পরে বিনয়ের প্রতি)"বিনয় আমি একবার তোমাদের বাড়ী যাব"—বলিয়াই সরোজ কক্ষ ত্যাগ করিল। বিনয়ও উঠিল।

সরোজ শুনিতে পায় এমন স্বরেই বীরেশ্বর বলিল—"আমাদের সরোজবাবুর অত্যাচারের ideaটা (ধারণাটা) খুব জবর। ১০টা মিনিট suspense-এ (সন্দেহ-দোলায়) রাখায় একটু, আগে উনিই না বলেছিলেন—সেটা তাঁর প্রতি অন্যায় অত্যাচার!

আর এই কদর্য্য অমানুষী অত্যাচারগুলো নীরবে সহ্য করবে, দেশের নির্দ্দোষী কচি মেয়েগুলি আর শিক্ষিত নির্লজ্জ ছেলেরা পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে খালাস্। অক্ষয়বীজ হে অক্ষয়বীজ—ও বীজ মরবার নয়, এরাই আবার ঐ বাপ্ বনবে।"

রজনী। Noa's Arc!

Well said (বেশ বলেচ) বলিয়া সকলে কল হাস্যে ক্লাব কাঁপাইয়া তুলিল।

নবীন বলিল—"এর মধ্যে একটু ভাববার কথা আছে।"

এইটুকু বলিতেই সকলে তাহার দিকে তাকাইল।

নন্দ গলাটা একটু বাড়াইয়া করজোড়ে হাস্যোদ্দীপক বিনয়ে কহিল—"নিবেদন করুন—"

বীরু বলিল—"আমি জানি, দলের মধ্যে নবীনই আমাদের গবেশ—গবেষণার দিকেই ওর ঝোঁক্। 'ভাববার কথা' আছে বৈ কি—সেটা বেশ করে ভেবে এস ত' দাদা, কাল শোনা যাবে। তুমি মুশড়ে যেও না যেন! এ subject (বিষয়) সহজে ছাড়া হচ্ছেনা—একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে।"

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

*   *   *   *

রাত্রি ৮ টার সময় সরোজ উপস্থিত হওয়ায় বিনয়ের মা তাহার আসার কারণ বুঝিয়াই ছিলেন। তিনি সরোজের প্রশ্নের উত্তরে তাহার বাপ-মার কোন কথা উল্লেখ না করিয়া

দুই এক কথাতেই শেষ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ-মধুর সমবেদনা-পূর্ণ বচনে বলিলেন—"বাবা, ও-সব কোথায় না হয়? তবে বৌমার আমার জ্ঞান হয়েছে বলেই ভাবনা হয়,—সারাদিনই ভাবছি আর হরিকে ডাকছি। সে রূপ দেখলে কারুর সাধ্য নেই—তাকে ভোলে, তার জন্যে না ভেবে থাকতে পারে! আহা!"—বলিয়াই একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। পরে বলিলেন—"একবার দেখবিনি? কাল একবারটি দেখে আয় বাবা, আজ ত' আর উপায় নেই—রাত হয়ে গেছে; আজ গেলেই কিন্তু ভাল ছিল।"

সরোজ মুখটাতে হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কাল কারুকে পাঠিয়ে খবর নিলে হবেনা পিসিমা?"

বিনয়ের মা বলিলেন—"ও আমার কপাল! তাহলে আর আমি এত করে তোমাকে যেতে বোলব কেন? জ্ঞান-হওয়া মেয়ে না হলে, লোক পাঠিয়ে খবর নিলেই হ'ত। এখন স্বামীকে দেখলে, স্বামীর দুটো ভাল কথা শুন্‌লে, তবেই সে সামলাতে পারবে, তা ছাড়া তার আর অন্য ওষুধ নেই বাবা। হরি যেন তাকে সইবার শক্তি দেন।"

সরোজ হতাশভাবে বলিল—"তুমি ত সবই জান পিসিমা—"

বিনয়ের মা বলিলেন—"জানি বাবা, কিন্তু এটা যে নিরপরাধিনীর মান-প্রাণ দুইই নিয়ে কথা। তুমি যাও রাত্তির হয়েছে, খেয়ে শুয়ে পড়'গে, কাল আমি দাদার কাছে যাব।"

সরোজ নীরবে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল। মাতার ইঙ্গিতে বিনয় সঙ্গে গেল। ক্লব হইতে ফিরিবার সময় একটা বিরুদ্ধ উত্তেজনা তাহাকে গতি দিয়াছিল। বিনয়দের বাটী হইতে সে নির্জ্জীবের মতই ফিরিল।



সরোজ বাড়ী গিয়া অল্প কথায় মাকে জানাইল তাহার শরীর ভাল নয়, সে কিছু খাইবে না! এই বলিয়া বাহিরে তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া নিরুপায়ের মত উর্দ্ধমুখ হইয়া, হাতপা ছাড়িয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সে পড়িবার ঘরেই শয়ন করিত।

সরোজের কথা শুনিবামাত্রই তাহার মা তাহার অসুস্থতার মূল আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু আলোচনাটা সঙ্গত ভাবেন নাই; কারণ, কর্ত্তা সেই দালানেই তখনো আহ্নিকের আসন ত্যাগ করেন নাই। সরোজ বাহিরে যাইবার পরক্ষণেই কর্ত্তা বলিলেন—"শরীর ভাল নয়—বল্লে না?"

গৃহিণী। তাইত' বল্লে।

কর্ত্তা। হুঁ,—তুমি কি ঠাওরালে?

গৃহিণী। ছেলে যখন কলেজ থেকে এ'ল—তখন ত বেশ হাসিমুখ ছিল, এখন দেখলুম সে চেহারা নেই—

কর্ত্তা। এ শুভানুধ্যায়ীদের কাজ,—আমাদের চেয়ে তাদের মাথা ব্যথাটা বেশী কি না!

গৃহিণী। (নিশ্বাস ফেলিয়া) যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

কর্ত্তা। সে-সব চলবে না, ওকে খেতে বল। আমরা থাকতে ওর এত দুর্ভাবনা কিসের, ওর মাতব্বর হয়ে মাথা ধরান কেন,—ওর ত বাপ-মা মরেনি—চেহারা বিগড়োয় কেন?

গৃহিণী। যাঁরা জ্যান্ত মানুষে পোকা পড়ান—তাঁরা রটিয়েছেন কিনা—বোয়ের ফিট্ হয়েছিল, দাঁতকপাটি লেগে গিছলো!

কর্ত্তা। বোল্লে না কি?

গৃহিণী। তুমি যে অবাক করলে দেখচি, এ সব কি আমাদের কানে শুনে জানতে হবে নাকি,—হয়ে মরিনি কেন!

কর্ত্তা। না, ঐ যে ফিটের কথাটা—তাও—

গৃহিণী। তুমি থামো ত—"ফিট্" না আমার মাথা; ওতে আছে কি, ও যেন আমি জানিনা!

কথাটা কর্ত্তাকে অনেককিছু স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"তবে ও-ছোঁড়া খাবেনা কেন?"

গৃহিণী। কি জানি বলো।

কর্ত্তা। না, না। পাঁচশো টাকার কথা সে কখ্খনো জানে না, তা জানলে আর শরীর খারাপ হয় না—হতেই পারে না! আর যদি জেনে শুনে পাঁচ ভূতের কথায় কান দেয় ত সে আমার ছেলেই নয়;—এ কথা তুমি তাকে এক্ষুণি স্পষ্ট করে বলে দাও।

গৃহিণী। ওটা তুমিই—

কর্ত্তা। না না,—আমার এখন ঢের দেরি,—আমি কি আসন ছাড়তে পারি, আসল স্তোত্রগুলোই বাকি।—আর দেখো, ছেলে আমি বিগড়ুতে দেব না—তা বলে দিচ্চি।

গৃহিণী। আমিও ত' তাই চাচ্চি।

কর্ত্তা। কই চাচ্চো, ও হারামজাদা তবে কিসের জোরে বলে খাবনা। কচি খোকা ত' নয় যে হুট্ বলতে পাচশ টাকা লোকসান্ করে দেবে! বোলো—মোহন্তেও একটা পয়সা ছাড়ে না। তাঁরাতো নির্ব্বোধ নন। কচি ছেলের চুল দিতে যাও, সেলামীর এক পয়সা কম নিগ্ দিকি। ছেলে খিদেয় ককিয়ে মরচে মরুগ্—আগে তাঁদের পেট কড়ায় গণ্ডায় ভরানো চাই। কম পড়ে, ভিক্ষে করে—না হয় ছেলের মাদুলী বেচে পুরো করো। দেবতার দরবারে আর সাধুর কারবারে 'ডুগাছা চুল দিতেই এই! আর মানুষের সংসারে একটা জ্যান্তো পরের মেয়ে ফাঁকিদে ঢুকিয়ে দে যাবে! মোহন্তদের চেয়ে আমরা বড় হয়েছি নাকি? পাজি কি বলে, আমি এক্ষুণি শুনতে চাই; বুঝলে?

গৃহিণী। আমি ত' সব বুঝচি—তবে কি না—

কর্ত্তা। 'তবে'—আবার কি? এর ভেতর 'তবে'টা কি আছে! দেখচি আমাকেই উঠতে হল—

গৃহিণী। তাই ভাল, চল দুজনেই যাই—

কর্ত্তা। না,—উঠলে আমি একাই যাব, বিরূপাক্ষ মুখুয্যে যা করবে তা নিজেই করবে, তখন কিন্তু—

গৃহিণী "তোমায় উঠতে হবে না, আমিই যাচ্চি" বলিয়া একপদ অগ্রসর হইতেই, কর্ত্তা বলিলেন—"আগে ভাল করে শোনো, হঠাৎ যেন কিছু বোলে বোসো না—"

গৃহিণী। তবে কি করতে যাব ?

কর্ত্তা। তা বলে যা-তা বলতে যাবে নাকি ? কি বলবে শুনি ?

গৃহিণী। যেমন আসবে বোলব'—

কর্ত্তা। তোমায় যেতে হবে না।

গৃহিণী। বেশ ! তার পর ?—

কর্ত্তা। এখন বিরক্ত কেরোনা,—এত তাড়াতাড়িই বা কি, স্তবগুলো আগে শেষ করতে দাও।

গৃহিণী। ছেলেটা কিছু খেলেনা—

কর্ত্তা। দেখ—রাগ বাড়িও.না, তাকে খেতেত' কেউ বারণ করেনি। একটা ছেলে নিয়ে ধর্ম্মকর্ম্ম খোয়াতে হবে নাকি !

তিনি উচ্চকণ্ঠে স্তব আরম্ভ করিয়াদিলেন। কণ্ঠ কণ্ঠের কাজ করিতে লাগিল, মন সাত-চাল ভাবিতে নিযুক্ত হইল !

গৃহিণী মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় দ্রুতপদে রান্না ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

ফল কথা, সকালের কদর্য্য কাণ্ডটার পর উভয়েরই মন অন্তরে অন্তরে একটা সাজা ভোগ করিতেছিল, তাই কাজটার ন্যায্যতা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যেই সারাদিন জোর আস্ফালন চলিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে ব্রজবাবুর মত ছোট লোক যে আর দ্বিতীয়

নাই, তাহা শতবার ব্যক্ত হইয়াছে! পরের কথার মূল্য নির্দ্ধারণও হইয়া গিয়াছে কিন্তু নিজেদের রেহাই মেলে নাই। মনের পশ্চাতে আর একজন কে যেন সকাল-বেলাকার কদর্য্য অভিনয়টা তপ্ত শলাকা দিয়া কেবলি আঁকিতেছিল। গলার জোরে তাহা নড়ে না, চক্ষু বুজিলে তাহা মেটেনা, পাঁচশ টাকার প্রলেপে তাহা ঢাকে না।

এই অবস্থায় সুস্থ সবল সরোজ যখন বাড়ী ফিরিয়া সহসা বলিল তাহার শরীর ভাল নয়, সে কিছু খাইবে না এবং সরাসরি বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল, তখন মাতাকে ভয় ও অভিমান এবং পিতাকে রোষ ও সঙ্কোচ আশ্রয় করে। তাই উপযুক্ত পুত্রের সহিত চোখোচোখি কোন প্রশ্নের সহজ স্বাভাবিকতা আজ তাঁহাদের ছিল না, পাছে পুত্রকে ঐ অপ্রিয় আলোচনার সূত্র দেওয়া হয় এবং নিজেদের অধিকারে আঘাত আহ্বান করা হয়।

আজ আর বিরূপাক্ষবাবুর স্তবের বিরাম ছিল না,—সেই দ্রুত ঘূর্ণীর মধ্যে যাহা আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই পাঁচ-সাত পাক খাইতেছে।

তাঁহার সদর-দরজার বাম পার্শ্বে একটি কাঁঠাল গাছ ছিল, তাহাতে ফল ধরিয়াছিল প্রচুর। তাহার একটিও না অন্যের গর্ভে যায়, তাই গুঁড়ির গায়ে ফুটো ক্যানেস্তারার ২।৩ সার মালা ঝুলাইয়া, তাহার উপর বাব্‌লার ডাল বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কারণ তাহারা বাধা ও সংবাদ একই সঙ্গে দিতে সমর্থ।

কিন্তু শৃগালেরা কোন এক অভিনব উপায়ে আজি একটি সুবৃহৎ ও সুপক্ক ফলকে সহসা বৃন্তচ্যুত করায়, তাহা ক্যানেস্তারায় টক্কর খাইয়া সশব্দে ভূমে আসিয়া পড়ে। তাহাতে অন্যমনস্ক বাপ-মার হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে দুলিয়া ওঠে। মাতা—"ওগো সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি" বলিতে বলিতে পাগলিনীর মত, আর মুখুয্যে মশাই "ছুরী—ছুরী—বঁটী—বঁটী" করিতে করিতে উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া সরোজের পাঠাগারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন। অবস্থাবিশেষে স্নেহ আর পাপ, একই আধারে অভিন্নভাবে থাকিয়া একই রূপ কাজ করে—একই পথে গতি দেয়। কর্ত্তা এতক্ষণ ঘোড়া গজ দাবা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসাইয়া যে-সব অব্যর্থ চাল মস্তিষ্ক মধ্যে সাজাইয়াছিলেন তাহা একদম ওলট্ পালট্ হইয়া যায়। আসন ত্যাগের অন্ধবেগ, কোশাখানাকে বাণের মুখে দড়িছেঁড়া পানসির মত সাতপাক খাওয়াইয়া দালানের একপ্রান্তে উপুড় করিয়া দেয়।

৩০

বিরূপাক্ষবাবুর বরাবরই সূর্য্যোদয়ের আগে শয্যা ত্যাগ করা অভ্যাস। ঘণ্টাদেড়েক পূর্ব্বে শয়ন করিলেও অভ্যাসবশতঃ আজও সে নিয়মের অন্যথা হইল না।

জীবনে এই প্রথম পরাজয়ের চিহ্ন মুখে মাখিয়া এবং তার বেদনা বুকে করিয়া নয়নতারা উপুড় হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন।

সরোজ চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টেবিলের এক

পার্শ্বে এক থাল লুচি, বেগুণ-ভাজা, আলুর দম, এক বাটি দুধ আর এক গেলাস জল অনাদরে হতশ্রী হইয়া পড়িতেছিল।

যে কারণে বিরূপাক্ষবাবুর প্রত্যূষে উঠিবার অভ্যাসটি পাকা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, অসুস্থ অবস্থাতেও নিয়ম ভঙ্গ হইতে দিত না—সেটি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও দিনের আসন্ন প্রকাশ আজ তাঁহাকে সহসা সে কাজে বাধা দিল। মাঝি-মাল্লারা তাঁর কাছে আবশ্যক মত দশ-পাঁচ টাকা চোটা সুদে কর্জ্জ পাইত ও লইত। তাই তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে দাঁতন করিতে করিতে গঙ্গা-তীরে উপস্থিত হইয়া বেশ সহজ ভাবেই নিজের অবশ্য-প্রাপ্য হিসাবে তাহাদের ডিঙ্গী হইতে টাটকা সেরা সেরা মাছগুলি স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিতেন।

গত কল্যকার ব্যাপারে মালারাই নাকি বড় বেশী ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ও অপর পক্ষকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা ও সাহায্য করিয়াছিল,—মেয়েরা অশ্রু মোচন করিয়াছিল। দিনের আলো রাত্রের বিপদ বিপন্নতাকে হাল্‌কা করিয়া যেমন মানুষের মনে উৎসাহ উদ্যম, শক্তি সাহস আনিয়া দেয়, তেমনি তাহার লজ্জা-সঙ্কোচকেও বাড়ায়। মালাদের কাছে মাছ আদায় করিতে যাইতে আজ তাঁহার পা উঠিল না। তিনি বহির্বাটীর ভিতরের দিকের বারাণ্ডায় দাঁতন লইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। অভুক্ত লুচির থালার উপর যতই তাঁহার নজর পড়িতে লাগিল ততই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রের ভাবনা চিন্তার মধ্যে যে একটা আশঙ্কা তাঁহার সমস্ত প্রকৃতিটাকে আচ্ছন্ন ও

অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, দিবালোকে সেটা সরিয়া গেল। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"রাত্রে কি আমাকে ভূতে পেয়েছিল? ওর মা শেষ বলে কি না—'তাদের ধর্ম্ম তাদের কাছে—আমাদের হক্কের টাকা হয়—পাবই।' আমিও তাই বুঝে গেলুম! দুনিয়ার লোকগুলো হাতে টাকা গুঁজে দেবার জন্যে ছুটোছুটি করচে—ধর্ম্ম হবে বলে! টাকা আবার হক্কের অহক্কের কি? কোনটাই পউনে যোল আনার নয়,—এতেও যোল আনা, ওতেও যোল আনা। তায় এক টাকা দু টাকা নয়—পাচ-পাচশো টাকা,—পাগল আর কি! বিরূপাক্ষ মুখুয্যের আজো এত বড় মতিচ্ছন্ন ঘটেনি। আর যে-ছেলে একবার মুখ ভার করলে পাঁচশো টাকা উড়ে যায়—সে ত ছেলে নয়—শনি! ওর মা একবার উঠুন, আমি এখুনি এর হেস্তনেস্ত কোরব।" ইত্যাদি—

সরোজের মা ইতিমধ্যে উঠিয়া, সরোজের ঘরে উঁকি মারিয়া বড় একটা নিশ্বাস বুকে চাপিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, কর্ত্তা তাহা লক্ষ্যই করেন নাই। মাতার সযত্ন-প্রস্তুত খাদ্যাদি সরোজ স্পর্শও করে নাই, সে একটু কিছু ত মুখে দিতে পারিত! দুধটা খাইলে তার কোন্ অনিষ্ট হইত? এই অভিমানের আঘাতটা মার প্রাণে একটা কঠিন মোচড় দিয়া তাঁর চক্ষের জল বাহির করিয়া দিল। তিনি দালানেই বসিয়া পড়িলেন।

সরোজ বরাবরই মা-বাপের খুবই বাধ্য—এমন কি বন্ধু-মহলে এটা তার দুর্নামের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল। বন্ধুবান্ধবদের

গত রাত্রের কথাগুলা অতিরঞ্জিত রহস্য ভাবিয়া সে বিরক্ত হইয়াছিল, এবং ব্যথাও বোধ করিয়াছিল ; কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তবু একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার ভয় তাহাকে বিনয়ের মার কাছে টানিয়া লইয়া যায়।

বিনয়ের মা সরোজের আপন পিসি এবং সরোজকে পুত্রাধিক ভালবাসেন। তিনি কথা বাড়িতে না দিয়া দু' এক কথার পরই যখন "বউমার জ্ঞান হয়েছে বলেই ভয় হয় ;—কাল একবার তুই নিজে গিয়ে দেখে আয়না বাবা,—এটা যে নিরপরাধিনীর মান-প্রাণ দুই নিয়েই কথা,—স্বামীকে পেলে মেয়েমানুষে সব কিছু সইতে সামলাতে পারে,"—ইত্যাদি বলিয়া শেষ করেন—বিশ্বটা তখন সরোজের চতুর্দ্দিকে দ্রুত ঘুরিতে থাকে ; সে অসাড় দেহ-মন লইয়া বিনয়ের সাহায্যে বাড়ী ফিরিয়া আসে। বাপ-মা-সম্বন্ধে কোন ভাবই তাহার মনে উদয় হয় নাই। সে অবস্থাই তাহার ছিল না।

* * * *

ঝিকে আসিতে দেখিয়া নয়নতারা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিলেন—"তোর যে আজ এত দেরি ?" ঝি বলিল,—"দোর খোলা পেলে তো ;—আমি তো কখন এসেছি। আজ বুঝি গঙ্গাচানে যাও নি ? তা ভালই করেচ মা।"

নয়নতারা। কেন রে মল্লিকে ?

মল্লিকে। রাস্তায় ঘাটে আমারই কান পাতবার যো নেই, আসতে কি পারি,—যে করে এসেছি।

নয়নতারা। কারুর ধার করে খেয়েচি নাকি,—কে কি বলে শুনি?

মল্লিকে। সে আর আমার মুখে শুনবে কি—সেই কালকের সব কাণ্ড! আমি আজ আর বাজারে যেতে পারবনা মা। সবাই বলে—কে আগে মেরেছিল বল ত' মল্লিকে—কর্ত্তা না গিন্নি? যত বলি,—আমি তা দেখিনি, কেউ বিশ্বেস করে না। বলে, বউ যদি না বাঁচে—তখন আদালতে ঐ কথা বলে মজা দেখিস্। শুনে আমার ত ভয়ে গা কাঁপচে!

নয়নতারার প্রচণ্ড রোষ সশব্দে ফাটিয়া বাহির হইবার সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আদালতের উল্লেখে তাহা সহসা অন্তর্মুখী হইয়া গুমরিতে লাগিল। নয়নতারা রুদ্ধ রোষে বলিলেন,—"তুই যে বড় বলেচিস—'আমি তা দেখিনি,' তবে কি আমরা মেরেছিলুম নাকি?"

মল্লিকে। সে তোমরাই জান মা, আমি দেখিনি তাই বলেচি। আমার ওপর রাগ কর কেন?

নয়নতারা। কেন, তোমার পোড়ার মুখ থেকে এ-কথা বেরুলে কি মিছে কথা বলা হত যে, "মারলে আবার কে,—মারবে কেন? ও-সব ধাড়ি মেয়ের অনেক ঢলানেপনা আসে—"

মল্লিকা তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া বলিল—"ওমা চুপ কর,—অমন লক্ষ্মীকে এমন কথা বল্‌লে সঙ্গে সঙ্গেই আমার জিভ খসে পোড়ত।"

নয়নতারা। বটে! এত! তা বেশ, তোর যা ইচ্ছে বল্‌গে যানা, আমার ভয়টা কাকে, কে আমার কি করবে করুক না।

মল্লিকে। আমাদের ছোট লোকের ঘরে কেউ মাথা উঁচু করে অমন কথা বলে পার পায় না মা। তা হলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন। আমি আর কি অপরাধটা করেছিলুম। হরি মাইতি এসে বল্লে—"মল্লিকে একটা পান খাওয়াতে পারিস, বড় গাটা কেমন করচে।" আমি তাড়াতাড়ি একটা পান সেজে তার হাতে দিলুম। সে পান খেতে খেতে বলে গেল—"কি পানই খাওয়ালি মল্লিকে—মুখটা জুড়িয়ে গেল।" সত্যি এই তোমার পায়ে হাত দে বল্‌চি—সে দাওয়ার ওপরও ওঠেনি। পদী গয়লানী গরু খুঁজতে এসে নাকি মাইতির কথা শুনে গিছলো। তার পর সে কি ঘোঁট—কি পঞ্চায়েৎ! কই আমার কথা কেউ শুন্‌লে? দণ্ড দিয়েও আমি সেথায় আর মুখ দেখাতে পার্‌লুম কি? সেখানে ত আমার কিছুর অভাব নেই, তবে সব ছেড়ে এত দূরে দাসীবৃত্তি কর্‌তে এসেছি কেন? সমাজ থাক্‌লে, মোড়ল থাক্‌লে—"ভয় করি না" কেউ বলুক দিকি, বল্‌তে আর হয় না।

একটা কিছু পাইলে, নয়নতারা যতক্ষণ না তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, ততক্ষণ তাঁহার স্বস্তি থাকিত না; ভাল কথাকেও তিনি অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন। দোষী অপরের দোষ উল্লেখ করিয়া যেমন সুখানুভবের চেষ্টা

পায় সেই হিসাবে, আর—"আমি ত দেখিনি" বলার প্রতিশোধ লোভে নয়নতারা বলিয়া ফেলিলেন—"কাজটি ত' বাছা ভাল কর নি, ও বদনামের চেয়ে মেয়েমানুষের মরাই ভাল—"

মল্লিকের জয়নগরে বাড়ী, সে সদ্গোপের মেয়ে। ছেলে বেলা মেয়ে ইস্কুলে "আখ্যানমঞ্জরী" ধরেছিল। তাই নির্দ্দোষী মল্লিকে দোষী নয়নতারার মুখে এই উপদেশের খোঁচা সহিতে পারিল না। বলিল—"আর তুমি যা কাল দেখিয়েছ মা, তাতে তোমায় অমর করে রাখবে,—তোমাদের ভদ্দর-সমাজে মানুষ থাকলে আজ—"

পূর্ব্ব হইতেই নয়নতারার মধ্যে অগ্ন্যুৎপাতের আয়োজন চলিতেছিল, তিনি এতক্ষণ তাহাতে নিজেই দগ্ধ হইতেছিলেন, এইবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁর বড় বড় ভাঁটার মত চক্ষু দুটি যাহা—বিরূপাক্ষের অক্ষিদ্বয়কে চিরদিনই অবনত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে, এবং গত রাত্রেও যাহা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পরস্পরের উপর পরস্পরের সতর্ক দোষারোপ-সংগ্রামে নয়নতারাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, সেই প্রদীপ্ত ভীষণ অস্ত্র দুইটি উদ্যত করিয়া যখন তিনি তীরবেগে উঠিয়া বলিলেন—"কী —কি বল্লি তুই?" পুরী মধ্যে সহসা যেন বজ্রপাত হইল,— মল্লিকা সভয়ে সাত হাত সরিয়া দাঁড়াইল!

কর্ত্তা সেই বজ্রধ্বনি ঢাকিবার জন্য সমুচ্চকণ্ঠে "ঝি—বার-বাড়ীতে কি আজ ঝাঁট পড়বে না" বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিলেন। মল্লিকা বহির্ব্বাটির দিকে দ্রুত প্রস্থান করিয়া বাঁচিল।

নয়নতারার এই প্রচণ্ড রোষ যদি অবিমিশ্র হইত, তাহার পশ্চাতে নিজের দোষাংশ, অভিমান, অপমান না থাকিত, তাহা হইলে সে আজ কাহাকেও দগ্ধ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিত না। স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া অভিমানে, অপমানে, রোষে, ক্ষোভে নয়নতারা কাঁদিয়া ফেলিলেন—"কার আমি কি করেছি যে দাসী বাঁদীতেও আমাকে শাসাবে; দেশের লোককে ভয় করে বাস করতে হবে,—তাদের খাই, না পরি। আমাদের কথা নিয়ে তাদের এত মাথা-ব্যথা কিসের গা,—তারা আমার কে? যার যা ইচ্ছে বল্‌বে কেন? গরীবের ভাল করে, আমরা হলুম দুষী,—শেষ,—ছেলে পর্য্যন্ত কি না, আমার হাতের খাবার ছুঁলে না!" ইত্যাদি বলিয়া তিনি আহত-দর্পের অব্যক্ত বেদনায় কাঁদিতে লাগিলেন।

বিরূপাক্ষবাবু বিচক্ষণ লোক, আসল কথাটা আর অবস্থাটা বুঝিতে তাঁর মুহূর্ত্ত বিলম্বও হইল না। তিনি বলিলেন,—"এ কি, তুমিও যে পাগল হলে দেখচি। পরের কথায় কান দিয়ে নিজের লোকসান আর নিজের মন খারাপ করবার মত বুদ্ধি ত তোমার ছিল না;—তাহলে আর এ বিষয় সম্পত্তি করতে পারতুম না,—রাখতেও পারতুম না। এ কথাটা আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, আমি তো বুঝি। পরের সঙ্গে ত' আমাদের ঘর করতে হবে না,—তারা কে? আর কলিকালে ভাল করলে যে দুষী হতে হবে, এ তো শাস্ত্র-বাক্য—শাস্ত্র কি মিথ্যে হয় কখন। তাই কত সাবধানে ওদিকটা এড়িয়ে চলি তা

ত' দেখেচ। জীবনে ঐ একটা ভুল হয়ে গিছলো, যাক্—তুমি দেখ না—সব সামলে নিচ্চি। এখন কি ঝি মাগিকে ঘাঁটাতে আছে? দশটা দিন চেপে যাও, সকলের বিষ দাঁত না ভাঙ্গি ত' আমি বিরূপাক্ষই নই।"



এই সময় বিনয়ের মার কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"বৌদি কোথায় গো?" নয়নতারা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া—"এই যে—এস ঠাকুরঝি"—বলিতেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে বিরূপাক্ষবাবুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"দাদা, বেই মশাই এসেছেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।" এই অপ্রত্যাশিত কথাটায় একটা শঙ্কা যেন উভয়কেই থতমত খাওয়াইয়া দিল। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বিরূপাক্ষবাবু বলিলেন—"অ্যাঁ,—কে বেই? বিনয়ের শ্বশুর?" নয়নতারার মুখ ফ্যাঁকাসে হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কথা ফুটিতেছিল না।

বিনয়ের মা বলিলেন—"তুমি কিগো দাদা,—তিনি ত' আজ তিন বছর হল মারা গেছেন;—নেমন্তন্ন রেখে এলে! সরোজের শ্বশুর এসেছেন।"

"ওঃ—তা এত সকালে? কেন বল দিকি?" বলিয়া বিরূপাক্ষ চিন্তাকুল-আগ্রহে রুদ্ধশ্বাসে ভগ্নীর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন! বোধ হয় মনে মনে দুর্গানামও করিতে লাগিলেন।

বিনয়ের মা ভাবটি বুঝিয়া, আশ্বাসের স্বরে বলিলেন—"না—এমন কিছু নয়,—তবে বউমার এখনো সেই ভাবই রয়েছে, মাঝে মাঝে জ্ঞান হচ্চে, আবার সেই রকম হয়ে যাচ্চেন। ডাক্তাররা তিনবার হাত ফুঁড়ে ওষুধ দিয়েছে, আর বলেচে—'এ সময় স্বামীর আসা খুব দরকার, তাঁকে দেখলে, তিনি দুটো ভাল কথা কইলে, সহজে সামলে যেতে পারেন। ওষুধে কি করবে!' তাই ব্রাহ্মণ ছুটে এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন—ডাকতে পারছিলেন না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন জানি না, ভাগ্যে আমি বিনুকে সঙ্গে করে এসে পড়লুম।"

নয়নতারা এতক্ষণে একটু সামলাইয়াছিলেন—তিনি বলিলেন—"তা—সেত' যেতে পারবে না, তার নিজের শরীরই ভাল নয়, রাতে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দেয়নি, যেমন দিয়েছিলুম সব তেমনি পড়ে আছে, তাকে কি যেতে দেওয়া যায়।"

বিরূপাক্ষ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—"তা কখ্‌খনো কি হয়?"

বিনয়ের মা বলিলেন—"কাল যখন সে ক্লব থেকে এলো, তাকে দেখেই বুঝেছিলুম, তার শরীর ভাল নয়। এমন মলিন, এত উদাস ত' তাকে কখন দেখিনি,—তার অবস্থা দেখে, একা পাঠিয়ে দিতে ভরসা হলনা, বিনুকে তাই সঙ্গে দিছলুম। সারা রাত্তির দুর্ভাবনায় কাটিয়েছি, তাইত' সকালে ছুটে এসেছি,—সে কোথায়?"

সে প্রশ্নে কান না দিয়া নয়নতারা বলিলেন—"তবে আবার যাবার কথা উঠচে কেন? আমার ছেলে আগে না বউ আগে?

যখন নিজের চোখে দেখেছিলে তখন সেটা মিন্‌সেকে বলে দিলেই ত' হত!"

বিনয়ের মা একটু বিরক্ত হইয়াই উত্তর দিলেন—"শুধু তোমার কাছেই ছেলে আগে নয় বউ, তাদের কাছেও জামাই আগে তা জেনো। আর, আমি ত' পাগল হইনি যে ঐ কথা বেই-মানুষের কাছে বলতে যাব।—ও ত আর শরীরের অসুখ নয়, মনের অসুখ, মর্ম্মান্তিক কিছু না লাগলে ছেলে এক মুহূর্ত্তে অত কাহিল—অত অবশ হয়ে পড়ে না।"

সরোজের পিসি শচী দেবী বাপ-মার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন। সকলের ছোট বলে তাঁর আবদার অনুরোধ কখন অবহেলা পায় নি। সুশিক্ষিত স্বামীর হাতেও পড়েছিলেন,—ভাগ্যদোষে আজ বিধবা। প্রকৃতিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকায় বরাবরই নয়নতারার সঙ্গে তাঁর বনে নাই, তাই না ডাকিলে বা নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, এ বাড়ীতে তিনি আসিতেন না। সরোজ কিন্তু প্রতিদিন পিসিমার কাছে একবার না গিয়া, তাঁর হাতের দেওয়া কিছু না খাইয়া, থাকিতে পারিত না। এটা তাঁর আন্তরিক ভালবাসার আকর্ষণ। এই লইয়া অনেকবার বিরূপাক্ষ ও নয়নতারার মধ্যে অনেক আশঙ্কাজনক ভবিষ্যদ্বাণীর বিনিময় হইয়া গিয়াছে,—বিশেষ করিয়া সরোজের বিবাহের পর।

ছেলের মনের অসুখটা মা-বাপের মনের কাছে অস্পষ্ট ছিল না কিন্তু তাঁদের কাছে এই অপ্রিয় সত্যটা স্বীকার করায় যেন হীনতা ছিল,—সম্ভবত লোকসান ছিল। তাই

নয়নতারা স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমার ছেলে এত বেহায়া কবে থেকে হ'ল তা তো জানি না! তবে ঠাকুরঝি যখন বলছেন,—ওঁর তো সকল বিদ্যেই আসে—মনের অসুখও ধরতে পারেন!—কলিকালে তা হবে বইকি! আমাদের আর থাকা কেন!" বলিয়া স্বামীর মুখের উপর চাহিলেন।

বিরূপাক্ষবাবু বড় হইলেও শচীকে মনে মনে ভয় করিতেন, কারণ, শচী দেবীর কাছে দুইটি মাত্র পথ ছিল,—হয় চুপ করিয়া থাকা, না হয় সত্য বলা; কোন মধ্য পথে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। অথচ এই সত্য কথাটা, কি বিরূপাক্ষ, কি নয়নতারা, কাহারও নিকট রুচিকর হইত না।

বিরূপাক্ষবাবু নয়নতারার শেষ কথাটি "আমাদের আর থাকা কেন!" ধরিয়া বলিলেন—"তা বটে,—পড়বার বয়সেই ছেলে যদি বউয়ের ভাল-মন্দ ভেবে অজ্ঞান হয়, তার মনের অসুখ জন্মাতে সুরু হয়,—তা হলে তাই বটে। কিন্তু আমরা তো আজো মরিনি,—ওকে এ ভাবনার ভার দিলে কে?"

নয়নতারা গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করিলেন—"অবিশ্যি—ভাল গুরু মিলে থাকবে!"

শচীর গায়ে কে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি সেটা সামলাইয়া লইলেন; উত্তাপটা নিশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দিয়া স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"দেখ বউ, তোমরাও ১২ বছরের ছেলেটির বে দাওনি, তাঁরাও আট বছরের গৌরীদান করেন নি যে উভয়ের সম্পর্কটা বোঝাতে গুরুর

দরকার ছিল, আর তাদের মনের কাজটা বাপ-মার মন দিয়ে চলছিল। এত বড় জোর দেবতার আছে কিনা জানি না যে ২৪ বছরের ছেলের আর ১৭ বছরের মেয়ের মন আর মনের সুখ-দুঃখগুলো চোখ বুজে অস্বীকার করতে পারেন। পেতল-কাঁসার বাসনগুলোও আঘাত পেলে কেঁপে ঝন্ ঝন্ করে সাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু বাপ-মা হবার দাবীর জোরে ছেলের মনের অসুখ দাবিয়ে রাখা যায় না বউ; চুপ করে থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পেছন ফিরলেই পেছনের জিনিষগুলো উড়ে যায় না, বরং সেই দিকটা থেকেই বিপদের আশঙ্কা বেশী থাকে।

বিরূপাক্ষবাবুর মাথাটা রাগে রি রি করিতেছিল কিন্তু দুর্ব্বল পক্ষের আত্মসমর্থনে যতটা চীৎকারের দরকার, আজিকার অবস্থা ও আসর ততটার মত খোলসা ছিল না; বিশেষতঃ পরিবারের পক্ষ সমর্থনে। নয়নতারা কিন্তু এ কাজটিতে কখন কাহার মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"সাত সকালে কোমর বেঁধে শাঁপ দিতে এলে নাকি—তোমাকে ত' কেউ ডেকে পাঠায় নি!"

শচী ধীরভাবেই বলিলেন—"আমার বাপের বাড়ীতে আমায় আবার ডেকে পাঠাতে হবে কেন? কই কালকের কাণ্ডটা আমার মুখটা বাদ দিয়ে কাজ করেচে কি? এটা আমার বাপের ভিটে যে। যাক্—এখন যাতে ব্যাপারটা আর বাড়বার পথ না পায়, ভগবান করেন বউয়ের ভাল মন্দ না ঘটে—ভালয় ভালয়, সব মিটে যায় সেই অনুরোধ করতে এসেছি।"

বিরূপাক্ষবাবু এতক্ষণ কিছু বলিতে না পাইয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"এসে পর্য্যন্ত ত' শাসাচ্ছিস আর বুড়োমি কচ্ছিস, মেটাবার কর্ত্তা কি আম্রা যে আমাদের কাছেই অনুরোধের মাথাব্যথাটা তোর এত বেশী—"

শিবপূজার ফলে, স্বামি-স্ত্রী যে অভিন্ন, বিবাহের পরই নয়নতারা তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু কখন কখন রাগের মাথায় বিস্মৃতি আসিয়া পড়িত। তিনি সোৎসাহে বলিলেন—"দ্যাখনা,—আমাদের ফাঁসি দেবে নাকি!"

শচী পূর্ব্ববৎ স্থির থাকিয়াই বলিলেন—"উল্‌টো বোঝো কেন বউ, এখন একটা ছুতো ধরে ঝগড়ায় দিনটে ভাল কাট্‌বার উপায় করে নেবার সময় নেই। ফাঁসির কথা ত' কেউ বলেনি। আর সেটা ত' বড় কথাও নয়—তাতে ত' সব জ্বালা সব অশান্তিকে ফাঁকি দিতে পারি। এর পেছনে যে তার চেয়ে বড় কথা রয়েছে। আমাদের বউমাও ত' আজো বাপ-মার অধিকারের অসহায় জিনিষ, সে ত' নিজের ইচ্ছেয় কাল আসেনি, কিন্তু নিরপরাধিনী অপমানের যে আঘাত নিয়ে ফিরেচে, স্বামীর সাহায্য ছাড়া সে কিছুতেই তা সামলাতে পারবে না, এ তোমরা বেশ জেনো। তাকে পরের মেয়ে ভাবলেই ত' মন ছুটি পায় না—সে যে আমাদের সরোজের বউ! তোমাদের পায় পড়ি—জ্ঞানবান ছেলের জন্মটা মাটি করে দিও না। ভগবান আমাদের সবাইকে যেন সে সাজা থেকে রক্ষা করেন।"

বিরূপাক্ষবাবু বিরক্তি ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"তোর ত' নিজের কথাই সাতকাহন দেখ্‌চি, আমি যা বল্লুম সেটা কি কথা নয়?"

নয়নতারা বলিলেন—"সেটা ত' ওঁর কাছে বাজে কথা গো।"

শচী বলিলেন—"ভয় নেই বউ—আমার কাছে বাজে হলেও তাতে তোমার কাজে কিছু ক্ষতি হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তবে একটা কথা মনে রেখ বউ—টাকাটা প্রাণের চেয়েও বড় নয়, মনের চেয়েও বড় নয়—আর মানুষের চেয়ে ত নয়ই। মেটাবার কর্ত্তা বেইকে না করেও ত' মিটতে পারত', তোমাদের মেটাবার রাস্তায় ত' কেউ বেড়া দেয়নি,—আর তাতে মহাভারতও অশুদ্ধ হয়ে যেত না।"

নয়নতারা তীব্র উপহাসচ্ছলে বলিলেন—"শুনলে আপনার লোকের কথা,—এমন না হ'লে আপনার লোক!"

বিরূপাক্ষবাবু মুখখানা বিকৃত করিয়া, কণ্ঠে কর্কশ কিছু যোজনা করিবার মুখেই শচী বলিলেন—"ও-সব কিছুই দরকার হবে না দাদা,—এতে রাগের কথা নেই। এখন টাকাগুলো গুণে নাওগে,—নোটগুলো ভাল করে দেখেশুনে নিও। তিনি ছট্‌ফট্ করছেন, এই ১০ টার গাড়ীতে তাঁকে ফিরতেই হবে।"

বিরূপাক্ষবাবুর যেন ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল। তিনি এক মুহূর্ত্তে অস্বাভাবিক মূর্ত্তিটা সামলাইয়া স্বাভাবিক রাগত ভাবে অপলক চক্ষে বলিলেন,—"ছাখ্ শচী, তোর আস্পর্দ্ধা খুবই বেড়েছে দেখছি, তুই আমার সঙ্গে মিছে কথা কয়ে ঠাট্টা আরম্ভ করেছিস্!"

সে চক্ষু দেখিলে অন্য সময়ে শচী বোধ হয় ভয় পাইতেন, আজ কেবল মৃদু-হাস্যে বলিলেন—"আমাকে কখন মিছে কথা কইতে শুনেছ দাদা!"

তাঁর কথাগুলি এত স্বাভাবিক ও এত সুমিষ্ট শুনাইল যে, বিরূপাক্ষ দুইদিন পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিলেন সহসা সেই অবস্থায় পৌঁছিয়া গেলেন। তিনি মোলায়েম ভাবে বলিলেন—"আগে বলিস্‌নি কেন? তুই ত' কখন কথা বাড়াতে ভালবাসতিস্‌নি!"

শচী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"সরোজকে যে বৌয়ের কাছে পাঠাতেই হবে, তোমরা সে কথা যে বুঝেও বুঝতে চাইছিলে না। এ নারীহত্যের পাপ মাথায় করবার মিছে বল্ থাকলেও, সমাজের চাপ যে মাথা নুইয়ে দেবে।"

বিরূপাক্ষবাবুর এতক্ষণে একটু হাসি দেখা দিল; তিনি বলিলেন—"ওঃ তুই তাই ভাবছিস্ বুঝি! আমি তোকে সে দিকটায় অভয় দিচ্ছি, আমাদের সমাজের সব মুখই পোড়া!"

শচী। আমি ভদ্রসমাজের কথা বল্‌ছিনা দাদা, লোকসমাজের কথাই বলছি, যাতে, যাদের আমরা ছোটলোক বলি তাদের সংখ্যাই বেশী, আর যাদের সঙ্গে আমাদের জীবন-যাত্রার সম্পর্ক,—লৌকিকতার নয়, যাদের কাছে ছোট হ'লে আর কোথাও বড় হবার জায়গা থাকেনা, সাত-মহল বাড়ীর মধ্যে টাকার গদিতে বসে—নিজের মনের কাছেও না।

বিরূপাক্ষবাবু বাজে কথা কখন গায়ে মাখেন না, তিনি অবাক্ হইয়া শচীর মুখের প্রতি চাহিয়া শুনিতেছিলেন—তাঁহার একটু চাঞ্চল্যও আসিয়াছিল।

নয়নতারার মনটাও ধীরে ধীরে মেঘমুক্ত হইয়া আসিয়াছিল, তিনি স্বামীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন—"বাস্‌রে! ঠাকুরঝিকে আজ বীর-বাতাস লেগেছে!"

বিরূপাক্ষবাবুও মুখে হাসি টানিয়া শচীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তাইত, তোর মুখে ত' এত কথা কখন শুনিনি, তুই যে আজ পেল্লায় বক্তা হয়ে এসেছিস দেখছি।"

শচী লজ্জায় চক্ষু অবনত করিয়া মৌনহাস্যে রহিলেন ও বুঝিলেন উভয়েরি চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে।

এই সময়ে মল্লিকে আসিয়া সংবাদ দিল—"বেইমশাই দাঁড়িয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে নারায়ণ—নারায়ণ করছেন, আহা, যেন পাগলের মত হয়ে গেছেন—"

"ওঃ আমি চল্লুম"—বলিয়া বিরূপাক্ষবাবু বহির্ব্বাটির দিকে প্রস্থান করিলেন। শচী তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আমি তবে সরোজকে তয়ের হ'তে বলি।"—সে কথার কোন উত্তর আসিলনা, সম্ভবতঃ কর্ত্তার কানে গেলনা।

মল্লিকে একটু পূর্ব্বেই আসিয়াছিল এবং অন্তরালে থাকিয়া অনেক কথাই শুনিয়াছিল ও কিছু বলিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতেছিল। কর্ত্তাকে বিদায় করিয়া দিয়া শচীর সন্নিকট হইয়া চাপা স্বরে বলিল—"আহা দিদিঠাকুরুণ, বামুনকে আর

কেন বধ করা, বাড়ী ঘর বন্ধক দিয়ে থাকবেন! বাজারে ত' চাঁদা উঠছে দেখে এসেছি—"

শচী অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন, ও তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলেন, "কে চাঁদা তুলছে শুনি!"

মল্লিকে তেমনি চাপা গলায় বলিল—"এই দোকানী, মজুর, মালা, কলের লোক—সবাই গো—"

নয়নতারার মুখের উপর মুহূর্ত্তে একটা ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেন সভয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন—"কিসের চাঁদা গা ঠাকুরঝি!"

মল্লিকেকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া শচী সত্বর তাহার মুখের উপর কুঞ্চিত দুই চক্ষু তুলিয়া বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"তোর ত' বড় বদ্ স্বভাব,—আমাদের কি কথা হচ্ছে জানা নেই শোনা নেই, কথার মাঝখানে একটা অন্য কথা কইতে এলি! এখন যা এখান থেকে।"

শেষ কথা কয়টি এমন তীব্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত হইল যে, তাহাতে মল্লিকার মত ঝির পক্ষে তাহার উদ্দেশ্য ও অর্থ বোধে বিলম্ব হইল না। সে আপন মনে বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল,—"মানুষ মেরে টাকাও চাই, মর্য্যেদাও চাই, নমস্কার ভদ্দর লোকের পায়!"

নয়নতারা সন্দেহ ও ভয়মিশ্রিত আগ্রহে শচীর দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—"দ্যাখ্ না মাগীর আক্কেল, আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রয়েছি, তার মাঝখানে চাঁদার খবর

ভাল লাগে কি ? সে ত আমি জানি—বাজারে যখন বারোয়ারী, চাঁদা ত উঠবেই। মাগী পাগল নাকি !”

নয়নতারার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির স্ত্রীলোকের এ-কথায় সম্পূর্ণ সন্দেহভঞ্জনও যেমন অসম্ভব, তৃপ্তিলাভও তেমনি সুদূর ছিল। কিন্তু শচী এমনভাবে কথাগুলি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যে, তিনি আপাততঃ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন ও বলিলেন—“ওর বড় বাড় হয়েছে দেখচি।”

শচী। এখন কিছু বলে কাজ নেই দু’দিন যাক্। ও ভদ্র লোকের মর্ম্ম বুঝবে কি ?” পরে আর ও-কথার পুনরালোচনার সময় না দিয়া বলিলেন—“চল বউ, সরোজের আবার কি ভাব সেটা দেখি।” এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন। নয়নতারা যাইতে যাইতে বলিলেন—“যদি যাওয়াই স্থির হয় ত না খেয়ে যাওয়া হবে না কিন্তু।” শচী বলিলেন—“কিছু জল খেলেই হবে, শ্বশুর বাড়ী খেয়ে গেলে চল্‌বে কেন।”

সরোজ মায়ের বিছানায় আসিয়া শুইয়াছিল। উভয়ে উপস্থিত হইতেই উঠিয়া পড়িল। তাহার চেহারা দেখিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলেন।

১২

মল্লিকে সদর দরজা খুলিয়া দিলে বিনয়ের মা, বিনয় ও তাহাদের পশ্চাতে ব্রজবাবু প্রবেশ করেন। দোরটা আর বন্ধ করা হয় নাই।

বীরেশ্বর ইতিপূর্ব্বেই আসিয়াছিল, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ইন্দুকে ডাকিতে যায়। ফিরিয়া আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া উভয়ে ঢুকিয়া পড়িল ও সরোজের পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। এরূপ আসাটা তাহাদের আজ নূতন নয়। কিন্তু সরোজ সেখানে ছিলনা, বিনয় আসিয়া তাহার বিনিদ্র বিষণ্ণ অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া যায় এবং "একটু ঘুমিয়ে সুস্থ হয়ে নাও—শ্বশুর মশাই এসেছেন—ঘণ্টা দুই পরে শ্রীরামপুর যেতে হবে,—খবর ভাল,"—এই বলিয়া বাহিরে ব্রজবাবুর নিকট চলিয়া আসে।

বীরেশ্বর আলমারী হইতে Peel's Essay on Happiness বইখানা লইতে যাইতেছিল, এমন সময় লুচির থালায় নজর পড়ায় ইন্দু বলিয়া উঠিল, "সরোজ রাত্রে কিছু খায়নি দেখচি।"

"কিসে বুঝ্‌লি" বলিয়া বীরু পশ্চাতে চাহিতেই প্রমাণ পাইয়া, Deo gratias (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ) বলিয়াই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া গেল,—বইখানা আলমারীর বাহিরে আর আসিল না। ইন্দুকে একবার মাত্র "লেগে যা" বলিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়া দিল।

ইন্দু কাজটা অনুমোদন করিতে পারিলনা। বলিল—"সে বোধ হয় মুখ-হাত ধুতে গেছে—এসে খেত।"

"ওরে নির্ব্বোধ, তার মত বেলে মাছের পেটে এ বাসি মাল সইত না, এ কাঠখোলায়-ভাজা ম্যাওয়া হজম্ করতে কইমাছের জ্ঞান্ চাই। দুধটো তুই খেয়ে ফ্যাল্, ওটা খেয়ে

আর জাত দেবনা, ওটা অকেজো আদুরে অপচারদের খোরাক। তুই খেতে পারিস্।"

ইন্দু বলিল—"কেন ?"

বীরু বলিল—"তোরা কলকেতায় পাড়িস্—কলেজের নারক্কে কার্ত্তিক; ময়দানবের শিবপুর কর্ম্মশালায় আমার মত লোহা পিট্‌লে এক সপ্তাতেই সাবাড় হয়ে যাস্।" এই বলিতে বলিতে হাত ধুইয়া বলিল—"বাঃ কেয়া কেতাব! জ্যান্ত বই রে—একদম হাতে হাতে Happiness, ছুঁতে তর সয় না,—একখানা কিন্‌তে হয়েছে।"

বারাণ্ডার অপর প্রান্তে কর্ত্তার বৈঠকখানা ঘর। সেখান হইতে তাঁর কর্কশ কণ্ঠ উচ্চরবে উভয়কে উৎকর্ণ করিয়া দিল। উভয়ে অবাক্ হইয়া মুখ চাওয়া-চাই করিল। পরে বীরেশ্বর বলিল—"মহীরাবণের গলা না ?, নিশ্চয়ই একটা নতুন কিছু আছে, তানাত' গলা আজ এত উঁচু পর্দ্দায় ওঠ্‌বার কথা ত নয়,—ব্যাপারটা কি ত্থাখ্ দিকি।"

ইন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আমাদের এক পাঁচিলে বাড়ী, অমনিতেই রক্ষে নেই, —যদি দেখে ফ্যালেন তো"—

বীরু বলিল—"আরে মুখ্‌খু বুঝচিস্ না—এযে শ্রোতা সংগ্রহের সুর, লোক পাওয়াই ত উদ্দেশ্য,—চ' আমিও যাচ্চি। একেবারে সামনে গিয়ে পড়ার দরকার নেই।" এই বলিয়া উভয়ে গিয়া বিরূপাক্ষের নজর এড়াইয়া জানালার বহিঃপার্শ্বে দাঁড়াইল। দেখিল—ব্রজবাবু বিষণ্নমুখে নিম্নদৃষ্টিতে অপরাধীর মত বসিয়া

শুনিয়া যাইতেছেন, বিনয় তাঁর পাশেই চুপচাপ বসিয়া আছে, কিন্তু তার মুখ দেখিলেই বোধ হয় যেন সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। নিরীহ ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যায় আর মিথ্যা অভিযোগগুলা তাহাকে লজ্জায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। বাহিরে রাস্তার দিকেও লোকের নীরব অবস্থিতির আভাস পাওয়া যাইতেছে।

প্রতিবেশী নবকুমার রায়, সাহেব-এটর্ণির বড়বাবু, নানাকারণে তাঁর সঙ্গে বিরূপাক্ষবাবুর বসা-দাঁড়ানটা ছিল। বিরূপাক্ষবাবুর আওয়াজটা তাঁহাকেও আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি গড়গড়া-হাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ও একটি কোণ অধিকার করিয়া ধীরে ধীরে ধোঁ ছাড়িতেছিলেন, আর অনুমোদনটা আদায়ের জন্য "কি বলহে," "তুমি কি বল" প্রভৃতি বাক্য যখন তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছিল, তখন মধ্যে মধ্যে—"তাত' বটেই"—"তাত' ঠিকই" বলিতেছিলেন।

আজ বিরূপাক্ষবাবুর শাস্ত্রনিষ্ঠা, পঞ্জিকাপ্রীতি—আর হিন্দুত্বে হুঁস—শ্রোতাদের সত্য যুগের সামনাসামনি আনিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি তখন বলিতেছেন—এই শুনতে পাই তুমি গোঁড়া হিন্দু, তার পরিচয় ত' এই—পাজিখানাও দেখা আসে না! মঘা, অশ্লেষা, তেরস্পর্শ, দিক্‌শূল, এ গুলোত' আজ কাল সাহেবরাও মানে, আর তুমি কিনা ঐ সব মাথায় ক'রে অদিনে অক্ষণে কাল বউমাকে পাঠিয়েছিলে। আমার বাড়ীর লক্ষ্মীকে আমি শুভদিন দেখে আন্‌বো, তোমার সাত-তাড়াতাড়ি এ শত্রুতা সাধা কেন? তুমি পারলে বটে, কিন্তু এত বড় বুকের পাটা

আমার ত' নেই যে জেনে শুনে, হিন্দু হয়ে গ্রহ-দেবতাদের অবহেলা করি। এমন কুবুদ্ধি যেন না আসে।" এই বলিয়া তিনি, হাত জোড় করিয়া তিনবার কপালে ঠেকাইলেন এবং নাক-কাণ মলিলেন। পরে বলিলেন—"নল রাজার উপাখ্যানটাও পড়নি কি,—মেয়েরা জানে যে! বল দিকি কি সর্ব্বনাশটা ঘটিয়েছিলে! আমি বলে তাই কর্ত্তাদের পুণ্যে সামলাতে পেরেছি,—তাঁরাই বল দিচ্ছলেন; তানা ত' সে সঙ্গিন অবস্থায় আর কেউ পারুক দিকি;—সবাই ত' হিঁদু কব্লায়। একনিষ্ঠা চাই, মুখে হিঁদু বল্লেই হিঁদু হয় না। পাচ জনে এ-সব কথা বুঝবে কি? তারা পরের বেলায় পঞ্চমুখ হতেই ভালবাসে, ভেতরের কথা কজন জানে? তা'বলে মানুষের খাতির রাখতে গিয়ে দেবতার খাতিরকে তো খাটো করতে পারি না"—এই বলিয়া ডান্ হাতের অষ্টোৈর-মাদুলিটা কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন—"এই নবগ্রহ-কবচই কাল রক্ষা করেচেন। আর কি সীতারাম রায় আছেন যে হিঁদুর সম্মান রাখবেন। কলিকাল—এখন যে শাস্ত্র মানে সেই দোষী, যে উপকার করে সেই অপরাধী!"

"A veteran rogue" (পাঁড় বদমাইস) বলিয়া বীরেশ্বর ইন্দুর কাঁধে একটা চাপ দিল ও বলিল—"শিখে রাখ!"

বাহিরে বৃদ্ধ তারিণী ভট্টচায্যি এতক্ষণ গোপনে কাণ পাতিয়া দিনের খোরাক জোগাড় করিবার জন্য, সংবাদ সংগ্রহের প্রয়াস পাইতেছিলেন। আর থাকিতে পারিলেন না,—"গঙ্গাদর্শন করে ফিরছিলুম—কাণে যেন সুধা বর্ষণ হল,—কি কথাই

বলছিলে বাবা—দীর্ঘজীবী হও; এ-সব শাস্ত্রবাক্য আর শুনতে পাওয়া যায় না, সে-সব দিন চলে গেছে। এখন গ্রহশান্তির পরামর্শ দিলে—সব হাসে; বলে, বেটার লোটবার ফন্দি,—ঐ যা বল্লে বাবা,—কলিকাল! উচ্ছন্ন যাবে।” এই বলিতে বলিতে ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন।

ব্রজবাবু অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অন্তরে তাঁহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল; তাই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সসঙ্কোচে ও সবিনয়ে বলিলেন—“নারায়ণ জানেন বেই, আমার ওসব কোন চিন্তাই আসেনি, পরশু আপনার কাছে শুন্‌লুম, বেন্‌-ঠাকরুণের অসুখ, বড় কষ্ট যাচ্চে। আমি বল্লুম—আমার মেয়েটা সব কাজই করতে পারে, সে থাকতে কষ্ট পাওয়া কেন—বাড়ীতে ত আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই, সে এসে ২।৪ দিন সেবা করতেত' পারে, বেন ভাল হলেই নিয়ে যাব—”

বিরূপাক্ষ স্পষ্টই দেখিলেন—তাঁর বক্তৃতার ফলটা জল্ হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, তাই বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—“আমি তাতে রাজি হয়েছিলুম?”

ব্রজবাবু বলিলেন—“আপনি একটু চুপ করে থেকে, শেষ বলেন—সরোজ আসুক, জিজ্ঞাসা করি।”

বিরূপাক্ষ। তবে!

ব্রজবাবু। আমারই দুর্ব্বুদ্ধি বেই, আমি ভাবলুম বেন-ঠাকরুণের অসুখ, মেয়েটা যখন রয়েছে দু'দিন সেবা ক'রে

আসুক না, এ ত' পরেও করে থাকে, ঝি-দাসীতেও করতে পারে। আপনি রাজি থাকলে, এতে সরোজবাবুর কি আপত্তি হতে পারে.? কারণ এ ত' মেয়ে পাঠানো নয়, আমি যখন ঋণী, সে সাহস আমার হবে কি করে বেই, তাই দিন-ক্ষণের কথাও মনে আসেনি। দরকার হ'লে লোকের যা করা উচিত আমি মাত্র তাই করেছিলুম,—আমি আপনাদের সেবার জন্যেই পাঠিয়েছিলুম। এর বেশী আর কিছুই আমার আক্কেলে আসেনি,—তা হ'লে এমনটা ঘটবেই বা কেন? এই বলিয়াই তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল, তিনি মাত্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যেমন অপরাধ করেছি বেই, তেমনি সাজাও ভোগ করচি।" এই কথা বলিতে বলিতে কোঁচার খুঁট হইতে পাঁচখানি এক-একশো টাকার নোট খুলিয়া বিরূপাক্ষবাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন ও করজোড়ে বলিলেন—"আমাকে মাপ করুন, ঋণ হ'তে মুক্তি দিন্।"

বিরূপাক্ষ অন্যমনস্ক ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"অ্যাঁ—একি! ওঃ!" তাঁর হিন্দুত্বের ইমারৎ ক্রমেই তাঁকে আশ্রয়হীন করিয়া আনিতেছিল। তাঁর শাস্ত্রোক্ত মাল-মসলা মনুষ্যত্বের সামনে মলিন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, এইবার নিজের পায়ে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"দেখুন সব, একবার বুঝুন,—এ ব্যাপারটার কর্ত্তা কে।"

সবাই নির্ব্বাক্, ব্রজবাবু কাঠ। পরে একটু সামনে ঝুঁকিয়া, মাথা নাড়িয়া বিরূপাক্ষবাবু অভিনব স্বরে বলিলেন—"এই পুরো

টাকাটা পরশু একেবারে দিয়ে গেলে তো এতটা ঘটেনা। মন্দ মতলবের ফল এই রকমই হয়। নির্দ্দোষীকে দোষী করতে যাওয়া সোজা কাজ নয় বেই।" কথাগুলা উত্তেজনার মুখে বাহির হইয়া আসে, রাগ মানুষকে পরাজয়ের পথেই টানে।

নবকুমার বাবু তাঁকে বাধা দিয়া সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন —"ও-সব আলোচনা আবার কেন, উনি টাকা দিতে এসেছেন —নাও।"

বিরূপাক্ষবাবুও নিজের ভুল ধরিয়াছিলেন, বলিলেন—"ওটা যেন একটা কথার পিঠে কথা কইলুম,—আমার বলবার মতলব —পরশু যিনি বলেচেন,—সব টাকা জোগাড় করতে পারলুমনা, আবার একদিন না যেতেই সে টাকা কোথা থেকে আসে! কাছেই ছিলনা কি?"

বিরূপাক্ষের নিষ্ঠুর বাক্য রচনায় ও বৃথা মিথ্যা কথায় সময় যাইতেছে দেখিয়া নিরীহ ব্রজবাবুরও বিরক্তি আসিয়াছিল। তাহার উপর সর্ব্বসমক্ষে এই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার চেষ্টাটা তাঁহাকে কঠিন আঘাত করিল। তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন— "দেখুন বেই মশাই, আমি বড় গরীব, আমাকে সব-কিছু বলার যোগ্যতাই আপনার আছে; আমি কিন্তু একটি কথাও আপনার কাছে মিথ্যা বলিনি—আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু একজন আছেন যিনি তা বিশ্বাস করেচেন। এই ঋণমুক্ত হবার জন্যে ছেলে দুটিকে পর্য্যন্ত নিরাশ্রয় করেছি, কিন্তু তাতেও পেরে

উঠিনি। থাকলে পরশুই সব দিয়ে যেতুম। টাকা জোগাড় করে আনবার আর কিছু রেখেছি কি বেই!"

বাহিরে কে একজন বলিল,—"চল আবার গঙ্গাস্নান করা দরকার!"

বিরূপাক্ষ। তা হলে এ টাকাটা আকাশ থেকে পোড়লো!

ব্রজবাবু ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন—"হাঁ, ঠিকই তাই।"

বিরূপাক্ষ সকলকে উদ্দেশ করিয়া সহাস্যে বলিলেন—"শুনে যাবেন সব!"

শ্রোতাদের মন বিরূপাক্ষের কথায় বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নবকুমারবাবু ব্যাজার হইয়া বলিলেন—"কি বোকচ তুমি? ওঁর বিশ্বাসে পৌছবার ক্ষমতা তোমার-আমার না থাকতে পারে।"

ব্রজবাবু বিরূপাক্ষবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমি যদি বলি, 'বেই, টাকাটা নারায়ণ দিলেন,' আপনি ত' তা বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

বিরূপাক্ষ মৃদু বিদ্রূপহাস্যে বলিলেন—"সে কি কথা, বিশ্বাস ত' করতেই হবে—নারায়ণের আর আমার বেই মশায়ের মত এমন যোগ্য লোক, এমন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ জুটবে কোথায়!"

ব্রজবাবুর চক্ষুদুটি হাসির আভাস দিল। তিনি বলিলেন—"বেই, নারায়ণ ভুল করেন নি, তিনি যোগ্য লোককেই দিয়েছেন। তাঁর ভুল হয় না বেই! তিনি যোগ্য লোক চেনেন। আমি কেবল বয়ে এনেছি।"

সকলেই কথাটা অন্তরে অন্তরে উপভোগ করিল।

বীরেশ্বরের বচন এবার অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট শোনা গেল—"most fitting" (মুখের মত)!

বিরূপাক্ষের মুখে সহসা কে যেন এক-পোচ কালি মাখাইয়া দিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি সচেষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বেই ঠক্‌বার বান্দা নন, ভাল-মানুষটি সেজে থাকেন।"

ব্রজবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"বলেছি ত' বেই, আমাকে সব-কিছু ঠাওরাবার অধিকার আপনার আছে। এখন দয়া করে নোট ক'খানা দেখে শুনে নিন্, আমাকে রেহাই দিন্।"

বিরূপাক্ষ বিদ্রূপমিশ্রিত আগ্রহে বলিলেন—"যখন নারায়ণের দেওয়া টাকা তখন দেখে-শুনে লওয়া উচিত বই কি,—বিনয়—দেখত বাবা, তোমাদের চোখ ভাল।"

বিনয় এতক্ষণ কয়েদীর মতই বসিয়া সাজা ভোগ করিতেছিল। তাহার মন যেমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, লজ্জাতেও সে ততোধিক মরিয়া যাইতেছিল। এ প্রস্তাবে তাহার প্রাণ বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, সে মাথা নত করিয়াই বলিল—"আমি আর বসতে পারচি না, আমার একটু কাজ আছে।" এই বলিয়া সে উঠিয়া পড়িতেই, বিরূপাক্ষ বলিলেন—"তবে দোত-কলমটা আর ঐ বেতের প্যাটরাটা থেকে গোল কাঁচখানা দিয়ে যাও—চশমাটা ভেঙ্গে গেছে।" বিনয় সত্বর সেগুলি তাঁর সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বাহির হইয়া বাঁচিল।

বীরেশ্বর তার হাতটা ধরিয়া বলিল—"With all thy faults I should love thee for this single act of thine. (তোর হাজার দোষ থাকলেও শুধু এই কাজটির জন্য তোকে আমার ভালবাসা চাই।)

বিরূপাক্ষ নোটগুলির পশ্চাতে ব্রজবাবুর পুরা নাম লিখাইয়া লইয়া magnifying glass (অতসী কাচ) খানি দিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে লইতে বলিলেন—"এ যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ছাপমারা আনকোরা নোট দেখ্‌চি। তা হলেও সই থাকাটা ভাল।"

ব্রজবাবু বলিলেন—"ঠিক্ আছে ত বেই? আমাকে এই ১০॥ টার ট্রেণে ফিরতেই হবে, বেশী সময়ও নেই, তবে—"

বিরূপাক্ষ। সে কি হয়,—এ বেলায়—

ব্রজবাবু। বাড়ীতে নারায়ণ রয়েছেন, তা ছাড়া আজকের কথা স্বতন্ত্র, Civil Surgeon আসবেন, বাবাজীকেও আমার সঙ্গে যেতে অনুমতি দিন, বিনয়বাবুর মাকে দিয়ে সে-কথা বেন-ঠাকরুণকে বলেও পাঠিয়েছি।

বিরূপাক্ষবাবু সজোরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"না—না—সে হতেই পারে না, সে যাবে কি! তা কি হতে পারে—"

ব্রজবাবু ভাবিয়াছিলেন যখন অন্দর হইতে কর্ত্তার বাহিরে আসিতে অতটা বিলম্ব হইয়াছে, তখন এ বিষয়টা স্থির হইয়াই গিয়াছে। তাই এখন যেন একটা নূতন ধাক্কা খাইলেন।

মিনিটখানেক কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পরে একটি মৃদুনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আপনারা তবে সেখানকার অবস্থাটা একবার চিন্তা করাও আবশ্যক মনে করেন নি! আমার অদৃষ্ট! আমার আত্মীয় গোকুল ডাক্তার কাল রাত্রেই সরোজবাবুকে নে যাবার জন্যে বার বার বলেছিল, পরে Civil Surgeon সাহেবের কাছে ছোটে। তিনি অবস্থা শুনে বলেছিলেন—"আমাদের যাওয়ার চেয়ে তাঁর স্বামীর আসায় বেশী কাজ হবে।" Major Bloodhead Danker আজ টিফিনের পর সস্ত্রীক আসবেন। স্ত্রীলোককে দেখতে এলে তিনি পরিবারকে সঙ্গে না নিয়ে আসেন না। তিনি বাবাজীকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন, এসে নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রে সরোজবাবুর খোঁজ নেবেন। আমি তাঁকে কি বোলব বেই? সময় অল্পই আছে, আমি তা হলে আর মিছে দেরী করি না।" এই শেষ কথা কয়টি হতাশভাবে বলিয়া বিরূপাক্ষের মুখের পানে সকাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

বিরূপাক্ষের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। সকল অবয়ব শূন্য করিয়া সহসা তাঁর সমস্ত রক্ত বুকের দিকে ছুটিয়া গিয়া ধাক্কা দিতেছিল। Major Bloodbead Danker—এই অপ্রত্যাশিত অশ্রুতপূর্ব্ব নামটার মধ্যে তিনি যেন ভয়ঙ্কর একটা ত্রাসের বার্ত্তা পাইলেন। ভয়ে রোষে তাঁহার চেহারা যেন কেমন হইয়া গেল, তিনি থতমত খাইয়া বলিলেন—"এটা কি বেই তোমার আপনার লোকের মত কাজ হয়েছে? লোকের ঘরে

কত কি হয়ে থাকে,—হিঁদুর ঘরের কথা সাহেবদের কানে তোলাটা কি ভাল হয়েছে ?"

ঐ হিঁদু কথাটার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তারিণী ভট্টচায্যি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"নাঃ, এটা ভাল হয় নি,তো হাজার বার বোল্‌ব। হিঁদুর ঘরের কথার মর্ম্ম ম্লেচ্ছ বুঝবে কি ? আজ কাল ঐ একটা ফ্যাসন্ হয়েছে,—কেন—মধুসূদন, রাখালদাস এঁরা কি ছিলেন না ?"

নবকুমারবাবুর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"দিন দেখানো কি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার ত দরকার হয়নি ভট্‌চায্যি মশাই, রোগের ব্যবস্থা নিতে ডাক্তারের কাছে যাবেন না ত কোথায় যাবেন !"

ভট্টাচার্য্য। ওঃ, ওরা ডাক্তার নাকি ?

বিরূপাক্ষ বলিলেন—"তা যান্, কিন্তু এ যে ইন্দিরনারাণের ওপর যাওয়া। ক'টা মাথা ফেটেছে যে ত্'ত্-জন ভীমার্জ্জুনের সাহায্য নিতে ছুটে গেছেন ;—ঘরের কথা ত্'ত্-জন সাহেবের কাছে না ঘটালে কি উপায় হ'ত না ? এ ত শুধু রোগের উপায় খোঁজা নয় ! তা নাত আমাদের ঘরে এমন রোগ হয় না যে সাহেব ডাকতে হয়।" কথাগুলো বেরুলো যেন হতাশা মাখানো—উদাস—উদাস।

ব্রজবাবু অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন—বলিলেন—"ও সব কি বকছেন বেই। Civil Surgeonএর কথা আমার মাথায়ও আসেনি, আসতে পারেও না। যা থাকলে তা আসে—তাত' আমার নেই। আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানতুম না। আমার

একমাত্র নারায়ণ আছেন, আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করেছি বেই। তিনি রাখেন—থাকবে। আসবার আগে শুনলুম—গোকুল নাকি ভয় পেয়ে রাত্রেই Civil Surgeonএর কাছে গিছলো। তিনি যা বলেচেন—তাই বলেছি।"

বিরূপাক্ষ nervous বা ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; বলিলেন—"গোকুল লোকটা কে, তার এত মাথা-ব্যথা কিসের ছিল?"

ব্রজবাবু বলিলেন—"সব ভুলে যাচ্চেন কেন, এই যে বল্লুম—গোকুল আমার আত্মীয়, নিজে সে Asstt. Surgeon, সেই দেখছিল। আর তাতে হয়েছে কি?"

বিরূপাক্ষ। আচ্ছা, সাহেবদের কি বলা হল?

নবকুমারবাবু বলিলেন—"তোমার কি হয়েছে, ডাক্তারের কাছে লোকে কি বলতে যায়, রোগের কথা বলা হল, আবার কি বলবেন?"

বিরূপাক্ষ। তুমি বুঝচ না নব,—তা হলে রাত্তিরে দু'দু-জন সাহেবের কাছে ছুটবে কেন,—এ ত নবকেষ্টর নাতীর অসুখ নয়।

নবকুমার। তোমার মাথাটা ঘুলিয়ে গেছে দেখচি। বুঝচ না—গোকুলবাবু Asstt. Surgeon—তাঁর কথায় Civil Surgeon অমনিও আসতে পারেন। নয় কি বেই?

ব্রজবাবু। তা নাত টাকা দেবে কে? তিনি গোকুলকে খুব ভালও বাসেন জানি।

নবকুমার। শুনলে?

বিরূপাক্ষ। আর একজন সাহেব?

ব্রজবাবু। আর একজন আবার কে বাবু?

বিরূপাক্ষ। লুকুচ্চ কেন বেই, তুমিইত আগে দুজনের নাম করেছিলে!

ব্রজবাবু। কই না, আমি ত' বলেছিলুম—Civil Surgeon-Major Bloodhead Danker.—

দ্বিতীয়বার নামটা শুনিয়া বিরূপাক্ষের মুখ আবার এতটুকু হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"তাহ'লে দুজন নয়?"

নবকুমার। ও হরি—তুমি ঐতে দু'জন ঠাউরেছিলে? নামটা হাতখানেক বটে—ব্লড্‌হেড্ ড্যাঙ্কার।

তারিণী ভট্‌চায্যি একবার ঠকিয়া, আর কথা কহেন নাই। এইবার যো পাইয়া বলিলেন—"শুনতেও জোঁদা জোঁদা। তা হলেই বা, ওদের ওরকম হয়। আজ শুনলুম William, দুদিন পরে শুনি Fort William—ও আমি ঢের শুনিছি। তাতে আর তোমার আমার কিগো বিরূপাক্ষবাবু,—বাড়লেই মোরবে!"

ঘরে বাইরে চাপা হাসির একটা ঢেউ খেলিয়া গেল, কিন্তু বিরূপাক্ষবাবুকে তাহা স্পর্শ করিল না। Danker (ড্যাংকার) শব্দটা তাঁহার কানে তখন danger-এর (বিপদের) প্রতিধ্বনি-রূপে ঘুরিতে ফিরিতেছিল। তাঁহার বুক দমিয়া যাইতেছিল।

নবকুমারবাবু। আর দেরি কোরনা ভায়া, সরোজকে ওঁর সঙ্গে দাও,—আমিও উঠি, তোমার এখানে ত' তামাকের পিত্তেস নেই।

বিরূপাক্ষের মনে কালকের জঘন্য কাণ্ডটার গুরুত্ব আজ ক্রমেই নানা আশঙ্কা আঁকিতেছিল ; বউটা যদি মরেই যায়—এই পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে যেন আগুন লাগিয়া গেল, দুই কান দিয়া তার তপ্ত শিখা বাহির হইতে লাগিল। এই সময় নবকুমারবাবুর প্রস্তাবটায় তিনি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—"কি বোক্‌চ নবকুমার—এ কি ঠাট্টা তামাসা, যার বিপদ সে-ই জানে। কত দূরে নে গে দাঁড় করিয়েছেন সেটা ভেবেচ কি? ঐ খপ্পরে তুমি সরোজকে পাঠাতে বল! সে ছেলেমানুষকে নিয়ে টানাটানি কেন, সে কি জানে;—তার বাপ থাকতে বৌয়ের কথায় সে থাকবে কি?" ইত্যাদি—

তারিণী ভট্‌চায্যি আবার একটা সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হায়রে সে কাল, সে সনাতন-রক্ত এক তোমাতেই আছে দেখ্‌চি; আমাদের থেকেও নেই বাবা। বড় ছেলেটা আর একটা বে করলে, বাড়ীর সামনে আজো কি স্কুল থাকতে দি, যেন ভীমরুলের চাক্, দুপুর বেলা একটু ঘুমোবার যো নেই, কেবল ম্লেচ্ছভাষা কানে ঢুকচে—কি করি কানে পইতে জড়িয়ে পড়ে থাকি। টাকাটা পেলে মতি স্যেকরার মতিচ্ছন্ন ঘোচাই —বেটা যেন ফেউ লেগেছে। জমিও দেড় বিঘে হবে গো। কায়দা আর কারুরওয়াই করতে টাকা ত চাই, তা অবাধ্য ছেলে বেটারা বোঝে না—বলে দু'টো বে আবার কি? ওরে ব্যাটা —কি, তা তোর খোঁজে দরকার কি, সে বাপ রয়েছে—বাপ

বুঝবে। আবার বলে—মহাপাপ। শুনলেন! ওরা কি ছেলে, —বামনের ঘরের মেয়ের সামিল। তুটো বের নামে ওঁদের পাপ হয়!, বাপের অধিকার আর রইল কই? পইষট্টির পর আর যে,—যাক্! তা হ'লে আর অমন সম্পত্তিটা—"

নবকুমারবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন—"অধিকার রক্ষার পরামর্শ এর পর এসে করবেন ভট্‌চায্যি মশাই, এখন কাজের কথাটা শেষ হ'তে দিন—বেই মশাই আর দাঁড়াতে পারেন না।"

তারিণী। বেশ বেশ, তা হোক না, আমার তাড়া নেই। তবে, ঐ যে বাপ থাক্‌তে ছেলের বউ-ব্যথা—

নবকুমারবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"থামুন ত ভট্‌চায্যি মশাই! ও-সব বাজে কথার সময় অসময় আছে। ছেলের কি ছেলের স্ত্রীর মনের অবস্থার ওপর ছেলের বাপের কোন্ অধিকারটা আছে শুনি! এ ত বউ আনার দিন ঠিক করার কি দেনা-পাওনা ঠিক করার অধিকার নয়। তাতে আর আমাদের দেশের কোন্ ছেলে কবে বাধা দিয়েছে? আর ২০।২৫ বছরের ছেলেরা বই হাতে করে কলেজে যায় বলেই ত খোকা নয়, তারা যদি বিবাহিত পত্নীর তুঃখে কষ্টে অপমানে বেদনাটাও না বোধ করে তবে তারা ত পশু! কারুর মনের ওপর অধিকার ভগবান কারুকে দেন নি, সেখানে সকলেই স্বাধীন। সব কথা যদি সরোজের কানে পৌঁছে থাকে—তুঃসহ আঘাতে সে নষ্ট হয়ে যেতে পারে—

তখন অধিকার নিয়ে ধুয়ে খেয়ো ;—ব্যাপারটি তো সোজা ঘটে নি,—এখন সরোজের সেখানে যাওয়া, আর সরোজের মুখের উৎসাহ আর আশ্বাসবাণীই বৌমাকে বাঁচবার পথে এনে দিতে পারে। তোমরা উল্‌টো কথাই ভাবচো। Civil Surgeon (সিভিল্ সার্জ্জন) যে পরামর্শ দিয়েছেন—ছেলে, বউ. উভয়ের জন্যেই সেটা সামলাবার একমাত্র উপায় জেনো। কাজের দোষে যে ভয়টা এসে ধরেছে, এখনো তার কোন কারণ উপস্থিত হয় নি, বিশেষ, বেই মশাই যেরকম সাধুপ্রকৃতির লোক। কিন্তু সরোজকে না পাঠালে দেখো সেইটি ডেকে আনা হবে। ইংরেজ Civil Surgeon-এর কত বড় ক্ষমতা তা জাননা ;—তাঁরা রাজা মহারাজাদেরও মাথা খারাপ হয়েছে বলে, কলম ডাললে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেন, আবার অসুস্থ লোককে সুস্থ বলে ঘানি টানাতে পারেন, সেখানে লাটেরও কথা কবার ক্ষমতা নেই ভায়া।"

ভয়ে ভাবনায় বিরূপাক্ষের বিরূপ ভাব একেবারে ঘুচিয়া গেল। তাঁর দুর্ব্বলতা আসিয়া গিয়াছিল। হতাশামিশ্রিত উদাস ভাবে বলিলেন—"তুমি যখন রাগ করচ নব, তখন ভাল বুঝেই করে থাক্‌বে, যা ভাল হয় কর ভাই, আমি সরোজকে বে'য়ের হাতে দিলুম, তাঁর জিনিষ তিনি দেখবেন।" ইত্যাদি—

বিনয় ভিতরে যাইবার সময়, একখানি গাড়ী আনিয়া রাখিবার জন্য ইন্দুকে অনুরোধ করিয়া যায়। গাড়ী আসিয়া প্রস্তুতই ছিল। বিরূপাক্ষ ও নয়নতারার বিশেষ ইচ্ছায় আর

সরোজের অনুরোধে বিনয়ও সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল।

ব্রজবাবুকে একলা পাইয়া বিরূপাক্ষ তাঁর হাত দুটি ধরিয়া সকাতরে বলিলেন—"বেই, তোমার ছেলে তোমার হাতে দিচ্ছি—তুমি—" বলিয়াই তিনি অশ্রুগদ্গদ হইয়া পড়িলেন। নোট কয়খানি হাতেই ছিল—বলিলেন—"এ তুমি নিয়ে যাও, কেন সুদ গুণবে, সুবিধামত—"

ব্রজবাবু বলিলেন—"বেই, আপনি এত বিচলিত হচ্চেন কেন! ভাবনাটা কিসের? আমি কালই বাবাজীকে পৌঁছে দেব। নারায়ণ দিয়েছেন, এ টাকা আপনি রাখুন, আমার সুদ লাগবে না। আপনি শুধু ছেলে-বউকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

সকলে গাড়ীতে উঠিতেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। বীরেশ্বর সরোজকে বলিল,—যেন সঙ্গে করে আনা হয়, খবরদার ভুল করিসনি।"



তৃতীয় খণ্ড

"এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।"

* * * *

"এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে র'ব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।"

—রবীন্দ্রনাথ

১

নবীন ছিল সাধারণ মানুষ—সরল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ। পার্ব্বতী তাহাকে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ও অসুখের আস্বাদ হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। নবীনের অজ্ঞাতে সকল আঘাত নিজে সহিয়া স্বামীকে সুখী করিবার ও সংসারকে ভদ্র রাখিবার প্রয়াসেই সে অকালে প্রাণ দিয়াছে। নবীন বহু বিলম্বে অবস্থাটা কিছু কিছু বুঝিয়াছিল ও উভয়ে কাশী গিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইবার আলোচনাও হইয়াছিল। তবে, সে-কথার মধ্যে কাহারও বিশেষ দৃঢ়তা ছিল না; কারণ পার্ব্বতী বাঁচিয়া থাকিতে তাহার স্বহস্তে ও সযত্নে রচিত সংসারের উপর কোন ছুলে কোন নিন্দার কথা প্রকাশ পাইবে, এ-কথা ভাবাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সতী তাহার এই কঠিন সাধনায় বোধ হয় সিদ্ধিলাভ করিয়া জয়পতাকা লইয়া গিয়াছে।

তাই নবীনের পক্ষে অভিনব ও অবাধ আঘাতগুলা অল্প দিনেই তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া গৃহত্যাগী করিয়া দিল। সে বাত্যাতাড়িত বৃন্তচ্যুত পত্রের মত লক্ষ্যশূন্য গতিতে মাঝির ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া নৌকায় আসিয়া পড়িয়াছিল ও অনির্দ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল। শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া প্রকৃতির অবাধ রাজ্যের আস্বাদ সে সেই প্রথম পাইল। তাই তার প্রাণটা মুক্তির

আরামে অন্তরে অন্তরে পরম স্বাচ্ছন্দ্যের সাড়া দিয়া "আঃ" বলিয়া উঠিয়াছিল। কে জানিত যে কর্ম্মজগৎ তাহা অনুমোদন করে নাই। এখানে একটা কাজ শেষ না হইতে অন্য কাজ আসিয়া মাথা তোলে, এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান লোকের প্রকৃতি মত তাহাকে দীক্ষা দেয়! তাই পরক্ষণেই দেবেশের মুখে তাহাদের কষ্টকর কাহিনী শুনিয়া পরদুঃখকাতর নবীনের চিত্ত ব্যথিত, আলোড়িত ও আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং সন্তান-বৎসল নবীন, এই দুইটি ভাই-ভগ্নীর অবস্থা অনুমান করিয়া, আত্মচিন্তার অবসর না লইয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলে। তাহারই চিন্তা, চেষ্টা, তাহারই উৎসাহ এই কয়দিন চারিদিক হইতে এই নব বৈরাগ্যবান লোকটিকে বল জোগাইয়াছিল, ও টানিয়া খাড়া রাখিয়াছিল। সে সবেমাত্র সংসার-সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়াছে, নবোৎসাহের মুখে, সে এই বিচ্যুতির বেদনা চোখ বুজিয়া এড়াইয়া থাকিলেও, তাহা তাহার অজ্ঞাতে ছিল, এবং সে ক্ষত তখনো কাঁচাই ছিল। তাই অন্যের বেদনা সে সহিতে পারে নাই, পরকে আপন ভাবিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। তাহাতে একটা আরামও সে পাইয়াছিল। গত কয়দিন সে যেন আপন কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার আয়োজনের উৎসাহে একটা উৎসবের মধ্যে কাটাইয়াছে।

* * * *

মনোরমা স্বামীর সহানুভূতি ও সঙ্গ পাইয়া অনেকটা সামলাই-য়াছে। ডাক্তারেরা অভয় দিয়াছেন ও তাহাকে সরোজের সহিত

পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। সরোজকে ও বিনয়কে নবীনের যাহা যাহা বলিবার ছিল তাহা বলা হইয়াছে, এবং আজ ভোরের ট্রেণে তাহারা মনোরমাকে লইয়া চলিয়াও গিয়াছে। ব্রজবাবুর ইচ্ছা ছিল নিজে সঙ্গে যাইবেন, অন্ততঃ দেবেশ যাইবে; মনোরমা দৃঢ় ভাবে তাহাতে আপত্তি করায় এবং নবীন তাহা অনুমোদন করায়, সেটা ঘটিতে পায় নাই।

নবীন আজ ৯ টার মধ্যে আহারাদি করাইয়া ব্রজবাবুকে আপিসে এবং দেবেশ ও শিবেশকে কলেজে পাঠাইয়া দিয়াছে, নিজেও তাহাদের সহিত প্রসাদ পাইয়াছে। এ কয়দিন যাহা লইয়া সে উৎসাহে ছিল, তাহা আজ শেষ হইয়াছে।

নবীন কর্ম্ম শূন্য লোকের মত বহির্ব্বাটির সম্মুখে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে কাটাইয়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া ঢুকিতেই সহসা সম্মুখ হইতে কে যেন তাহাকে বলিল—"তারপর ?" সে এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলনা, তাই অসহায়ের মত থতমত খাইয়া গেল। কয়দিনের ভাবনা চিন্তা উদ্বেগের পর কোথায় সে আজ আহারান্তে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া গড়াইবে—না এ কি ? ধীরে ধীরে তাহার প্রাণ বলিতে লাগিল 'সত্যই ত নবীন—এ কার বাড়ী ? কোথায় আরাম করিবে ? এখানকার কাজ ত' শেষ হইয়াছে, আর কেন ? এখানে কাটাইবার আর তোমার কৈফিয়ত কি আছে ?' নবীনের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। সে বসিয়া পড়িল, কেবল তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—"তাই ত'!"

নবীন মুহূর্ত্তে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৃহত্যাগের পর মুক্তির বাতাস গায়ে লাগিয়া সে ত মত্তহস্তীর বল পাইয়াছিল। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বেও ত' সে যুবার মত উৎসাহপূর্ণ ছিল!

নবীন বরাবরই হিসাবী লোক নয়, তাহার প্রকৃতিতে সেটা সম্ভবও ছিলনা, তবে সে অপব্যয়ীও নয়। সে যে হিসাব করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল তাহাও নয়। হৃদয়হীন আঘাতের মুখে সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া অতিষ্ঠ হইয়াই জ্বালা-যন্ত্রণা-অভিমানের তাড়নায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল। তারপর? এই "তারপর"টা ভাবিতে সে অভ্যস্ত ছিলনা, এমন কি ভাবিতে ভয় পাইত, তাই সেটাকে এড়াইয়া চলিত। পার্ব্বতী পেড়াপীড়ি করিলে বলিত—"ভাবচো কেন, তারপর বিশ্বনাথ আছেন।" পার্ব্বতী মৃদুহাস্যে তাহাই মানিয়া লইত এবং যাহা করিবার নিজেই করিত।

এই বিশ্বনাথে নির্ভরটা—পার্ব্বতীর সহিত কাশীধামে গিয়া জীবনের শেষ দিনগুলা উভয়ে নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে কাটাইবার সুমধুর আলোচনার পর সে লাভ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে কতটা সত্য আর দৃঢ়তা ছিল তাহা বিশ্বনাথই জানিতেন। তাহার শোনা ছিল—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াইবার ও শান্তি লাভ করিবার ৺কাশীধামই একমাত্র কাম্য ভূমি। সেখানে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দেন, আর বিশ্বনাথ মুক্তি দেন। আর মহান্তের নিকট কিছু টাকা জমা দিলে—আজীবন মার প্রসাদ নিত্য-নিয়মিত পাওয়া যায়, এবং নির্ভাবনায় বিশ্বনাথের নাম করিয়া অবশিষ্ট দিন আনন্দে যাপন করা যায়—ইত্যাদি—

সরলবিশ্বাসী শুদ্ধচিত্ত নবীনের হৃদয়ের অপর পৃষ্ঠায়, তাহার অজ্ঞাতেই তাহা অঙ্কিত হইয়া যায়। সে যে এই সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ ছিল তাহা নহে, কিন্তু কি অসহায় অবস্থায়, কি আনন্দের অবস্থায়—অসম্বিতেই "বিশ্বনাথ" নামটি আপনা আপনি তাহার মুখে আসিত। কেন আসে, কোথা হইতে আসে, তাহা সে কখন ভাবে নাই। গৃহত্যাগের সময়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার যদি কোন দুর্ভাবনা আসিয়া থাকে ত'—"পরের কথা বিশ্বনাথ জানেন, তিনি যাহা করাইবেন, যেখানে লইয়া যাইবেন তাহাই হইবে"—এই ভাবটা অবলম্বন করিয়াই সে তাড়াতাড়ি সেটাকে বিদায় করিয়াছিল। তদতিরিক্ত ভাবিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই।

মানুষ নিজের প্রকৃতিকে এড়াইয়া চলিতে পারে না, প্রকৃতির অনুকূল কিছু পাইলে তাহার প্রাণ তাহাতে স্বতই সাড়া দিয়া উঠে। তাই মনোরমার অবস্থা শুনিয়া ও তাহার বেদনা অনুমান করিয়া সে স্থির থাকিতে পারে নাই। তাহার একটা উপায়ের জন্য নিজের যাহা কিছু অবশিষ্ট অর্থ ছিল তাহা আবশ্যক মত ত্যাগ করিয়া তবে সে শান্তি বোধ করিয়াছে এবং টাকাটাও বিশ্বনাথের ও তাঁহারই ইচ্ছা মত তাহা ব্যয় হইতেছে—ইহাই ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত ভাবে তাঁহারই কার্য্য করিয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবে পাশ-কাটাইয়া চলাটাই তাহার অভ্যাস ছিল।

এই মাত্র হঠাৎ তাহার হৃদয়ের অস্পষ্ট পর-পৃষ্ঠাটা সুস্পষ্ট হইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। কাশীবাস যে তার

একমাত্র অভীষ্ট অবলম্বন, এবং উক্ত অর্থ যে তাহারই উপায়-স্বরূপ ছিল, এই সুপ্ত চেতনাটা সহসা জাগ্রত হইয়া দেখা দিয়াছে। কাশীতে যে কাহারও কিছু গ্রহণ করিতে নাই, কাহাকেও বিব্রত করিতে নাই! ব্যবসায়—লোভ ও মিথ্যা অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতে ঘটিয়া যায়, সুতরাং তাহাও সে করিবে না। এখন উপায়!

সে ঘণ্টাখানেক একভাবেই বসিয়া ভাবিল—কোন কূল-কিনারা পাইল না। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল;—সত্যই ত', এখানে আর সে কি বলিয়া থাকে! ব্রজবাবু বাড়ী ফিরিলে—চোখোচোখি হইলে এইবার কি কথা হইবে?

নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল, অদূরেই কাগজ-কলম দেখিতে পাইয়া টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সে লিখিতে বসিয়া গেল,—"শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথভরসা"—তাহার পর "সেবক শ্রী" লিখিয়াই তাহা কাটিল, তাহার পরিবর্ত্তে সেই লাইনেই লিখিল,—"কোটি কোটি প্রণামান্তর সেবকের নিবেদন"। তাহার পর চাঞ্চল্যের আবেগে কম্পিত হস্তে নিম্নলিখিত ৪।৫ লাইন পর্য্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হইল—"আমি অন্য কাজে চলিলাম। আমার খোঁজ করিয়া বৃথা কষ্ট পাইবেন না। যাঁহার টাকা—তাঁহারই ইচ্ছামত ব্যয় করিয়াছি মাত্র। ইহাকে ঋণ বা দান বলিয়া ভাবিবেন না। ইহার মধ্যে পরিশোধের প্রশ্ন নাই—"

টাইম্‌পিস্‌টার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই—"কি দরকার" বলিয়াই তাহা মুঠার মধ্যে মুড়িয়া, সজোরে একটা চাপ দিয়া খোলা

জানলার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং উঠিয়া পড়িল। সেটা যে জানলায় ঠেকিয়া ঘরের মধ্যেই পড়িল নবীন তাহা লক্ষ্য করিল না।

ঘরের বাহিরে আসিয়া, শিকল তুলিয়া দিয়া তালা বন্ধ করিল, ও চাবিটি দেবেশ যেখানে রাখিত সেইখানে রাখিয়া দিয়া, "জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া সত্বর বাহির হইয়া পড়িল।

আবার তাহার প্রাণে প্রশ্ন উঠিল—"তারপর?" বহুদিন হইতেই সে এই "তারপর"-টা, সহজেই "বিশ্বনাথ" দিয়া পূরণ করিয়া আসিয়াছে, আজ আর তাহা পারিল না—হতাশায়, অভিমানে তাহার মন কেবলমাত্র বলিল—"যা হয় হবে!" সে আর কিছু ভাবিতে পারিল না, তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া কেবলই পার্ব্বতীকে খুঁজিতে লাগিল। তাহার পদক্ষেপ দ্রুত হইলেও তাহা দুর্ব্বল ও লক্ষ্যহীন লোকের পরিচয় দিতে লাগিল। আজ আর সে বাহিরের বাতাসে উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে মুক্তির আরাম পাইল না!

২

পাঁচকড়ি জেলের চালাঘর ঘাটের নিকটেই—রাস্তার ধারে। লাউ-গাছের অবাধ বৃদ্ধিতে চালের খড় দেখা যায় না। দাওয়া, উঠান পরিষ্কার ভাবে নিকোনো। উঠানের মাঝামাঝি এ-মুড়ো ও-মুড়ো একটি বাঁশের আলনা। তাহার এক

পার্শ্বে কতকগুলি গাব-মাখানো শণের দড়ি আর কতকগুলা তাড়াবাঁধা শোলা ঝুলিতেছে, মধ্যে একখানা ছেঁড়া জাল শুকাইতেছে। দাওয়ায় একটা পটপটির মাদুরের উপর পাঁচকড়ি দুই হাত বুকে দিয়া, অপলক দৃষ্টিতে আড়কাটার দিকে চাহিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ নীরব পড়িয়া আছে!

গত রাত্রে তাহার বড়ই বিপদ গিয়াছে,—ইলিস মাছ ধরিতে গিয়াছিল, জালে হাঙ্গর পড়িয়া জালখানি ছিঁড়িয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে—তাহার আর আদায় নাই। সেই আকস্মিক হ্যাঁচকায়, নিজেও জালের মধ্যে পড়িতে পড়িতে কোন প্রকারে টাল সামলাইয়া বাঁচিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু জাল যাওয়ার চেয়ে তার নিজের যাওয়া যে ভাল ছিল!

ইলিস মাছের সময়টা জেলেদের রোজগারের মরসুম। দোকানীর দেনা পরিশোধ, বন্ধকী জিনিষ উদ্ধার, মতি সা-র পাওনা মেটানো, পূজায় পুঁটিকে জামদানী কুঞ্জদার সাড়ী আর বেলোয়ারী চুড়ি পরানো, এ-সবই যে ইলিস মাছের রোজগারের উপর নির্ভর করে। সেই রোজগারের একমাত্র অস্ত্রখানি বেকাম হইয়া গিয়াছে। ঐ সব বাৎসরিক অবশ্যকর্ত্তব্যগুলির উপায় কি হইবে—এই চিন্তায় পাঁচকড়ির হাত-পা শিথিল হইয়া গিয়াছে; সে ওঠে নাই, খায় নাই—সারাদিন পড়িয়াই আছে।

পুঁটির কি লাগে নাই? খুবই লাগিয়াছে। কারণ, এই পূজায় সে রূপার তাবিজ পরিবেই পরিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু মা গঙ্গা যে পাঁচকড়িকে রক্ষা করিয়াছেন, সে স্বামীকে

ফিরিয়া পাইয়াছে—এই পরম লাভটার কাছে তার আর সব ক্ষতি তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সে রাঁধিয়া বাড়িয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছে, পাঁচকড়ি ওঠে নাই, খায় নাই, কথাও কয় নাই—কেবলমাত্র বলিয়াছে—"দ্যাখ্ পুঁটি, জ্বালাতন করিস্‌নে—সামনে থেকে সরে যা বলচি।" পুঁটি আর সহিতে পারে নাই,—অভিমানে "এই চল্লুম" বলিয়া সে সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়া ভাতের থালা উপুড় করিয়া দিয়া তাহা মাজিয়া ধুইয়া আনিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে রাখিয়া, দাওয়ার এক ধারে উপু হইয়া, দুই গালে হাত দিয়া উদাস দৃষ্টিতে বসিয়াছিল।

যাহার যে প্রকৃতি তাহা তাহার অন্তরে অজ্ঞাতভাবে থাকিলেও, আঘাত পাইলে পরিচয় দেয়। পুঁটির প্রকৃতিটা ছিল সরল, সে মালার মেয়ে হইলেও, ভাল কাজ করিতে, ভাল কথা শুনিতে ভালবাসিত—তুচ্ছতা এড়াইয়া চলিত। এইটাই ছিল তার স্বভাব। তার ঝোঁকের মধ্যে ছিল, গ্রামের মধ্যে যেখানেই "কথা" হউক—সে শুনিতে যাইবেই। ঐ বিষয়ে তাহার মনটা ক্ষুধিতের ন্যায় ব্যাকুল থাকিত।

যদিও ক্ষতিটা সে গায়ে মাখে নাই, কিন্তু উহা যে তাহাকে একটুও বিচলিত করে নাই, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তাহার উপর সযত্ন-প্রস্তুত অন্ন স্বহস্তে গঙ্গায় ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছে! কাজেই, দুঃখে, অভিমানে, রোষে সংসারটা তাহার কাছে তিক্ত বোধ হইতেছিল। সে আপনা-আপনি উচ্চ কণ্ঠেই বকিয়া চলিয়াছিল—"জাল ছেঁড়া ত' ভাগ্যির কথারে, কত

ভাগ্যিবানের ভাগ্যে ঘটে না। ইলিস মাছ ওকে স্বগ্যে দেবে—আর একটু হলে দিচ্ছলোত'! জাল গেছে জঞ্জাল গেছে,—বেঁচেছি! আবার জালে পড়তে হবে নাকি? মিন্‌সের বুদ্ধি দেখ না, জেলে-মালার আর কত' হবে!"

নবীন যন্ত্রপরিচালিতবৎ গঙ্গাতীরেই আসিয়া পড়িয়াছিল—অনতিদূরেই ঘাট।

পুঁটির কথাগুলা সহসা নবীনের কানে আসিতেই তাহার যেন চট্‌কা ভাঙ্গিল,—তাহার গতি ভঙ্গ হইল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

ক্ষতিটা পাঁচকড়িকে খুবই লাগিয়াছিল। তাহার উপর ক্ষুধা লাগিয়া, সে রাগিয়া উঠিল—আর থাকিতে পারিল না, বলিল—"তুই কি গোঁসায়ের মেয়ে নাকি, তোর যে বড় মুখ হয়েছে! জাল গেল, এখন খাবি কি তা ভেবেছিস্?"

পুঁটি সেদিকে না চাহিয়া বলিল—"ভাব্‌ব আবার কি, ও আমার ঢের ভাবা আছে। যখন জাল ছিলনা তখন কি উপোষ করতুম? সেই মা গঙ্গাই ত' আছেন, দয়া করে যা দেবেন তাই খাবো।"

পাঁচকড়ি। কি করে তাই শুনি—

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া পুঁটি বলিল—"কেন, ভুলে গিচিস্ নাকি? কিনারা-জলে পালা ফেলে আসবি—ভোরে গিয়ে চিংড়ি, চুনো, চাঁদা পেলেই চলে যাবে, পাড়ায় গিয়ে বাড়ী-বাড়ী বেচে আসবো। এই ত' করতুম। জাল ত' আর কপাল নয়, সেটা ত' সঙ্গেই আছে।"

এতক্ষণে নবীনের মুখ হইতে আপনা আপনি অনুচ্চস্বরে বাহির হইল—"জয় বিশ্বনাথ!" সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

.পাঁচকড়ি বলিল—"মাগির বুদ্ধি দেখ—মেয়েমানুষ কিনা,—চুনোমাছে চলবে,—চুনো আর ইলিস এক!"

পুঁটি তেমনি মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"আরে মিন্‌সে—এ-ও মাছ, ও-ও মাছ, ছোট লক্ষ্মী—বড় লক্ষ্মী আছে নাকি! ছোট আগুন, বড় আগুন নেইরে; এতটুকু আগুনেও বেহ্মাণ্ডি জ্বালাবার তেজ আছে—জানিস্। আগে যে রেখেছিল, সেই হ'ল আপন, আগেরটাই সহজরে,—অসময়ে তাকেই মনে পড়ে—সেই রাখে। বামুনের ছেলেরা আগে পূজো করতে—মোন্তোর পড়তে শেখে। ও পাড়ার ভট্টাচায্যিমশাইদের তো ওই কাজই ছিল। ছেলে ইংরাজি পড়ে তা ছেড়ে দিছলো;—গৌরীপুরের কলে বাবু হয়ে—মজুর আর উপ্‌রি মেরে সাতবছরে নাকোটাকার নোক হয়। যদু স্যাকরার জমী নিলে,—সদীবামনীর সাত হাজার! বাগানে নাচগান,—রাস্তা জোড়া গাড়ী-ঘোড়া,—দেউড়িতে ডালকুত্তো—পাড়ায় মাছ বেচ্‌তে যেতে পারিনা। পাঁচ বচরেই সব ফুট্-ফাট্! লালচের খাওয়া হজম হয় না রে,—তাতে রোগ ধরে,—গত্তি লাগে না। এখন শুনি, কোথায় রেঙ্গুনে গে পুরুত হয়েছে,—পূজো করে, ছাদ্দো করায়,—বেশ আছে। দেখলি তো—পেথোম্ যা শিখে ছ্যালো—সেই তো শেষ রাখলে! মাঝে যে আসে সে মজা করতে আর মজাতে আসে, সে গরীবের কেউ নয় রে, সে শুধু বাজে খরচের পয়সা

জোগায়—আর সং সাজায়, শুধু মেজাজ বাড়ায় রে মিন্‌সে—মেজাজ বাড়ায়। তাতে কোন্ ইশ্বয্যি বেড়েছিল ! পেথম সাত বছর ভাল ছিলি, না জাল বানিয়ে ভাল ছিলি ? আগে কত স্বস্তি ছিল বল্ দিকি মালার পো ! জালের বাড়তি রোজগারে জেলের পায়ে জুতো উঠেছে আর ম'তে সার পেট ভরেছে বইত' নয়—"

নবীন অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহার প্রাণে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আঘাত করিয়া চলিল।

পাঁচকড়ি শুনিয়া যাইতেছিল। এইবার জ্বলিয়া উঠিল, বলিল —"দ্যাখ্ পুঁটি, ঝুঁটি ধরে ঝাঁটা-পেটা কোরবো। জেলের পায়ে জুতো উঠেছে, আর পণ্ডিতের বেটির গায়ে পঁইচে ওঠেনি !"

পুঁটি অন্যদিকে চাহিয়াই বলিল—"উঠেছে তা কি হয়েছে ? কাঁচের চুড়িতেই বা কোন্ অসুখ ছিল ?"

নবীনের অবসন্ন দেহে রক্তের চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছিল। সে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিতেছিলনা। সে যেন পুঁটি মালানির প্রত্যেক কথায় সত্যের সাক্ষাৎ পাইতেছিল !

পাঁচকড়ি বলিল—"বটে ! কাঁচের চুড়ি আর রূপোর পঁইচে একই জিনিষ; এর মূল্যি আর ওর মূল্যি—এর গরব, আর ওর গরব—এর আহ্লাদ আর ওর আহ্লাদ—একই, না ? মিথ্যুক মাগি—"

পুঁটি এইবার গ্রীবা বক্র করিয়া স্বামীর মুখের উপর চাহিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"ছাখ নাচকড়ি, আর যা ইচ্ছে বল্—খবরদার বলচি মিথ্যুক বলিসনি, ভাল হবেনা,—পুঁটি মিছে কথা কয়না—"

বাড়ীর বিড়াল "সুন্দরীর"ও সারাদিন খাওয়া হয় নাই, সে উঠানে বসিয়া পুঁটির মুখ চাহিয়া মধ্যে মধ্যে কাতর কণ্ঠে মিউ মিউ করিতেছিল। তাহাতে কোন ফল হইলনা দেখিয়া সে দাওয়ায় উঠিয়া আসিয়াছিল এবং লাঙ্গুল উচ্চ ও মেরুদণ্ড ধনুকাকৃতি করিয়া পুঁটির গায়ে গা ঘসিয়া আবেদন জানাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পুঁটির সেদিকে হুঁসই ছিলনা। স্বামী মিথ্যুক বলায় সে উর্দ্ধফণা ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত স্বামীর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া গর্জ্জন করিবার সময় সুন্দরীর উপর নজর পড়িবা মাত্র—"দূর হ"—বলিয়া বাঁহাত দিয়া তাহাকে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

পাঁচকড়ি তাহার সক্রোধ তাড়নায় আর এই ঘটনায় হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"ও কি করলে? বেচারি সারাদিন খায়নি—"

পুঁটি আবার উঠানের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"না—আমিই যত করেচি—আমিই যত খেয়েছি—আমি মিছে কথা কইচি—আমি মিথ্যেবাদী—" বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এইবার মুস্কিল ভাবিয়া পাঁচকড়ি উঠিয়া পড়িল। নরম হইয়া বলিল—"পাগলীর বুদ্ধি দেখ, আমি কি সত্যি বলচি? তা বলে পুঁটি, কাঁচের চুড়ি আর পঁইচের এক কদর শুনলে সবাই তোকে পাগল ঠাওরাবে! চুড়ির মূল্যি পাঁচ পয়সা—পঁইচের মূল্যি পাঁচ গণ্ডা টাকা—তা জানিস্।"

পুঁটি কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—"আমার দাম জানবার ভারি দরকার। মেয়েমানুষের কাছে সিঁদুরের দাম লাক্ টাকার

বেশী, তা তুই বুঝবি কি! সিঁদুর বন্দক রাখ্‌তে যানা কেউ কাণা কড়িও দেবেনা। মনেই ছোট বড় রে, ছোটকে বড় করে নেবার মন চাই। যখন আদর করে চুড়ি এনে দিছলি তখনো যেমন আহ্লাদ করে পরেছিলুম, পঁইচে যখন দিলি তখনও তেমনই আহ্লাদ হয়েছিল, মনে করিসনি কম-বেশী হয়েছিল। আহ্লাদটা বুঝি দাম খতিয়ে কম বেশী হয়রে মিন্‌সে! তোর দেওয়া বলে রে পোড়ার মুখো—তোর দেওয়া বলে! এ-ও তুই আদর করে দিছলি, ও-ও তুই আদর করে দিছলি বলেরে নাচকড়ি! বুকড়ি চালের ভাত ভগবানের পেসাদ বলে,—তিনি কিরৃপা করে দেছেন বলে, মুখে দিলে অমরৃতো লাগে।"

নবীনের সারা দেহটাকে কে যেন নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া দিল। তাহার অসাড় প্রায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সহসা বল সঞ্চার হইল। তাহার শোণিত বেগ তাহাকে দোলা দিতে লাগিল।

পুঁটি বলিয়াই চলিল—"ভাসুর ভেন্ন হলে যখন অন্ধকার দেখেছিলি—মা গঙ্গা আঁচল ভরে চুনো চাঁদা ঢেলে দিয়ে সাত বচর পেলোছলেন,—জাল জুটলো আর সে কিরৃপা ভুলে গেলি। জাল ত' মা দেয়নি—নিজের লালচে জোটালি, তার বিপত্তিটে দেখলি ত'? ভারি-জিনিষ ডুবিয়েই থাকে—তোলেনা রে মিন্‌সে—তোলেনা। তানা ত জুয়ান মদ্দো আজ চিৎ হয়ে পড়বি কেন!"

নবীন গভীর নিশ্বাস সহ দুইবার "বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ," উচ্চারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মূঢ়তায় তাহার লজ্জা ও ধিক্কার আসিল।

পাঁচকড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—পুঁটি তাহা লক্ষ্য করে নাই। ফাঁক পাইয়া সে বলিল—"আমি চিৎ হয়ে থাকব' কেন?—দেখবিনি ত!"

পুঁটি পশ্চাৎ ফিরিতেই চোখোচোখি হইয়া গেল। পাঁচকড়িকে ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—"মিন্‌সের মূর্ত্তি হয়েছে দেখনা!"

পাঁচকড়ি অবসর বুঝিয়া অব্যর্থ উপায়টি প্রয়োগ করিল। বলিল—"খিদেয় মরে যাচ্চি পুঁটি, বড় মাথা ঘুরচে।"

পুঁটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"থ্যালে ঠেশ দিয়ে বোস্"—বলিয়া জোর করিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল, ও তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া এক ধামি মুড়ি-মুড়কি আনিয়া বলিল, "খা—জল আনি।" তাহার পূর্ব্ব ভাবের চিহ্নমাত্র আর তাহাতে পাওয়া গেল না। পরে একটি কাঁসার ফেরো করিয়া জল আনিয়া সম্মুখে রাখিল। ঘটিটি দেখিলেই তৃপ্তি আসে, লোক তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়,—এমন সুন্দর করিয়া মাজা। যেন সাহেব বাড়ীর নূতন পালিস-করা। চাকর দাসীর উপর যাঁহাদের নির্ভর তাঁহারা এ সুখে চিরবঞ্চিত।

পুঁটি পূর্ব্বে যখন ভাত দিতে আসিয়াছিল তখন তামাক সাজিয়া, হুঁকায় জল ফিরাইয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহাতে টিকা ধরাইয়া দিয়া, সন্নিকটেই রাখিল ও বলিল—"তুই তামুক খেতে খেতে আমি ভাত আর মাছ ঝালদে করে আনচি,"—এই বলিয়া পুঁটি রাঁধিতে গেল।

পাঁচকড়ি আর উচ্চবাচ্য করিল না, মুড়ি-মুড়কিতে মন দিল ; সুন্দরী আসিয়াও যোগ দিল। পাঁচকড়ি জালের কথা একদম ভুলিয়া গিয়াছিল, সে পুঁটির সেই "তোর দেওয়া বল্লেইরে পোড়ার মুখো" এই সুমধুর ভাষণের আনন্দ-গৌরবে ভোরপুর হইয়া মুড়ি গিলিতে লাগিল।

নবীন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা একটা নিশ্বাসের সহিত তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; প্রাণ ঘন ঘন "বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ" করিতে লাগিল। কর দুইটি পরস্পর সজোরে মর্দ্দন করিতে করিতে তাহার মুখে প্রফুল্লতার আভাস ফুটিয়া উঠিল। তাহার অন্তরটা যেন তাহার অজ্ঞাতে যৌবনকে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে উৎসাহ উদ্যমপূর্ণ যুবার মত সোজা হইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে গঙ্গার ঘাটে গিয়া পদচারণা করিতে লাগিল।



পুঁটি মালানির কথাগুলি নবীনের কানে ও প্রাণে দৈববাণীর মত বাজিয়াছে। সে তাহার প্রত্যেক কথাটিতে সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে—সে গুলি যেন তাহারই জীবনের পরীক্ষিত ইতিহাস। সব চেয়ে বড় লাভ—তাহা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। নবীন ভাবিতে লাগিল—"ঠিকইত, জীবনযাত্রায় যে প্রথম সহায় হয়, যে প্রথম সামলাইয়া দিয়া রক্ষা করে, সে যে মায়েরই মত

আপনার, তাহার আশ্রয় ত' সকল সময়েই নিরাপদ। আমি বাবার দোকানে প্রথম বাতাসা কাটিতে আরম্ভ করি, আমার বাতাসার সকলেই সুখ্যাতি করিত, তাহাতে দোকানের উন্নতি, সংসারের স্বচ্ছলতা দুই-ই ঘটে; তখন দিনও বেশ সুখে কাটিয়াছিল। সে-শিক্ষা আমাকে ত' ত্যাগ
সেই বাল্যবন্ধুই আমাকে আশ্রয় দিবে।"

গৃহত্যাগী স্বজনবিচ্যুত নবীনের অসময়ে এই ব
পাইবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া তাহার অ
উৎসাহের ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ করিয়া দিল, ত
দেহে সহসা সে অসীম বল অনুভব করিতে লাগি
পদচারণার গতিটা দ্রুততর হইল।

সে পুঁটির কথাগুলি একে একে স্মরণ করিত
"মনেইত' ছোট বড়,—বড় করে নেবার মন চাই!"

"তাঁর দেওয়া বলে নিতে পারলে ছোট-বড় কিছু থ
তিনি আমাকে যেখানে স্থান দিবেন সেই আমা
তিনি ত' আর সে স্থানটি বাদ দিয়ে থাকতে পার
তিনি থাকলেইত' কাশী—তাঁকে আর ছাড়চে কে?"
ন্যায়ের (বা নব্য ন্যায়ের) সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, সে বালকের মত আনন্দে, সহাস্যে ও সতেজে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—"যেখানেই থাকিনা কেন—কাশীবাস কোরবই!"

ঘাটে দশ-বারোজন লোক জড় হইয়াছিল। তাহারা শান্তিপুরে যাইবে:—শান্তিপুরের জাহাজ সেই ঘাটেই লাগে,

—তাহ' ' ভপ্রায়। নবীনের কথা যাহাদের কানে
ফিরিয়া চাহিল, বোধ হয় তাহাকে পাগল

' কট্ কিনিতে গেল। নবীন নিজের গেঁজে
-এখনও ৫২৲ টাকা আছে। ইতিপূর্ব্বে নিজের
র সাহস তাহার ছিল না। এখন প্রফুল্লচিত্তে
-"ওঃ, বাতাসার দোকান খুব হবে—ঢের হবে!

িনিয়া সে যেন পুনর্জন্ম লাভ করিল; এতক্ষণে
া আবার তাহার গায়ে লাগিল।

প্রাণ বলিয়া উঠিল—"পয়সাটাই তো সব নয়,
া আছে! আর তাতে যতক্ষণ প্রাণটা আছে
। তো শুধু মাংসপিণ্ড নয়! সে কারেও এক কলসী
দবার, কি কারুর বোঝাটা নাবিয়ে দেবার কাজে
ত পারে!"

এখন জামা কি জুতো-জোড়াটাও তাহার বিরক্তিকর বন্ধনের মত বোধ হইতে লাগিল। তারা যে মানুষকে—মানুষের কাজগুলাকে—ছোট করে' দেখতে শেখায়! বাধা—কেবল বাধা!

শান্তিপুরের ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিল। নবীন তাড়াতাড়ি নীচে নাবিয়া গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিল ও "জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া জাহাজে গিয়া উঠিল।

জাহাজের মুখ ঘুরিতেই দেখা গেল, নবীন ডিঙি মারিয়া সেই লাউগাছ-ঢাকা চালাখানি খুঁজিতেছে, পরেই—দুই হাত একত্র করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

জাহাজ "আগে চল্—আগে চল্" শব্দে চলিল। নবীন শুনিল—"কাশী চল্—কাশী চল্!"

ষ্টীমার শান্তিপুরে পৌঁছিলে, যাত্রীরা নামিয়া যাইবার পর, সারেং দেখিল—কে একজোড়া পুরাতন জুতা ও একটা পুরাতন কোট ফেলিয়া গিয়াছে।

সম্পূর্ণ

